মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৬তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১২

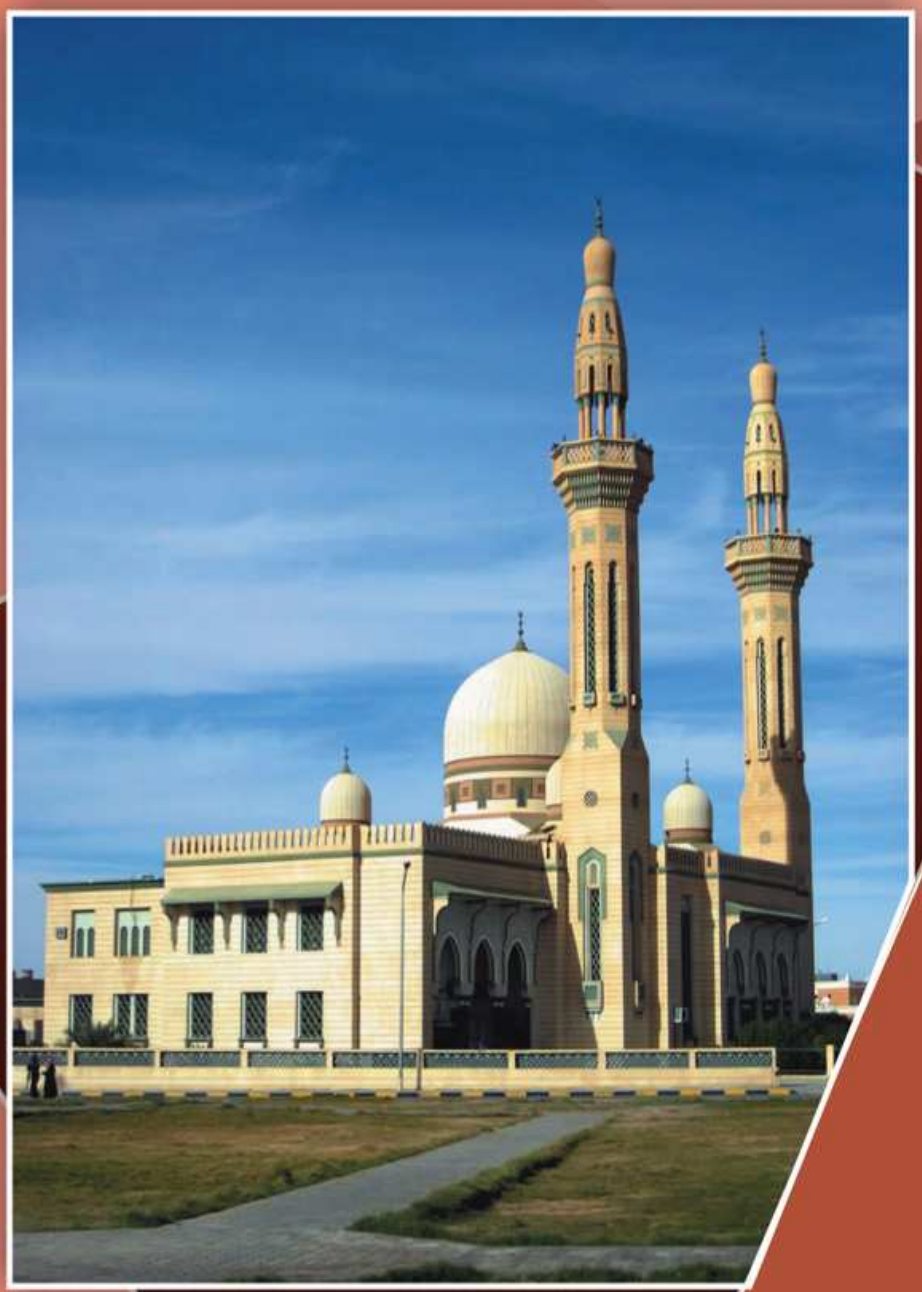

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **দরসে কুরআন :** ০৩
♦ চারটি বিদায়ী উপদেশ
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ০৮
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
♦ মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায় *(২য় কিস্তি)* ১৪
-হাফেয আব্দুল মতীন
♦ মানবাধিকার ও ইসলাম *(৭ম কিস্তি)* ২০
-শামসুল আলম
♦ ছালাতে একাগ্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও উপায় ২৪
-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
✡ **অর্থনীতির পাতা :**
♦ ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রগতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা ৩২
-শেখ ছালেহ কামেল
✡ **হাদীছের গল্প :**
♦ আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনা ৩৭
✡ **কবিতা :** ৪১
♦ কাণ্ডারী ডাকে
♦ আমি অপরাধী
♦ বিশ্বটাকে সাজাই
♦ আহ্বান
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪২
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৬
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭
✡ **পাঠকের মতামত** ৪৯
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

সম্পাদকীয়

আমেরিকার নির্বাচন

বারাক হোসেন ওবামা গত ৬ নভেম্বর'১২ পুনরায় ৪ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। গতবারের ন্যায় এবারও আইনসভার উচ্চকক্ষ (সিনেট) ডেমোক্রাটদের দখলে এবং নিম্নকক্ষ (কংগ্রেস) রিপাবলিকানদের দখলে গেছে। সেদেশের ঐতিহ্য হ'ল দ্বিদলীয় নির্বাচন : ডেমোক্রাট (গণতন্ত্রী) ও রিপাবলিকান (প্রজাতন্ত্রী)। প্রথমোক্ত দলের মার্কা হ'ল 'গাধা' এবং দ্বিতীয় দলটির মার্কা হ'ল 'হাতি'। গাধা ও হাতির পুরোদস্তুর লড়াই। চার বছর অন্তর বলা হ'লেও নির্বাচনের দু'বছরের মাথায় পরবর্তী নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। মার্কিন নির্বাচনকে পৃথিবীর জটিলতম ও ব্যয়বহুল নির্বাচন প্রথা বলা হয়। সেখানে দলীয় মনোনয়ন পেতে প্রায় দু'বছর ব্যাপী যে ধকল ও তহবিল সংগ্রহের বিড়ম্বনা পোহাতে হয়, তা পৃথিবীতে বিরল। এবারের নির্বাচনে উভয় প্রার্থীর মোট ব্যয় হয়েছে ৬০০ কোটি ডলার। এজন্য ইরানের প্রেসিডেন্ট একে 'ধনিকদের যুদ্ধ' বলেছেন। সেদেশের ৫০টি রাজ্যে ৫০ রকম সংবিধান ও নির্বাচনী বিধি। এক রাজ্যে যা সিদ্ধ, অন্য রাজ্যে তা নিষিদ্ধ। ব্যালটে কেবল প্রেসিডেন্ট ভোটই থাকে না, আইনের বিষয় মতামতও দিতে হয়। যেমন এবারের নির্বাচনে মেরিল্যাণ্ড রাজ্যের বাল্টিমোর সিটির এক স্কুল শিক্ষিকা ভোট দিয়েছেন জুয়ার আড্ডা (ক্যাসিনো) চালুর পক্ষে এবং সমকামী বিবাহ (গে ম্যারেজ) চালুর বিপক্ষে। জুয়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, অবৈধ তৎপরতার চেয়ে বৈধ উত্তম। ৭২ বছরের এক বৃদ্ধ, যার দু'চোখ অন্ধ এবং দু'পা হাঁটু থেকে কাটা, হুইল চেয়ারে করে ভোট দিতে এসেছেন। তিনি ওবামা, ক্যাসিনো ও গে ম্যারেজের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। অমনিভাবে সমকামী নারী ও পুরুষরা ওবামাকে ব্যাপকহারে ভোট দিয়েছে। তাদেরও নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। আমেরিকায় ভোট দু'রকম : পপুলার ভোট এবং ইলেক্টোরাল ভোট। শেষোক্ত ভোটাররা হ'লেন দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষ। যাদের মধ্যে থাকেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। তাদের সংখ্যা সারা দেশে নির্ধারিত মোট ৫৩৮ জন। তাদের মধ্যে যিনি অর্ধেক অর্থাৎ ২৭০ টি ভোট পাবেন, তিনিই প্রেসিডেন্ট হবেন। পপুলার ভোট হ'ল সাধারণ মানুষের ভোট। তাতে কেউ বেশী পেলেও যায় আসে না। যেমন বিগত রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বুশ-এর চাইতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আল-গোর পপুলার ভোট ১০ লাখ বেশী পেয়েছিলেন। কিন্তু ইলেক্টোরাল ভোট ৫টি কম পাওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্ট হ'তে পারেননি। এর মধ্যে একটা বিষয় শিক্ষণীয় যে, সেদেশে জ্ঞানী-গুণীদের ভোটের মূল্য আছে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত ইলিশ মাছ ও পুটি মাছের দর এক নয়। আরেকটি বিষয় ভাল, সেটি হ'ল এই যে,

তাদের মধ্যে নির্বাচনী সহিংসতা নেই। যেটা আমাদের দেশে অপরিহার্য বিষয়। সম্ভবতঃ ভোটচুরিও নেই। থাকলে সহিংসতা হ'ত। কিন্তু এই যে বিশ্ব কাঁপানো ইলেকশন। তার ফলাফলটা কি?

আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর বলা হয়। আমেরিকাকে আর্থিক পরাশক্তি বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? মিট রমনি আর ওবামা ব্যক্তি ও দল হিসাবে যতই পৃথক হন, রাষ্ট্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র একটাই। প্রেসিডেন্ট বদলালেও সেদেশের জাতীয় স্বার্থ কখনো বদলায় না। সেই স্বার্থ ঠিক করে যুক্তরাষ্ট্রের সিভিকো-মিলিটারী করপোরেট ত্রিভুজ। ভিতর থেকে যাদের নিয়ন্ত্রণ করে একটি শক্তিশালী ইহুদী লবি। বর্তমানে ৩১ কোটি ৪৭ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে যাদের সংখ্যা মাত্র ৬৫ লাখ (২.১ %)। অথচ ১৯৬৭ সাল থেকে তারাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ামক। সেদেশের ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা, মিডিয়া সব তাদের হাতে। প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের তহবিলের মূল যোগানদাতা তারাই। ফলে এদের প্রতাপকে সমীহ না করে কোন মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষেই ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকা সম্ভব নয়। এরপরেও চেক এণ্ড ব্যালান্সের নামে কংগ্রেস আর সিনেটে দু'দলের টানাপোড়েনে প্রেসিডেন্টের কোন সদিচ্ছা বাস্তবায়ন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই ব্যক্তি ওবামা যতই শান্তিতে নোবেলজয়ী হন না কেন, প্রেসিডেন্ট ওবামা তা প্রমাণ করতে পারেননি বিগত চার বছরে। অন্যান্য প্রেসিডেন্টদের মত তিনিও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলের স্বার্থের বরকন্দাজ। আফগানিস্তান, ইয়ামন ও পাকিস্তানে তিনি ড্রোন হামলাকারী ও শতশত নিরীহ মানুষের হত্যাকারী। লিবিয়াকে তিনি ধ্বংসকারী ও তৈল লুটকারী। এখন সিরিয়াকেও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনেছেন। কারণ সিরিয়া হ'ল ইস্রাঈলের নিকটতম প্রধান বিরোধী রাষ্ট্র। অথচ নিজের দেশের হাযার হাযার বেকার ও হতদরিদ্র মানুষ কর্মসংস্থানের দাবীতে ওয়াল স্ট্রীটে অবস্থান ধর্মঘট করছে। যারা নিজেদেরকে সেদেশের ৯৯ শতাংশ নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি বলে দাবী করছে। অর্থাৎ এক শতাংশ ধনিক শ্রেণী বাকী নিরানব্বই শতাংশ মানুষের রক্ত শোষণ করছে। বহু ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে। ফলে চিরশত্রু চীনের কাছ থেকে ও অন্যান্য বন্ধু দেশ থেকে ট্রিলিয়ন কি ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়ে ও অস্ত্র ব্যবসা করে কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে দেশটি। ফলে মার্কিন শাসনব্যবস্থা ও সেদেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে কতটা গণবিরোধী, তা ওবামার গত চার বছরের ব্যর্থতা দিয়েই পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই ওবামা এবারে তাঁর শেষ বারে পারবেন কি ইস্রাঈলের স্বার্থ রক্ষাকারী না হয়ে মানবতার রক্ষক হতে? পারবেন কি গণতন্ত্র ফেরী করার নামে অস্ত্র ও সন্ত্রাস রফতানী বন্ধ করতে? পারবেন কি বাহরায়েন, কুয়েত, জর্ডান, কাতার, সঊদী আরব, ওমান, আরব আমিরাত, ইয়ামন, জিবুতি, মিসর, তুরস্ক, ইরাক, উযবেকিস্তান, তাযিকিস্তান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানসহ মোট ১৬টি মুসলিম দেশ থেকে তাদের সামরিক ঘাঁটি গুটিয়ে নিতে? পারবেন কি কিউবার গুয়ান্তানামো বে সহ বিভিন্ন দেশে তাদের স্থাপিত মুসলিম নির্যাতনকারী বন্দী শিবিরগুলি বন্ধ করতে? পারবেন কি বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়ার পাঁয়তারা বন্ধ করতে? শান্তির জন্য কাজ করতে না পারলেও অশান্তি ছড়াবেন না বা তার পক্ষে ভেটো দেবেন না, এটুকুও যদি করতে পারেন, তাহ'লেও তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আগামী ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘে ফিলিস্তীনের সদস্যপদ লাভের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। সারা বিশ্ব এর পক্ষে। কিন্তু ভেটো ক্ষমতাধারী আমেরিকা এর বিপক্ষে। দেখা যাক গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবাদের মোড়ল রাষ্ট্রটি সেখানে কি ভূমিকা রাখে। আগামী ১৯ নভেম্বর ওবামা যাচ্ছেন মিয়ানমারে। সেখানে গিয়ে শান্তিতে নোবেল জয়ী আরেক নেত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে। তারা দুই শান্তির মেডেলধারী ইচ্ছা করলে খুব সহজেই নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের পক্ষে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। ইতিমধ্যে মিয়ানমারে আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়েছে। শক্তিশালী ভূমিকম্পে রাখাইন রাজ্য তছনছ হয়ে গেছে। যালেম বৌদ্ধরা এখন এটাকে ভগবানের ক্রোধ বলে ভীত হয়ে পড়েছে। ওবামার আমেরিকাতেও সদ্য স্যাণ্ডির গযব হয়ে গেল। দুই অভিশপ্ত দেশের নেতারা তা থেকে কি উপদেশ গ্রহণ করেছেন, বিশ্ববাসী এখন সেটাই দেখবে। যদিও আমরা নিশ্চিত যে, ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সহ তাবৎ অমুসলিম বিশ্ব এক। তবুও আমরা আশা করতে পারি এজন্য যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ফাসেক-ফাজের লোকদের দিয়েও তার দ্বীনকে শক্তিশালী করে থাকেন' *(বুখারী)*।

পরিশেষে বলব, আমেরিকার এই নির্বাচন ধনিক শ্রেণীর পাতানে ফাঁদের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ রক্ষার নির্বাচন মাত্র। ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিগত ২৩৬ বছর ধরে চলে আসা আমেরিকার এই নির্বাচনী রাজনীতির ফলাফল গরীবদের জন্য শূন্য। দিন দিন তাদের অংশগ্রহণ কমছে। বুশ-এর নির্বাচনে ৫৪ শতাংশ লোক ভোট দেয়নি। এবার ওবামার নির্বাচনে ৫০ শতাংশেরও কম লোক অংশগ্রহণ করেছে। প্রদত্ত মোট ১২ কোটি ৩৫ লাখ পপুলার ভোটের ৫০.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ওবামা। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে তিনি আমেরিকার মোট ভোটারের গড়ে সিকি শতাংশের প্রেসিডেন্ট। এই নির্বাচনী জুয়ার খেলা মানুষ ক্রমেই বুঝতে পারছে। ফলে মানুষ ক্রমেই এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অতএব আমরা বিশ্ববাসীকে দাওয়াত দেব, ফিরে এসো দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচনের দিকে। ফিরে এসো আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর বিধানের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার মেনে নিয়ে যোগ্য ও জ্ঞানী-গুণীদের পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার দিকে। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দিন- আমীন! *(স.স.)*।

চারটি বিদায়ী উপদেশ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ –

অনুবাদ : ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমাদের নিয়ে ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বসলেন। অতঃপর আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ দিলেন যে, চক্ষু সমূহ অশ্রুসজল হয়ে গেল এবং হৃদয় সমূহ ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। এমন সময় একজন বলে উঠলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হচ্ছে এটা যেন বিদায়ী উপদেশ। অতএব আপনি আমাদেরকে আরও বেশী উপদেশ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাদের আমীরের আদেশ শুনতে ও মান্য করতে উপদেশ দিচ্ছি যদিও তিনি একজন হাবশী গোলাম হন। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা সত্বর বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। তাকে কঠিনভাবে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত সমূহ দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টিসমূহ হ'তে দূরে থাকবে। কেননা (দ্বীনের মধ্যে) যেকোন নতুন সৃষ্টি হ'ল বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত হ'ল পথভ্রষ্টতা'।[১]

সারমর্ম : সকল ক্ষেত্রে আল্লাহভীতি বজায় রাখা, আমীরের আদেশ মান্য করা, রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরা এবং বিদ'আত হ'তে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাদীছের ব্যাখ্যা :

(صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমাদের নিয়ে ছালাত আদায় করলেন'। অর্থাৎ তিনি ছালাতে আমাদের ইমামতি করলেন। তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্র বর্ণনায় এ অংশটুকু নেই। সেখানে وعظنا رسول الله 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের একদিন ওয়ায করলেন' বলে হাদীছ শুরু করা হয়েছে। ছাহেবে মিরক্বাত এখানে ذَاتَ يَوْمٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, ঘটনাটি দিনের বেলায় ঘটেছিল।

(ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) অর্থ انحرف الينا انحرافا 'আমাদের দিকে সরাসরি মুখ ফিরিয়ে বসলেন'।

(فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً) অর্থ نصحنا نصيحة تامة فى الإنذار والتخويف 'তিনি আমাদেরকে আখেরাতের ভীতিপূর্ণ সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন'। যেমন আল্লাহ বলেন, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا 'আপনি ওদেরকে এড়িয়ে চলুন এবং ওদের সদুপদেশ দিন এবং এমন কথা বলুন, যা ওদের জন্য কল্যাণকর হয়' *(নিসা ৪/৬৩)*।

(ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ) 'তার ফলে চক্ষুসমূহ অশ্রুসজল হয়ে গেল এবং হৃদয়সমূহ ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ল'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَمِعُوْا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ– 'আর তারা যখন শোনে রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তখন আপনি তাদের চক্ষুসমূহকে অশ্রুসজল দেখতে পাবেন এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) মধ্যে লিপিবদ্ধ করুন'।[২]

এখানে প্রথমে 'চক্ষু অশ্রুসজল হওয়া এবং পরে 'হৃদয় ভীত-বিহ্বল হওয়া' বলার অর্থ এটা নয় যে, দু'টি আগপিছ হয়। বরং দু'টিই এক সাথে হয়ে থাকে এবং হৃদয়ের গভীরে প্রভাব বিস্তারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে চোখের পানির মাধ্যমে। চোখের পানিই তার মনের কথা বলে দেয়।

(فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ) অতঃপর একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হচ্ছে এটা যেন

১. *আহমাদ হা/১৭১৮৫, আবুদাঊদ হা/৪৬০৭, দারেমী হা/৯৫, তিরমিযী হা/২৬৭৬, ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫ 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ।*

২. *মায়েদাহ ৫/৮৩, তওবাহ ৯/৯২।*

বিদায়ী উপদেশ'। হাকেম এবং আহমাদ-এর বর্ণনায় এসেছে قُلْنَا 'আমরা বললাম'। বস্তুতঃ শ্রোতাদের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী উপদেশ লক্ষ্য করেই ছাহাবীগণ এটাকে বিদায়ী উপদেশ বলে ধারণা করেছিলেন। অন্য হাদীছে রয়েছে إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا 'নিশ্চয়ই কিছু কিছু বক্তব্যে জাদু রয়েছে'।[৩] সম্ভবতঃ ঐদিন অমন অবস্থাই ঘটেছিল। (كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ) 'যেন এটি বিদায়ী উপদেশ'। অর্থ, كأن هذه نصيحة الذى يريد الوداع 'মনে হচ্ছে এটি ঐ ব্যক্তির উপদেশ, যিনি বিদায় গ্রহণ করবেন' مودِّع توديع থেকে 'বিদায় গ্রহণকারী' (فَأَوْصِنَا) 'অতএব আপনি আমাদের আরও উপদেশ দিন'। মৃত্যুকালীন বিদায়ী উপদেশকে وصية বলা হয়। 'নছীহত' হল সাধারণ উপদেশ এবং 'অছিয়ত' হ'ল জোরালো উপদেশ বা নির্দেশ। বিদায়ী উপদেশকে যেহেতু বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, সেকারণ তাকে 'অছিয়ত' বলা হয়। সেজন্য ছাহাবায়ে কেরাম এখানে 'অছিয়ত' শব্দ ব্যবহার করেছেন' অর্থাৎ إذا كان الأمر كذلك فمرنا بما فيه كمال صلاحنا فى عاجلنا وآجلنا 'যদি সেটাই হয়, তাহ'লে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন ঐসব বিষয়ে যাতে আমাদের ইহকালে ও পরকালে সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(فَقَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ) 'অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ 'আর নিশ্চয়ই আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমাদের পূর্বেকার কিতাবধারী (ইহুদী-নাছারা)-দেরকে এবং (নির্দেশ দিচ্ছি) তোমাদেরকে এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর'... *(নিসা ৪/১৩১)*। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, اتقوا الله أي بأقسامها الثلاثة وهي تقوى الشرك والمعصية وتقوى ما سوى الله 'আল্লাহকে ভয় কর' অর্থ তার তিনটি প্রকার সহ ভয় কর। আর তা হ'ল, (১) শিরক হ'তে বেঁচে থাকা (২) গোনাহ হ'তে বিরত থাকা এবং (৩) আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু হ'তে দূরে থাকা'। তিনি বলেন, এটি হ'ল مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ অর্থাৎ সারগর্ভ বাক্য সমূহের অন্যতম, (যেটা হ'ল পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য)। কেননা তাক্বওয়া হ'ল আদেশ সমূহ মান্য করা ও নিষেধ সমূহ হ'তে বিরত থাকার নাম। এটি হ'ল আখেরাতের পাথেয়, যা মানুষকে আল্লাহর রহমতে চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তি দেবে এবং তাকে স্থায়ী শান্তির নিবাস জান্নাতে পৌঁছে দেবে। যেমন প্রখ্যাত আরবীয় কবি আ'শা বলেন-

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِنَ التُّقَى + ولاَقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

نَدِمْتَ عَلَى أَنْ لاَ تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ + وأَنَّكَ لَمْ تُرْصِدْ لَمَا كَانَ أَرْصَدَا

'যখন তুমি তাক্বওয়ার পাথেয় সহ আখেরাতে যাত্রা করবে না, অথচ মৃত্যুর পরে এমন ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাত হবে, যিনি ঐ পাথেয় নিয়ে হাযির হয়েছেন, তখন তুমি লজ্জিত হবে এ কারণে যে, তুমি তার মত হ'তে পারনি এবং তুমি তার মত অর্জন করোনি, যা সে অর্জন করেছে' *(দীওয়ানুল আ'শা)*। আর তাক্বওয়া হ'ল ব্যক্তি ও আল্লাহর মধ্যকার ব্যক্তিগত বিষয়'।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে তাক্বওয়া অর্জনের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ- وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا- وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا-

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার (কাংখিত) পথ খুলে দেন'। 'এবং তাকে রূযী দান করেন এমন উৎস হ'তে যে বিষয়ে তার কোনরূপ পূর্ব ধারণা ছিল না'। 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ-কর্ম সহজ করে দেন'। 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপরাশি মোচন করেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দান করেন' *(তালাক ৬৫/২, ৩, ৪, ৫)*। তিনি আরো বলেন, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ 'তোমরা (হজ্জের সময় সঙ্গে) পাথেয় নাও। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ'ল আল্লাহভীতি। আর তোমরা আমাকে ভয় কর, হে জ্ঞানী সমাজ *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*।

জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উপদেশ কামনা করলে তিনি বলেছিলেন, أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ 'আমি তোমাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কেননা নিশ্চয়ই তা সকল কিছুর মূল'।[৪]

৩. *বুখারী হা/৫১৪৬, মুসলিম হা/৮৬৯; মিশকাত হা/৪৭৮৩ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়।*

৪. *আহমাদ হ/১১৭৯১, ছহীহাহ হা/৫৫৫।*

الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ : اسْمَعُوا হে' وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ আল্লাহ্র নবী! যদি কোন আমীর আমাদের উপর চেপে বসেন ও আমাদের নিকট তাদের হক দাবী করেন, কিন্তু আমাদের হক প্রদান থেকে বিরত থাকেন, সে অবস্থায় আপনি আমাদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার কথা শোন ও মান্য কর। কেননা তাদের বোঝা তাদের বহন করতে হবে এবং তোমাদের বোঝা তোমাদের বহন করতে হবে'।[৭]

ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, সেযুগে হাবশী ক্রীতদাসের আধিক্য থাকায় উদাহরণ স্বরূপ এদের নাম নেওয়া হয়েছে। নইলে যানজীরা এদের চাইতে আরও নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক ছিল'। কেউ বলেন, হাবশী বলতে সকল কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তখন ব্যাপক অর্থে তা হাবশী, যানজী, হিন্দুস্তানী, তুর্কী সবাইকে শামিল করবে'।

উম্মুল হুছায়েন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا 'যদি তোমাদের উপর নাককাটা কৃষ্ণকায় গোলামও আমীর নিযুক্ত হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তোমরা তার কথা শোন ও মান্য কর'।[৮]

(فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى) 'আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে'। অর্থাৎ ألزموا ما قلت لكم فانه من يعش منكم بعد وفاتى لا مخلص له الا نصيحتى 'আমি যা বলছি তা অপরিহার্যরূপে গ্রহণ কর। কেননা আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, আমার এই উপদেশ মেনে চলা ব্যতীত তাদের বাঁচার কোন পথ থাকবে না'। (فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا) 'তখন সত্বর তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে'। এখানে فَسَيَرَى একবচন আসলেও এর মর্ম বহু বচনের। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 'আপনি বলে দিন যে, তোমরা আমল কর। কেননা সত্বর তোমাদের আমল দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ... *(তওবাহ ৯/১০৫)*।

এই মতভেদের ধরন বিভিন্ন প্রকারের হবে। যেমন প্রত্যেকেই নিজ নিজ আক্বীদা ও আমলকে সঠিক মনে করবে এবং

أوصيكم بسمع كلام الخليفة, অর্থ (وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ) والأئمة واطاعتهم فى المعروف 'আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি তোমাদের খলীফা ও নেতৃবৃন্দের আদেশ শ্রবণের জন্য এবং ন্যায় কাজে তাদের আনুগত্য করার জন্য'। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোনরূপ আনুগত্য নেই। নিশ্চয়ই আনুগত্য হ'ল কেবল ন্যায় কাজে'।[৫] ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, لكن لا يجوز محاربته 'কিন্তু খলীফা বা নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সিদ্ধ নয়'।

(وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا) 'যদিও আমীর হাবশী গোলাম হন' অর্থ فأطيعوه ولا تنظروا إلى نسبه بل اتبعوه على حسبه 'তার আনুগত্য কর এবং তার বংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। বরং তার পদমর্যাদার কারণে তার অনুসরণ কর'। ইমাম নববীর 'আরবাঈন' কিতাবে এসেছে, وإن تأمر عليكم عبد صار أميرا عليكم عبد أدنى الخلق فلا تستنكفوا عن طاعته অর্থ 'তোমাদের উপরে নিম্ন শ্রেণীর কোন লোক যদি আমীর নিযুক্ত হন, তবুও তার আনুগত্য হ'তে বিরত থেকো না'। এর কারণ হ'ল مخافة إثارة الفتن والحروب واصبروا حتى يأتي الله بأمره 'যাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ার ভয় থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্র হুকুম নেমে আসে'। অবশ্য এ হুকুমটি দেওয়া হয়েছে শাসকদের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে তাকীদ প্রদানের জন্য অথবা উদাহরণ পেশ করার জন্য। ক্রীতদাসকে শাসক নিয়োগে বাধ্যবাধকতার জন্য নয়। কেননা অন্য হাদীছে এসেছে, اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ 'শাসক হবেন কুরায়েশগণের মধ্য হ'তে'। যেমন হাকেম বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে وَإِنْ أُمِّرَتْ عَلَيْكُمْ قُرَيْشٌ عَبْداً حَبَشِيًّا مُجَدَّعاً فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيْعُوْا 'যদি কুরায়েশ খলীফা তোমাদের উপরে কোন হাবশী নাককাটা ক্রীতদাসকেও শাসক নিয়োগ করেন, তবুও তোমরা তার কথা শোন এবং আনুগত্য কর'।[৬] অবশ্য যবরদস্তি চেপে বসা শাসকের আনুগত্য করাও শুদ্ধ। যেমন আজকাল প্রায় সকল দেশেই ঘটছে'। যেমন জনৈক ছাহাবী প্রশ্ন করলেন, يَا نَبِىَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِى

৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৫।*
৬. *হাকেম; ছহীহুল জামে' হা/২৭৫৭, সনদ ছহীহ।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৩ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬২ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।*

অন্যকে বেঠিক বলবে। যেমন বিদ'আতীরা হাদীছপন্থীদের বলে থাকে। অথবা নিকৃষ্টতর লোকেরা শাসকের চেয়ার দখল করবে। যেমন ৬৫৬ হিজরীতে কুরায়শী খেলাফত খতম করার পরে বাগদাদে ও মিসরে মামলূক অর্থাৎ দাসবংশের শাসন চেপে বসে।

(فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى) 'তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে' অর্থ الزموا بطريقتي الثابتة عني واجبًا أو مندوبًا 'তখন তোমরা আমার প্রতিষ্ঠিত নীতি ও পদ্ধতি কঠোরভাবে অবলম্বন করবে, চাই তা ওয়াজিব বিষয়ে হৌক বা মানদূব বিষয়ে হৌক'। 'মানদূব' হ'ল এমন বিষয়, যা করলে নেকী আছে, কিন্তু না করলে গোনাহ নেই।

(وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ) 'এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে'। কেননা তাঁরা আমার সুন্নাত ব্যতীত আমল করেন না। এখানে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বলার পরে 'এবং' অব্যয় দ্বারা বিপরীতার্থ বুঝানো হয়নি। বরং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুকূলে একই অর্থবোধক সুন্নাত বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ 'আপনি বলুন যে, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। অর্থাৎ দুই আনুগত্য মূলতঃ একই। একটি অপরটির বিপরীত নয়।

এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আমল করার তাকীদ দিয়েছেন- তার কারণ হ'তে পারে দু'টি। **এক-** এমন অনেক সুন্নাত ছিল, যা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। সেটা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন তারাবীহ্র ছালাত তিনদিন জামা'আতের সাথে আদায় করার পর ফরয হওয়ার ভয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আর পড়েননি।[৯] ফলে তা জনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। পরে ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তিনি এটা পুনরায় জামা'আত সহকারে চালু করেন।[১০] এবং তা সমস্ত ইসলামী জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। **দুই-** রাসূল (ছাঃ)-এর কোন সুন্নাতের উপরে গবেষণা করে তার অনুকূলে কোন হুকুম বের করা। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে লিখিত ও তারতীবকৃত কুরআনের যে মূল কপিটি খেজুর পাতার চাটাইয়ে ও পাতলা সাদা পাথরে লিখিত অবস্থায় উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকটে ছিল, সেটাকে আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ে পুনরায় কপি করা।[১১] অতঃপর ওছমান (রাঃ)-এর সময়ে অন্যান্য ছয়টি উপভাষায় কুরআন প্রচার নিষিদ্ধ করে এবং সব কপি জ্বালিয়ে দিয়ে কেবলমাত্র হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকটে রক্ষিত মূল কুরায়শী ক্বিরাআতের কপিটি অনেকগুলি কপি করে সর্বত্র প্রচার করা।[১২] মোটকথা খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুকূলে আদেশ-নিষেধ জারি করবেন শত্রুর মোকাবিলার জন্য এবং দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য। রাসূল (ছাঃ)-এর নীতি ও পদ্ধতির বিপরীত কিছু করার অবকাশ তাঁদের নেই।

(الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ) 'সঠিক ও সুপথপ্রাপ্ত' পরপর দু'টি বিশেষণ আনার উদ্দেশ্য হ'ল উক্ত খলীফাগণ যে হকপন্থী এবং তাঁরা যে সত্যের উপরে দৃঢ় হবেন, সে বিষয়ে তাকীদ সহকারে বলে দেওয়া। এক্ষণে খুলাফায়ে রাশেদীন কারা, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীছ রয়েছে, যা তাঁর অন্যতম মু'জেযা হিসাবে অভিহিত। তিনি বলেন, الْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَصِيرُ مُلْكًا 'আমার পরে খেলাফত ত্রিশ বছর থাকবে। তারপর আসবে রাজাদের যুগ'।[১৩]

উক্ত ত্রিশ বছর সময় আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর খেলাফতের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। তাওরীশী বলেন, ... এর দ্বারা অন্যান্য খলীফায়ে রাশেদ-এর সুন্নাত গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেননা তাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অপর একটি হাদীছের বিরোধিতা হবে। তিনি বলেছেন, لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً 'তোমাদের উপর **১২** জন খলীফা থাকা পর্যন্ত আমার এ দ্বীন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর কায়েম থাকবে'।[১৪] উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রাঃ) নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন *(খেলাফত কাল : ৯৯-১০১ হিঃ)*। তবে প্রথম চার খলীফার মর্যাদা সবার উপরে এবং তাঁরা সর্বযুগের সকল হকপন্থীদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতি-পদ্ধতি সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং সুন্নাতে রাসূলের প্রতিচ্ছবি। যার অনুসরণ করা সকল যুগের শাসকদের জন্য অপরিহার্য।

(تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) 'তাকে কঠিনভাবে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত সমূহ দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে'।

---

৯. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৯৫ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।*

১০. *বুখারী হা/২০১০ 'তারাবীহ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৩০১ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।*

১১. *বুখারী হা/৪৯৮৬; মিশকাত হা/২২২০ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ।*

১২. *বুখারী হা/৪৯৮৭; মিশকাত হা/২২২১।*

১৩. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৪৩, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫৩৯৫ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়।*

১৪. *বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ হা/৪২৭৯; মিশকাত হা/৫৯৭৪ 'মানাক্বিব' অধ্যায়।*

النَوَاجِذُ -এর একবচন نَاجِذَةٌ অর্থ মাড়ির গোড়ার প্রথম দাঁত। এর দ্বারা বিপদে-আনন্দে কোন অবস্থায় সুন্নাতকে না ছাড়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে তাকীদ করা হয়েছে। ব্যাথাতুর ব্যক্তি যেমন শত কষ্ট হ'লেও অপারেশনের যন্ত্রণা সহ্য করে, অনুরূপভাবে দুনিয়াতে শতকষ্ট হ'লেও জান্নাত পাওয়ার স্বার্থে মুমিনকে সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيْدًا مِّنْكُمْ- 'তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসছে, যখন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে'।[১৫] কবির ভাষায়,

مسلک سنت پہ اے سالک چلے جا بے دھڑک
جنت الفردوس تک سیدھی چلی گئی یہ سڑک

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক!
জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

(وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ) 'সাবধান! দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টিসমূহ হ'তে দূরে থাকবে'। বাক্যটি পূর্বোক্ত فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى বাক্যের উপরে عطف হয়েছে। প্রথমোক্ত বাক্যে কঠিনভাবে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে এবং আলোচ্য বাক্যে কঠোরভাবে বিদ'আত হ'তে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। সুন্নাত ও বিদ'আত দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বস্তু। তাই দু'টি বাক্যের বক্তব্য বিপরীতমুখী। প্রথমটিতে কঠোর নির্দেশ এবং শেষেরটিতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। বাক্যের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, احذروا عن الأمور التي أحدثت على خلاف أصل من أصول الدين واتقوا إحداثها 'তোমরা সাবধান থাকো ঐসব কাজকর্ম হ'তে, যা দ্বীনের কোন মূলনীতির বিপরীতে সৃষ্টি হয়েছে এবং তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ'তে বেঁচে থাক'।

(فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ) 'কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'। অর্থ كل بدعة فى الشريعة ضلالة 'শরী'আতে সৃষ্ট প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'। আভিধানিক অর্থে বিদ'আত ভ্রষ্টতা নয়। যেমন ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে তারাবীহ্র জামা'আতের পুনঃ প্রবর্তন করার পর বলেছিলেন نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ 'কতই না সুন্দর বিদ'আত এটি'।[১৬] এটি তিনি আভিধানিক অর্থে বলেছিলেন। এই জামা'আত কোন শারঈ বিদ'আত ছিল না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই নিজ ইমামতিতে তিন দিন মসজিদে নববীতে তারাবীহর জামা'আতের সূচনা করেছিলেন। যা প্রায় দু'বছরের অধিককাল পরে একই স্থানে পুনরায় চালু করেন খলীফা ওমর (রাঃ)। দুনিয়াবী স্বার্থে সৃষ্ট নিত্য নতুন আবিষ্কার যেমন বিমান, মোটরযান, রেডিও-টিভি, কম্পিউটার, মাইক্রোফোন, মোবাইল ইত্যাদি কোন শারঈ বিদ'আত নয়, বরং আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বা নতুন সৃষ্টি, যা কখনোই নিষিদ্ধ নয়। কেননা এগুলি ধর্মের নামে ও আখেরাতে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে নতুন সৃষ্ট নয়, বরং মানুষের দুনিয়াবী প্রয়োজনে সৃষ্ট। এগুলি জায়েয হওয়ার অজুহাতে যারা ধর্মের নামে সৃষ্ট তাক্বলীদ, মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানি-চেহলাম, শবে-মে'রাজ, শবেবরাত, ওরস-ঈছালে ছওয়াব, দলবদ্ধভাবে আখেরী মুনাজাত এবং সর্বোপরি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে মানুষের রায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাকার নানাবিধ অনুষ্ঠানকে 'বিদ'আতে হাসানাহ' বা সুন্দর বিদ'আত বলে সমাজে চালু করেছেন এবং চালু রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছেন, তারা নিঃসন্দেহে বিদ'আতের সংজ্ঞা জানেন না অথবা জেনেও আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছেন এবং লাখ লাখ সরল-সিধা মুসলমান নর-নারীকে ধর্মের নামে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন।

মোটকথা শারঈ বিদ'আত সম্পূর্ণটাই ভ্রষ্টতা। তাতে ভাল ও মন্দ বলে কোন ভাগাভাগি নেই। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট ঘোষণা হ'ল كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[১৭] আর এই বিদ'আত হ'ল শারঈ বিদ'আত, আভিধানিক বিদ'আত নয়।

চারটি উপদেশ :

এক্ষণে উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত চারটি বিদায়ী উপদেশ হ'ল :

(১) সর্বাবস্থায় আল্লাহভীতি বজায় রাখা (২) আমীরের আদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা (৩) রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত হাতে-দাঁতে কামড়ে ধরা এবং (৪) ধর্মের নামে সৃষ্ট সকল প্রকার বিদ'আত হ'তে বিরত থাকা। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত হাদীছের উপর যথাযথভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

১৫. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০২৪০; ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪, ছহীহাহ হা/৪৯৪।*

১৬. *বুখারী হা/২০১০ 'তারাবীহ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৩০১ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।*

১৭. *নাসাঈ হা/১৫৭৯।*

পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

তায়াম্মুম সম্পর্কিত মাসআলা

التيمم-এর শাব্দিক অর্থ- القصد অর্থাৎ ইচ্ছা করা।

التـــيمم-এর পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসাহ করার নাম তায়াম্মুম।[১৮]

التيمم-এর হুকুম : তায়াম্মুম ইসলামী শরী'আতে জায়েয, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য বিশেষ ছাড়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

'আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নে'মত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর' *(মায়েদাহ ৬)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ.

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়'।[১৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সমগ্র মানব জাতির উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তিনটি বিষয়ে। আমাদের সারিকে করা হয়েছে ফেরেশতাদের সারির ন্যায়। সমস্ত ভূমণ্ডলকে আমাদের জন্য সিজদার স্থান করা হয়েছে এবং মাটিকে করা হয়েছে আমাদের জন্য পবিত্রকারী, যখন আমরা পানি না পাই'।[২০]

তায়াম্মুম ছহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত সমূহ :

(ক) النية। অর্থাৎ পানি না পেলে অযূর পরিবর্তে ছালাতের জন্য তায়াম্মুম-এর নিয়ত করা। কেননা তায়াম্মুম একটি ইবাদত, যা নিয়ত ছহীহ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـــوَى 'নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পায়'।[২১] তবে ফরয ছালাতের নিয়তে তায়াম্মুম করতে হবে, তাহ'লে তাতে নফল এবং কাযা ছালাত আদায় করা বৈধ হবে। পক্ষান্তরে যদি নফল ছালাতের নিয়তে তায়াম্মুম করা হয় তাহ'লে তাতে ফরয ছালাত ছহীহ হবে না।[২২] যেমন কেউ যদি তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য তায়াম্মুম করে, তাহ'লে ঐ তায়াম্মুম দ্বারা ফজরের ফরয ছালাত আদায় করা ছহীহ হবে না।

(খ) الإســـلام। অর্থাৎ ব্যক্তিকে মুসলিম হ'তে হবে। কেননা তায়াম্মুম হ'ল ইবাদত, যা কোন কাফিরের নিকট হ'তে আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন না।

(গ) العقـــل। অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন হ'তে হবে। কেননা পাগল এবং অজ্ঞান ব্যক্তির উপর ইবাদত ওয়াজিব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ.

'তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা কলম উঠিয়ে নিয়েছেন। ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয়। শিশু, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বপ্ন দোষ না হয় এবং পাগল, যতক্ষণ তার জ্ঞান ফিরে না আসে'।[২৩]

(ঘ) পানি ব্যবহারে অক্ষমতার শারঈ ওযর থাকা। অর্থাৎ শারঈ ওযরের কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হ'লে তার উপর

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১৮. *ফিকহুল মুয়াস্সার, পৃঃ ৩২।*

১৯. *নাসাঈ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/৩২৪, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*

২০. *মুসলিম, মিশকাত, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ, হা/৪৯১, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া, ২/১৩৪।*

২১. *বুখারী, হা/১।*

২২. *শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি, ১/৪০১।*

২৩. *আবু দাউদ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/৪৪০৩, হাদীছ ছহীহ।*

তায়াম্মুম করা ওয়াজিব। আর এই অক্ষমতা কয়েকভাবে হ'তে পারে। যেমন-

১- পানি না পাওয়া। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি ছালাতের সময় ওযূ করার জন্য পানি না পায়, তাহ'লে সে ব্যক্তি পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে। পানি বিদ্যমান থাকলে তার উপর তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْــهُ 'অতঃপর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর' *(মায়েদা ৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ. 'পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়'।[২৪]

২- অসুস্থতা বৃদ্ধি কিংবা সুস্থতা লাভ করতে বিলম্ব হওয়ার আশংকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَــى 'আর যদি তোমরা অসুস্থ থাক, (তবে তায়াম্মুম করতে পার)। হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِيْ رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُوْنَ لِيْ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلاَّ سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ.

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা এক সফরে বের হ'লাম। হঠাৎ আমাদের একজনের মাথায় একটা পাথরের চোট লাগল এবং তার মাথা জখম করে দিল। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হ'ল এবং সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি এ অবস্থায় আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে বলে মনে কর? তারা বলল, আমরা তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কেননা তুমি পানি পাচ্ছ। সুতরাং সে গোসল করল আর এতে সে মারা গেল। অতঃপর আমরা যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম, তখন তাঁকে এই সংবাদ দেওয়া হ'ল। তিনি বললেন, 'তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন। তারা যখন জানে না তখন অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করল না কেন? কেননা অজানা রোগের চিকিৎসাই হচ্ছে জিজ্ঞেস করা। অথচ তার জন্য যথেষ্ট ছিল, তায়াম্মুম করা এবং তার জখমের উপর একটি পট্টি বাঁধা'।[২৫]

অতএব পানি ব্যবহারের কারণে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার অশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা বৈধ।

৩- প্রচণ্ড শীতে পানি ব্যবহারের কারণে শারীরিক ক্ষতি অথবা মৃত্যুর ভয় করলে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيْ الصُّبْحَ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ. فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ مَنَعَنِيْ مِنَ الاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّيْ سَمِعْتُ اللهَ يَقُوْلُ (وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا) فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, যাতু সালাসিলের যুদ্ধের সময় একদা শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার আশংকা হ'ল যে, যদি এই সময় আমি গোসল করি তবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমি তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করি। প্রত্যাবর্তনের পর আমার সঙ্গী-সাথীরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবহিত করেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আমর! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সাথীদের সাথে ছালাত আদায় করলে? তখন আমি তাঁকে আমার গোসল করার অক্ষমতার কথা জানালাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ তা'আলাকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা নিজেদের হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান' *(নিসা ২৯)*। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুচকি হাসি দিলেন ও কিছুই বললেন না।[২৬]

(ঙ) পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা। অর্থাৎ যে মাটির সাথে পেশাব-পায়খানা মিশ্রিত হয়েছে, সেই মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَتَيَمَّمُوْا صَــعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْــدِيْكُمْ مِنْــهُ 'পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর' *(মায়েদাহ ৬)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, صَــعِيْدًا বলতে সেই মাটিকে বুঝানো হয়েছে যেই মাটিতে শষ্য উৎপাদন করা হয়। আর طَيِّبًا বলতে পবিত্র মাটিকে বুঝানো হয়েছে।[২৭]

---

২৪. নাসাঈ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/৩২২, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

২৫. আবু দাউদ, মিশকাত, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ, হা/৪৯৬, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১৩৭।

২৬. আবু দাউদ, তাহক্বীক : নাছিরুদ্দীন আলবানী, 'নাপাক অবস্থায় ঠাণ্ডার আশংকায় তায়াম্মুম করা' অনুচ্ছেদ, হা/৩৩৪, হাদীছ ছহীহ।

২৭. ফিকহুল মুয়াস্সার, পৃঃ৩৩।

অতএব পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে। কিন্তু যদি মাটি পাওয়া না যায়। তাহ'লে বালি অথবা পাথর দ্বারাও তায়াম্মুম করা বৈধ। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। আওযাঈ (রহঃ) বলেন, বালি মাটির অন্তর্ভুক্ত।[২৮]

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ সমূহ :

(ক) ওযূ ভঙ্গের কারণ সংঘটিত হওয়া। অর্থাৎ তায়াম্মুম করার পরে পেশাব, পায়খানা ও বায়ু নিঃসরণ হ'লে, স্ত্রী সহবাস করলে বা স্বপ্নদোষ হ'লে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(খ) পানি উপস্থিত হওয়া। অর্থাৎ তায়াম্মুম করার পরে পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর উক্ত পানি দ্বারা ওযূ করা ওয়াজিব হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. 'পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। আর যখন পানি তুমি পাবে তখন যেন তোমার চর্মে পানি লাগাবে, কেননা এটাই উত্তম'।[২৯]

ছালাত আরম্ভ হওয়ার পরে পানি পাওয়া গেলে করণীয় :

পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে ছালাত আরম্ভ করলে এবং ছালাত রত অবস্থায় পানি উপস্থিত হ'লে উক্ত ছালাত ছেড়ে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে ছহীহ মত হ'ল, তাকে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا 'অতঃপর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর *(মায়েদাহ ৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন পানি পাবে তখন তোমার চর্মে পানি লাগাবে, এটাই উত্তম'।[৩০]

অতএব পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। পানি দ্বারা ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে।

তায়াম্মুম করে ছালাত আদায়ের পরে পানি পেলে করণীয় :

পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করার পরে পানি পাওয়া গেলে ছালাত বাতিল হবে না। অর্থাৎ পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে না। কেননা পানি না পাওয়ার কারণে ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে ছালাত আদায় করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ. وَقَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে ছালাতের সময় উপনীত হ'ল তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদয় করল। অতঃপর উক্ত ছালাতের সময়ের মধ্যে পানি প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের একজন ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করল এবং অপর ব্যক্তি ছালাত আদায় হ'তে বিরত থাকল। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের যে ব্যক্তি পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করেনি সে সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট'। আর যে ব্যক্তি ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেন, 'তুমি দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়েছ'।[৩১]

অতএব সুন্নাত হ'ল, পুনরায় ছালাত আদায় না করা। পক্ষান্তরে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায়কারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী বলার কারণ হ'ল সে ব্যক্তি জানত না যে, কোনটি সুন্নাত। তাই সে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে ছালাত বাতিল হওয়ার ভয়ে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করেছিল। সুতরাং সে ইজতিহাদ ও ছালাত উভয়টির জন্য দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু উল্লিখিত হাদীছ হ'তে কোনটি সুন্নাত এটা জানার পরেও যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। কেননা তা সুন্নাত বহির্ভূত আমল।[৩২]

(গ) ওযর দূরীভূত হওয়া। অর্থাৎ যে ওযরের কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছে সে ওযর দূরীভূত হ'লে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। যেমন- অসুস্থতা বৃদ্ধির আশংকায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা বৈধ। কিন্তু তায়াম্মুম অবস্থায় সুস্থতা ফিরে পেলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে এবং তার উপর ওযূ করে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।

তায়াম্মুম করার নিয়ম

তায়াম্মুমের নিয়ত করে, বিসমিল্লাহ বলে উভয় হাত মাটিতে মারবে। অতঃপর তাতে ফুঁ দিয়ে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত উপরিভাগ মাসাহ করবে। হাদীছে এসেছে,

---

২৮. ঐ পৃঃ ৩৪।
২৯. আবু দাউদ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/৩৩২, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
৩০. তদেব।
৩১. আবু দাউদ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, 'তায়াম্মুম করে ছালাত আদায়ের পরে ওয়াক্তের মধ্যেই পানি পাওয়া' অনুচ্ছেদ, হা/৩৩৮। হাদীছ ছহীহ।
৩২. শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি, ১/৪০৬-৪০৭।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّيْ أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ-

সাঈদ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি নাপাক হয়েছি, কিন্তু পানি পেলাম না। এসময় আম্মার ইবনু ইয়াসার ওমর (রাঃ)-কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, এক সফরে আমি ও আপনি উভয়ে ছিলাম। উভয়ে নাপাক হয়েছিলাম, কিন্তু আপনি পানির অভাবে ছালাত আদায় করলেন না, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর এক সময় আমি এটা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি স্বীয় হাতের করদ্বয় যমীনের উপর মারলেন এবং উভয় হাতে ফুঁ দিলেন। অতঃপর উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করলেন।[৩৩]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.

'তোমার পক্ষে এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত একবার মাটিতে মারলেন এবং বাম হাত দ্বারা ডান হাত মাসাহ করলেন। অতঃপর মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তার উপরিভাগ মাসাহ করলেন'।[৩৪]

অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত মাসআলা

النجاسة-এর সংজ্ঞা : النجاسة এমন অপরিচ্ছন্ন বস্তু যা থেকে দূরে থাকার জন্য ইসলামী শরী'আত নির্দেশ প্রদান করেছে।[৩৫]

النجاسة বা অপবিত্র বস্তুর প্রকারভেদ : النجاسة বা অপবিত্র বস্তু তিন প্রকার।[৩৬] যথা-

(১) نجاسة مغلظة (নাজাসাতে মুগাল্লাযা) অর্থাৎ যা বেশী অপবিত্র। যেমন- কুকুর ও শূকর।

(২) نجاسة مخففة (নাজাসাতে মুখাফফাফাহ) অর্থাৎ যা অল্প অপবিত্র। যেমন- শিশুর পেশাব, যে খাদ্য খাওয়া আরম্ভ করেনি।

(৩) نجاسة متوسطة (নাজাসাতে মুতাওয়াসসেতা) অর্থাৎ মধ্যম অবিত্র। যেমন- পেশাব ও পায়খানা।

অপবিত্র বস্তু সমূহ

পৃথিবীতে এমন কিছু বস্তু আছে যেগুলোকে ইসলামী শরী'আত অপবিত্র ঘোষণা করেছে এবং তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন-

(ক) পেশাব ও পায়খানা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ.

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ জুতা দ্বারা নাপাক জিনিস মাড়ায়, তবে (পরবর্তী) মাটি তার জন্য পবিত্রকারী'।[৩৭]

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম, এমন সময় এক বেদুইন আসল এবং মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলে উঠলেন, রাখ! রাখ! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে বাধা দিও না, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সুতরাং তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন, যে পর্যন্ত না সে পেশাব করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডাকলেন এবং বললেন, দেখ, এই মসজিদ সমূহে পেশাব ও অপবিত্রকরণের মত কিছু করা সঙ্গত নয়। এটা শুধু আল্লাহ্র যিকির, ছালাত ও কুরআন পাঠের জন্য। আনাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূল (ছাঃ) লোকদের মধ্যে একজনকে নির্দেশ দিলেন। সে এক বালতি পানি আনল এবং তার উপর ঢেলে দিল।[৩৮]

অতএব উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পেশাব ও পায়খানা অপবিত্র যা থেকে পবিত্রতা অর্জন করার মাধ্যম হ'ল পানি এবং মাটি।

(খ) গোশত খাওয়া হালাল এমন পশুর প্রবাহিত রক্ত : যে সকল পশুর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলি যবেহ করলে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা অপবিত্র। তবে যেসব রক্ত গোশতের

---

৩৩. *বুখারী, 'তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর উভয় হাতে ফুঁ দেওয়া' অনুচ্ছেদ, হা/৩৩৮, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১৭২।*

৩৪. *মুসলিম, 'তায়াম্মুম' অধ্যায়, হা/৮৪৪।*

৩৫. *আল-ফিকহুল মুয়াস্সার, ৩৫ পৃঃ।*

৩৬. *আল-ফিকহুল মুয়াস্সার, ৩৫ পৃঃ, শারহুল মুমতে, ১/৪১৪ পৃঃ।*

৩৭. *আবুদাউদ, তাহক্বীক : নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/৩৮৫, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন; মিশকাত, হা/৪৬৯, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১২৫ পৃঃ।*

৩৮. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত, হা/৪৬০, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১২২ পৃঃ।*

মধ্যে থেকে যায়, তা পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا 'কিংবা প্রবাহিত রক্ত' (অপবিত্র) *(আন'আম ১৪৫)*।

(গ) গোশত খাওয়া হারাম এমন প্রানীর মল-মূত্র : যে সকল প্রানীর গোশত খাওয়া হারাম সেগুলির মল-মূত্র অপবিত্র। যেমন- ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর, গাধা ইত্যাদির মল-মূত্র। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَرَّزَ فَقَالَ : ائْتِنِيْ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : هِيَ رِجْسٌ.

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পায়খানা করার ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি বললেন, আমাকে তিনটি পাথর নিয়ে এসে দাও। আমি তাঁর জন্য দু'টি পাথর ও গাধার মল পেলাম। তিনি পথর দু'টি গ্রহণ করলেন এবং (গাধার) মল ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র'।[৩৯] এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোশত খাওয়া হারাম পশুর মল-মূত্র অপবিত্র।

(ঘ) মৃত প্রাণী : যে সকল পশু-পাখি শারঈ বিধান অনুযায়ী যবেহ ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে মৃতবরণ করে, সেসব অপবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً 'মৃত ব্যতীত' *(আন'আম ১৪৫)*। তবে দু'টি মৃত হালাল ও পবিত্র। তা হ'ল মাছ এবং পঙ্গপাল বা ফড়িং জাতীয় প্রাণী বিশেষ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

'দু'প্রকারের মৃত এবং দু'প্রকারের রক্ত তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সেই মৃত দু'টি হ'ল মাছ ও টিড্ডি। আর দু'প্রকারের রক্ত হ'ল যকৃৎ ও প্লীহা'।[৪০]

আর যে সকল প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় না সেগুলি মৃত্যুবরণ করলেও তা পবিত্র। যেমন- মশা, মাছি, পিপিলিকা ইত্যাদি। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো কোন খাবারের পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তাকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দিবে, তারপর ফেলে দিবে। কারণ তার এক ডানায় থাকে আরোগ্য ও আরেক ডানায় থাকে রোগ'।[৪১]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রক্ত প্রবাহিত হয় না এমন প্রাণী মৃত্যুবরণ করলেও পবিত্র।

(ঙ) المذي (মযী) : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সহবাসের চিন্তা অথবা ইচ্ছা করলে উত্তেজনা বসত যে সাদা তরল ও পিচ্ছিল পানি স্ত্রী ও পুরুষ লিঙ্গ থেকে নির্গত হয় যাতে শরীরিক কোন দুর্বলতা অনুভূত হয় না, তাকে মযী বলা হয়। এটা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[৪২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ. 'যখনই তুমি মযী দেখবে তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং ছালাত আদায়ের জন্য ওযূ করবে'।[৪৩]

অতএব মযী অপবিত্র বলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(চ) الودي (ওয়াদী) : এটা সাদা গরম পানি যা সাধারণত পেশাবের পরে বের হয়ে থাকে। এটা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَمَّا الْوَدْىُ وَالْمَذْىُ فَقَالَ : اغْسِلْ ذَكَرَكَ أَوْ مَذَاكِيْرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ. 'আর ওয়াদী ও মযী সম্পর্কে তিনি বলেন, তুমি তোমার লজ্জাস্থান ধৌত কর এবং ছালাতের জন্য ওযূ কর।[৪৪] অতএব ওয়াদী অপবিত্র বলেই ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ছ) হয়েযের রক্ত : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيْضُ فِيْ الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّيْ فِيْهِ.

আসমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন, 'সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই

---

৩৯. বুখারী হা/১৫৬, তিরমিযী হা/১৭, নাসাঈ হা/৪২।
৪০. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৯৫৩, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ৮/১৩৩ পৃঃ।
৪১. বুখারী, কোন পাত্রে মাছি পড়া অনুচ্ছেদ, হা/৫৭৮২, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ৫/৩৫৯ পৃঃ।
৪২. ইমাম নববী, আল-মাজমূ ২/৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/১৬৮; ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৭২।
৪৩. আবু দাউদ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/২০৬, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
৪৪. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী, 'মযী এবং ওয়াদী গোসল ওয়াজিব করে না' অনুচ্ছেদ, হা/৮৩২।

কাপড়ে ছালাত আদায় করবে'।[৪৫] উল্লিখিত হাদীছ হায়েযের রক্তের অপবিত্রতা প্রমাণ করে।

(জ) কুকুরের লালা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো পাত্রের পবিত্রতা লাভ করা হ'ল যখন তাতে কুকুর মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধোয়া এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা'।[৪৬]

অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি :

(ক) যমীনে পতিত অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি : যদি যমীনের কোন স্থানে পায়খানা জাতীয় নাপাকী থাকে যা শুধুমাত্র পানি ঢেলে দূর করা সম্ভব নয়, তাহ'লে তা পানি দ্বারা ভালভাবে ধৌত করতে হবে। আর যদি পেশাব জাতীয় নাপাকী থাকে, তাহ'লে তার উপর পানি ঢেলে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ বেদুঈনের পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(খ) হায়েযের রক্ত থেকে কাপড় পবিত্র করার পদ্ধতি : হায়েযের রক্ত থেকে কাপড় পবিত্র করতে হ'লে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলতে হবে। হাদীছে এসেছে, 'জনৈকা মহিলা নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন, 'সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই কাপড়ে ছালাত আদায় করবে'।[৪৭]

(গ) পায়খানা ও পেশাব থেকে কাপড় পবিত্র করার পদ্ধতি : যদি কাপড়ে পায়খানা লাগে তাহ'লে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলতে হবে। আর পেশাব লাগলে তার উপর পানি ঢেলে দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে। তবে দুধ পানকারী ছেলে শিশুর পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু দুধ পানকারী মেয়ে শিশুর পেশাব পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ 'মেয়ের পেশাব ধৌত করতে হয় এবং ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে'।[৩১]

(ঘ) মযী থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি : মযী বের হয়ে কাপড়ে লাগলে তার উপর পানি ছিটিয়ে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الاغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوْءُ، فَقُلْتُ : فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِيْ مِنْهُ؟ قَالَ : يَكْفِيْكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ.

সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার অত্যধিক মযী নির্গত হ'ত, তাই আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, মযী বের হওয়ার পরে ওযূ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন আমি বললাম, আমার কাপড়ে মযী লাগলে কি করব? তিনি বললেন, 'কাপড়ের যে স্থানে মযীর নিদর্শন দেখবে, এক আঁজলা পানি নিয়ে তার উপর ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট হবে'।[৩২]

উল্লেখ্য যে, মযী শরীরের কোন স্থানে লাগলে সে স্থান ধুয়ে ফেলতে হবে এবং কাপড়ে লাগলে তার উপরে শুধু পানি ছিটিয়ে দিলেই চলবে।

(ঙ) কুকুরের লালা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি : কুকুরের লালা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো পাত্রের পবিত্রতা লাভ করা হ'ল যখন তাতে কুকুর মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধৌত করা এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা'।[৩৩]

[চলবে]

৪৫. *বুখারী, ওযূ অধ্যায়, 'রক্ত ধৌত করা অনুচ্ছেদ' হা/২২৭, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১২৩ পৃঃ।*

৪৬. *মুসলিম 'কুকুরের লালার হুকুম' অনুচ্ছেদ হা/৬৭৭, মিশকাত 'অপবিত্র হ'তে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ হা/৪৫৮, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১২১ পৃঃ।*

৪৭. *বুখারী, ওযূ অধ্যায়, 'রক্ত ধৌত করা অনুচ্ছেদ' হা/২২৭, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১২৩ পৃঃ।*

৩১. *আবু দাউদ, তাহক্বীক : নাছিরুদ্দীন আলবানী, 'কাপড়ে শিশুর পেশাব লাগা' অনুচ্ছেদ, হা/৩৭৬, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৮, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১২৫ পৃঃ।*

৩২. *আবুদাউদ, তাহক্বীক : নাছিরুদ্দীন আলবানী, 'মযী' অনুচ্ছেদ, হা/২১০, হাদীছটি হাসান।*

৩৩. *মুসলিম 'কুকুরের লালার হুকুম' অনুচ্ছেদ হা/৬৭৭, মিশকাত 'অপবিত্র হ'তে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ হা/৪৫৮, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১২১ পৃঃ।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায়

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(২য় কিস্তি)

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কুরবানী করা : আল্লাহ্র নামে ও তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানী না করে কোন পীরের নামে মাযারে বা অন্যত্র কুরবানী করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র নামে না করে অন্যের নামে উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি যবেহ করাও বড় শিরক। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ– 'তুমি বলে দাও, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছু সারা জাহানের মালিক আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসর্মপণকারীদের (মুসলিমদের) মধ্যে আমিই হ'লাম প্রথম' *(আন'আম ১৬২-১৬৩)*।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য যবেহ করা বড় শিরক।[৪৮] ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ অন্যের জন্য কুরবানী করাকে বড় শিরক বলেছেন।[৪৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'অতএব তুমি তোমার প্রভুর জন্য ছালাত পড় ও কুরবানী কর' *(কাওছার ২)*। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাত এবং কুরবানী দু'টিই ইবাদত। আর ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই করতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত তা অন্যের জন্য করলেই শিরক হবে।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে অর্থাৎ কোন পীর, ছূফী, অলী-আওলিয়ার নামে বা তাদের জন্য কুরবানী করলে আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন। যেমন নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের জন্য যবেহ করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন। যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন। যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে ফেলে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন'।[৫০]

উপরোক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, পীরের নামে যবেহ করলে শিরক হবে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা অন্যের নামে যবেহকারীর উপর অভিশাপ করেছেন। আর আল্লাহ্র অভিশাপ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং তার ইহকাল-পরকাল উভয়ই ধ্বংস হওয়া। তাই আমাদের সবাইকে শিরকের অভিশাপ এবং আল্লাহ্র লা'নত থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৩. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য মানত করা : মানত একটি ইবাদত। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা যাবে না। অন্যের নামে মানত করলে শিরক হবে। তাই মানত কেবল আল্লাহ্র জন্যই করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا 'তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের অনিষ্টতা হবে ব্যাপক' *(দাহর ৭)*।

এ আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা মানত পূর্ণকারীদের প্রশংসা করেছেন। আর যেহেতু মানত ইবাদত, সেহেতু কেউ অন্যের নৈকট্য অর্জনের জন্য তা করলে সেটা শিরক হবে।[৫১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ 'আর যে কোন বস্তু তোমরা ব্যয় কর না কেন, অথবা যেকোন নযর তোমরা গ্রহণ কর না কেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তা অবগত হন। আর অত্যাচারীদের কোনই সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২৭০)*।

আমরা যে সমস্ত টাকা-পয়সা ব্যয় করি এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্য যে কোন মানত করি সবই তিনি জানেন ও এর প্রতিদান দেন। সুতরাং মানত কেবল তাঁর জন্যই হ'তে হবে। অন্যের জন্য করাই শিরক।[৫২] আর আল্লাহ্র জন্য নযর করলে তা পূরণ করতে হবে এবং অন্যের জন্য করলে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ 'যে লোক আল্লাহ্র আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে লোক আল্লাহ্র অবাধ্যতা করার মানত করে সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে'।[৫৩]

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানত হচ্ছে ইবাদত। আর ইবাদত শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। কোন সৎকাজের মানত করলে তা পূরণ করতে হবে এবং অন্যায় কাজে ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। আর মানত ভঙ্গের জন্য কাফফারা আদায় করতে হবে।

মানতের কাফফারা কসম ভঙ্গের কাফফারার ন্যায়।[৫৪] আর তা হচ্ছে ১০ জন 'মসকিনকে খাদ্য অথবা বস্ত্র' প্রদান করা অথবা

* *এম, এ (শেষ বর্ষ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৪৮. *শায়খ আব্দুল্লাহ সুলায়মান, তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ১৫২।*
৪৯. *তুহফাতুল ফুকাহা ৩/৬৭ পৃঃ; উছূলুদ্দীন পৃঃ ২৬০।*
৫০. *ছহীহ মুসলিম হা/১৯৭৮।*
৫১. *তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ১৬১।*
৫২. *তদেব।*
৫৩. *বুখারী হা/৬৭০০।*
৫৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯।*

একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা। সামর্থ্য না থাকলে ৩দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৮৯)*।

৪. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে সাহায্য চাওয়া : যে কোন বিষয়ে সাহায্য আল্লাহ্র নিকটই চাইতে হবে। কোন মানুষ, পীর, মাযার বা কবরের নিকট নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ১/৪)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ 'স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্যের আবেদন করেছিলে, আর তিনি সেই আবেদন কবুল করেছিলেন (আর তিনি বলেছিলেন), আমি তোমাদেরকে এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা ধারাবাহিকভাবে আসবে' *(আনফাল ৮/৯)*। তিনি আরো বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আ'রাফ ২০০)*।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জীনদের কাছে সাহায্য চাইতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا 'আর কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করত, ফলে তারা নিজেদের সীমালংঘন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে' *(জিন ৬)*।

আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নবী করীম (ছাঃ) বলেন,إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ 'যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্র কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইবে'।[৫৫]

কুরআনের উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, সাহায্য ও আশ্রয় চাওয়া একটি ইবাদত। বিধায় তা আল্লাহ্র নিকটই চাইতে হবে। অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক। উল্লেখ্য, সৃষ্টিজীবের নিকট সাহায্য চাওয়াটা দু'প্রকার- (১) এমন সাহায্য-সহযোগিতা যা করার মত মানুষের ক্ষমতা আছে, সেটা যায়েজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَأَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا 'তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট, সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়ে দিব' *(ক্বাহফ ৯৫)*।

আল্লাহ তা'আলা ভাল কাজে সাহায্য করতে বলেছেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা আল্লাহভীতি ও নেকীর কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও অবাধ্যতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর না' *(মায়েদাহ ২)*। অতএব মানুষের ক্ষমতার মধ্যে থাকলে মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে। যেমন কারো নিকট টাকা ঋণ চাওয়া, কারো নিকট পানি চাওয়া ইত্যাদি।

(২) যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে সে বিষয়ে মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়া হ'লে শিরক হবে। যেমন কেউ যদি মৃত পীরের নিকট সাহায্য চায় এভাবে যে, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর; আমাকে সন্তান দান কর; আমি ডুবে যাচ্ছি রক্ষা কর; বৃষ্টি দাও ইত্যাদি। এসব যেকোন মানুষের নিকট চাইলে বড় শিরক হবে। কেননা এসব মানুষের সাধ্যের বাইরে।

অনুরূপ মানুষের নিকট আশ্রয় চাওয়াও দু'প্রকার। যথা- (১) এমন আশ্রয় চাওয়া যা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে সেটা যায়েজ। যেমন যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যের জন্য অন্যকে বলা যাতে তাকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهِ 'মূসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল' *(ক্বাছাছ ১৫)*। (২) এমন আশ্রয় চাওয়া, যার ক্ষমতা তার নেই, সেটা শিরক। যেমন অনেকে মাযারে গিয়ে পীরের নিকট আশ্রয় চায়, যা তার ক্ষমতার বাইরে। এরূপ আশ্রয় চাওয়া শিরক।

মোদ্দাকথা সমস্ত সাহায্য-সহযোগিতা আল্লাহ্র নিকটই চাইতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক মানুষ পীরের নিকট সাহায্য চায়। সুস্থতার জন্য, ধনী হবার জন্য প্রার্থনা করে, পীরের নিকট মানত করে, পীরকে সিজদা করে। এসবই শিরক।[৫৬]

৫. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা বা দো'আ করা শিরক :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

'আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে আহ্বান করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এরূপ কর তবে তুমি এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া কেউ তা মোচনকারী

৫৫. *তিরমিযী হা/২৫১৬, সনদ হাসান ছহীহ।*

৫৬. *শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ১/১১৫-১৬ পৃঃ।*

নেই। আর আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(ইউনুস ১০৬-১০৭)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যে বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না' *(মুমিনূন ১১৭)*। আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে ডাকা এবং অন্যের সাহায্য ও আশ্রয় চাওয়া বড় শিরক।[৫৭]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং তাঁর কিছু সাথী বলেন, আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে ডাকা এবং অন্যের জন্য মানত করা, অন্যের জন্য যবেহ করা, অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া এবং আল্লাহকে ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা সবই বড় শিরক।[৫৮]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকা হয় ক্বিয়ামতের দিন তারা তা অস্বীকার করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ- 'তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ, তা তারা ক্বিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে' *(ফাতির ১৪)*।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকা হয় তারা মানুষের কোন উপকার করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ 'আর তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো খেজুরের আঁটির সামান্য আবরণেরও অধিকারী নয়' *(ফাতির ১৩)*। তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ-

'তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত কে হবে যে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকে যারা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা তাদের আহ্বান সম্বন্ধেও অনবহিত? আর যখন মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তারা যে তাদের ইবাদত করেছিল তা অস্বীকার করবে' *(আহক্বাফ ৫-৬)*।

আল্লাহ্র সাথে বা তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকলে, অন্যের কাছে প্রার্থনা করলে বড় শিরক হবে। দুনিয়াতে যাদেরকে ডাকা হয়েছে কিয়ামতের দিন তারা তা অস্বীকার করবে। আর তারা কোন উপকারও করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহ্র সাথে শিরক করার কারণে তাদের ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাতসহ সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তাই আমাদের সবার উচিত এসব শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

জীবিত মানুষের জন্য মৃত মানুষের করার কিছু থাকে না; বরং জীবিতরা মৃতদেরকে কিছু দিতে পারে। যেমন তার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে। তার জন্য দান-ছাদাক্বা ও হজ্জ করতে পারে। এসবের বিনিময়ে কবরে বসেও সে ছওয়াব লাভ করবে। কিন্তু মৃতব্যক্তি জীবিতদের কোন উপকার করতে পারে না। এমনকি তার নিকট থেকে মাছি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও সে তা রক্ষা করতে পারবে না। অনুরূপভাবে সমস্ত মৃত মানুষ একত্রিত হয়ে যদি কারো উপকার বা অপকার করতে চায়, তা কখনই পারবে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ-

'হে লোক সকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হ'লেও এবং মাছি যদি সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হ'তে, এটাও তারা ওর নিকট হ'তে উদ্ধার করতে পারবে না, পূজারী ও দেবতা কতই না দুর্বল' *(হাজ্জ ৭৩)*।

প্রকৃত উপাস্য কেবল মহান আল্লাহ। সুতরাং তাঁকেই ডাকতে হবে। আর অন্য সকল মা'বূদ বাতিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ 'এজন্যও যে, আল্লাহ, তিনিই সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে ওটা তো অসত্য (বাতিল)' *(হজ্জ ৬২)*।

মানুষ বিপদে পড়লে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। বিপদ থেকে মুক্তি পেলে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ 'তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়' *(আনকাবূত ৬৫)*।

৫৭. *তাইসীরুল আযীযিল হামীদ পৃঃ ১৯৫।*
৫৮. *উছূলুদ দ্বীন, পৃঃ ২৬০।*

তিনি আরো বলেন, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ 'যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘছায়ার মত তখন তারা আল্লাহকে ডাকে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে আর বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে' *(লোক্বমান ৩২)*।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, ফেরেশতা, নবী-রাসূল অথবা নেক্কার ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের কবরের নিকট গিয়ে তাদেরকে ডাকা সবচেয়ে বড় শিরক, যেটা মুশরিক-ইহুদী-নাছারাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের মধ্যে থেকেই এ শিরকী কার্য মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ– 'তাদের কি এমন কতকগুলো শরীকও আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান প্রবর্তন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি'? *(শূরা ২১)*।

যে ব্যক্তি কোন নবী-রাসূল এবং ওলী-আওলিয়াকে মৃত্যুর পর ডাকবে এবং তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সাহায্য-সহযোগিতা চাইবে, সে অবশ্যই সব থেকে বড় শিরক করবে। এ ধরনের লোকদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা মুশরিক হিসাবে অবহিত করেছেন। কেননা তারা তাদের ওলী-আওলিয়াদের নিকট শাফা'আত চাইত। তাদেরকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করত। তাদেরকে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মনে করত ও তাদের উপর আশা-ভরসা করত। সাথে সাথে তাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ–

'আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহেরও ইবাদত করে যারা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুফারিশকারী' *(ইউনুস ১৮)*।

অতএব যে ব্যক্তি কোন নবী-রাসূল এবং ওলী-আওলিয়াকে ডাকবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বানাবে, তাদের উপর আশা-ভরসা করবে, তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক মনে করবে, সে মুশরিক হয়ে যাবে।[৫৯]

৬. আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করা : কোন মুমিন ব্যক্তির উচিত নয় যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে প্রকাশ্য ও গোপনে ভয় করা। বরং সে কেবল আল্লাহকেই ভয় করবে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 'তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর' *(মায়েদাহ ৪৪)*। তিনি আরো বলেন, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ 'তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ৪০, ৪১)*।

কোন সৃষ্টি জীবকে কোন কারণ ছাড়া ভয় করা যাবে না, যেমন আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র সাথে যা কিছু শরীক করছ আমি ওটাকে ভয় করি না, তবে যদি আমার প্রতিপালক কিছু চান। প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে আমার প্রতিপালকের জ্ঞান খুবই ব্যাপক। এর পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছ না যে, আল্লাহ্র সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছ, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আমাদের দুই দলের মধ্যে যারা অধিক শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী যদি তোমাদের জানা থাকে, তবে বলতো'? *(আন'আম ৮০-৮১)*।

আল্লাহ তা'আলা হূদ এবং তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন, 'আমাদের কথা তো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্যে হ'তে কেউ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেকো, আমি ঐসব কিছু থেকে মুক্ত যাদেরকে তোমরা শরীক সাব্যস্ত করছ তাঁকে ছেড়ে। অনন্তর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিয়ো না' *(হূদ ৫৪-৫৫)*।

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই' *(যুমার ৩৬)*।

এ ভয়ের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, তোমাদেরকে আমি যে, রিযিক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? বরং তোমরা তাতে সমপর্যায়ের অথচ তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করি' *(রূম ২৮)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গোপন ও প্রকাশ্যে কেবল আল্লাহকেই ভয় করতে হবে, অন্যকে নয়।

আমাদের সমাজে এমনও মানুষ আছে, যারা শুধু মানুষের ভয়ে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা

৫৯. *ছিয়ানাতুল ইনসান, পৃঃ ১/৩৩৭।*

হ'তে বিরত থাকে। এ ধরনের ভয় করা হারাম এবং এক প্রকার শিরক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'যাদের লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস আরো পরিবর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং মঙ্গলময় কর্মবিধায়ক' *(আলে ইমরান ১৭৩)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, যখন লোকেরা বলল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা বিরাট সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ করেছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর। একথা তাদের ঈমানের তেজ বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহক।[৬০]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيْمَ حِيْنَ أُلْقِيَ فِى النَّارِ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'ইবরাহীম (আঃ) যখন আগুনে নিক্ষপ্ত হয়েছিলেন তখন তাঁর শেষ কথা ছিল, আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক'।[৬১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে ব্যতীত অন্যকে ভয় না করার। নিশ্চয়ই এই হচ্ছে তোমাদের সেই শয়তান যে তার অনুসারীগণকে ভয় প্রদর্শন করে, কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর' *(আলে ইমরান ৭৫)*।

অতএব আল্লাহকে ভয় করা এবং পরকালের শাস্তির ভয় করা, এ উভয়ই হচ্ছে প্রশংসিত ভয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি বাগান' *(আর-রহমান ৪৬)*। তবে আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।

মোট কথা স্বভাব গত ভয় করতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন শুক্রর ভয়, সাপ বিচ্ছুর ভয়, ডুবে যাওয়ার ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় ইত্যাদি। যেমন মূসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তিনি তথা (মিসর) হ'তে বের হয়ে পড়লেন এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যালিম সম্প্রদায় হ'তে আমাকে রক্ষা করুন' *(ক্বাছাছ ২৮/২১)*।

এখানে আরো কতিপয় আমল উল্লেখ করা হ'ল, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্যের জন্য করা হ'লে শিরক হবে। যেমন-

ক. মহব্বতে শিরক

ভালবাসা আল্লাহ্র জন্যই হ'তে হবে। আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে ভালবাসা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 'আর মানবমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহ্র মোকাবিলায় অপরকে সমকক্ষ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবেসে থাকে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ্র প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তর' *(বাক্বারাহ ১৬৫)*।

মহব্বত একটি ইবাদত। আলোচ্য আয়াতে এই ইবাদতের কথাই বলা হয়েছে। ইবনে জারীর তাবারী (রহঃ) বলেন, ঐ সমস্ত মুশরিকরা তাদের মূর্তিদেরকে আল্লাহ্র ইবাদতের সাথে সমকক্ষ স্থির করে এবং তাদেরকে এমনই মহব্বত করে যেমনভাবে মুমিনগণ আল্লাহকে মহব্বত করে। অবশ্য যারা মুমিন আল্লাহ্র প্রতি তাদের ভালবাসা অধিকতর। অন্য কেউ বলেন, এখানে সমকক্ষ স্থির করার অর্থ হ'ল তারা তাদেরকে পাপ কাজের মাধ্যমে অনুসরণ করে।[৬২]

আমরা বর্তমান সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, কবর পূজারীরা তাদের অনুসরণীয় পীরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করে। আর এজন্য তারা কবরকে সিজদা করে, কবরের কাছে যবেহ করে, মানত করে এবং কবরে শায়িত ব্যক্তির কাছে জীবনের প্রয়োজনীয় সবই চায়। এটা প্রমাণ করে যে, তারা পীরকে আল্লাহ্র চেয়ে বেশী ভালবাসে? এর দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, জাহিলী যুগে যেমনভাবে মুশরিকরা তাদের মূর্তিকে মহব্বত করত, অনুরূপভাবে বর্তমানে কবর পূজারীরা পীরদেরকে মহব্বত করে।

মহব্বত দু'প্রকার : (১) মহব্বত শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট, এরূপ মহব্বত যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে করা হয় তাহ'লে তা শিরক হবে। যেমন মুশরিকরা তাদের মূর্তিকে মহব্বত করে এবং মুরিদরা যেমনভাবে পীরকে মহব্বত করে। (২) স্বভাবগত ভালবাসা, যেমন পিতা-মাতাকে ভালবাসা, সন্তানদের ভালবাসা, খানা-পিনার প্রতি ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ভালবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য মুমিন ব্যক্তিকে আনুগত্যের ভিত্তিতে ভালবাসা ইত্যাদি। এ সকল ভালবাসা যায়েজ।[৬৩]

খ. আনুগত্যে শিরক :

যে সকল বিষয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য করতে হয়, সে সকল বিষয়ে অন্যের আনুগত্য করা শিরক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলিম ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক (সত্য) মা'বূদের ইবাদত

৬০. *বুখারী হা/৪৫৬৩।*
৬১. *বুখারী হা/৪৫৬৪।*
৬২. *ত্বাবারী, জামেউল বয়ান ৩/১৭ পৃঃ।*
৬৩. *ইবনুল কায়্যেম, তরীকুল হিজরাতাইন, পৃঃ ২৪৪-৪৫।*

করবে যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হ'তে পবিত্র' *(তওবাহ ৩১)*।

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, ঐ সমস্ত মানুষের কথা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম-ওলামাকে এবং ধর্মযাজককে পাপের কাজে অনুসরণ করে। আর তারা যেটা হালাল করে সেটা হালাল হিসাবে মেনে নেয়, অথচ আল্লাহ তা'আলা সেটা তাদের উপর হারাম করেছেন। আর তাদের আলেম-ওলামা ও ধর্মযাজকরা যেটা হারাম করে সেটা তারা হারাম হিসাবে মেনে নেয়, অথচ আল্লাহ তা'আলা সেটা হালাল করেছেন।[৬৪]

আদি বিন হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এ আয়াত পড়তে শুনলেন اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ 'তারা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) আল্লাহ্র পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছিল'। তখন আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ 'তারা তো তাদের ইবাদত করে না'? তিনি বললেন, أَجَلْ وَلَكِنْ يُحِلُّوْنَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُّوْنَهُ وَيُحَرِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ فَيُحَرِّمُوْنَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ 'আচ্ছা আল্লাহ্র হালাল ঘোষিত জিনিষকে তারা হারাম বললে, তোমরা কি তা হারাম বলে গ্রহণ কর না? আর আল্লাহ্র হারাম ঘোষিত জিনিষকে তারা হালাল বললে, তোমরা কি তা হালাল বলে গ্রহণ কর না? তখন আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন, এটাই তাদের ইবাদত করার শামিল'।[৬৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ যা হালাল করেছেন সেটাকে হারাম করা শিরক। অনুরূপ তিনি যা হারাম করেছেন সেটাকে হালাল সাব্যস্ত করাও শিরক।

গ. নিয়তে শিরক :

যেকোন কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালীন স্বার্থে হ'তে হবে। দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করলে তার জন্য পরকালে কোন বিনিময় পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের (ফল) দুনিয়াতেই পরিপূর্ণ রূপে প্রদান করি এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই। আর তারা যা কিছু করেছিল তা সবই আখেরাতে অকেজো হয়ে যাবে এবং যা কিছু করছে তাও বিফল হবে' *(হূদ ১৫-১৬)*।

সুতরাং যারা শুধু পার্থিব জীবনের কল্যাণ কামনা করে দুনিয়াতেই তাদের কৃতকর্মের ফল পরিপূর্ণ রূপে দেওয়া হবে। আখিরাতে তাদের জন্য কিছুই থাকবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত করে কেবল পার্থিব জীবনের জন্য, দুনিয়াতে তাকে তার ফল দেওয়া হবে। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ক্বাতাদা বলেন, যে ব্যক্তির শুধুমাত্র দুনিয়া লাভ উদ্দেশ্য থাকে, দুনিয়াতে তার ফলাফল পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে। কিন্তু সে পরকালে লজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর মুমিন ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখেরাতে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।[৬৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হ'তে দূরীকৃত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং এর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদেরকে ও ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান (কারো জন্যই) নিষিদ্ধ নয়। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতর' *(বনী ইসরাঈল ১৮-২১)*।

তিনি আরো বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ 'যে আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে এরই কিছু দিই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না' *(শূরা ২০)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম, তাকে দেয়া হ'লে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হ'লে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাঁটা বিদ্ধ হ'লে তা কেউ তুলে দিবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল উস্ক-খুসক এবং পা ধূলি মলিন। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে। আর পিছনে পিছনে রাখলে পিছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং কোন বিষয়ে সুফারিশ করলে, তার সুফারিশ কবুল করা হয় না'।[৬৭]

[চলবে]

৬৪. *জামেউল বয়ান ১১/৪১৭ পৃঃ*।
৬৫. *তিরমিযী হা/৩০৯৫, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৯৩*।
৬৬. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৩২৩-২৪*।
৬৭. *বুখারী হা/২৮৮৭*।

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(৭ম কিস্তি)

দাসপ্রথা নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গ :

জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ : Article-4

No shall be held in slavery of servitude, slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.[৬৮] 'কোন ব্যক্তিকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ রাখা যাবে না। সকল প্রকার দাস প্রথা এবং দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে'।

এখানে জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৪নং ধারায় দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এতে অমানবিকতা রয়েছে। পাশ্চাত্যপন্থীদের মতে এই প্রথাতে দাস-দাসীদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে। তাদের সামাজিক মর্যাদা দেয়া হয়নি। এক সময় এটা চালু থাকলেও আধুনিক সভ্য যুগে এ প্রথাকে মেনে নেয়া যায় না। এটা অবশ্যই রহিত হওয়া উচিত। তারা আরও বলেন, ইসলাম শাশ্বত ও সর্বজনীন ধর্ম। এতে অমানবিক সকল বিষয় নিষিদ্ধ করা হ'ল, অথচ এই ঘৃণ্য প্রথাকে কেন নিষিদ্ধ করা হ'ল না? তারা বলেন, আসলে ইসলাম মুসলিম রাজা-বাদশাহ ও জনগণের ভোগ-বিলাস এবং আরাম-আয়েশের জন্য এ ব্যবস্থা রেখে দিয়েছে। আরব জাহানে রাজা-বাদশাহরা এই সুযোগে বহু দাস-দাসীর নামে নারীদেরকে ব্যবহার করে থাকে। এভাবে অর্থে এই প্রথা নিয়ে হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদীসহ সকল বিধর্মী পণ্ডিত মারাত্মকভাবে কুরআনকে কটাক্ষ করেছে। ফলে ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী পণ্ডিতগণ ও কথিত মুসলিম প্রগতিবাদীরা এই সুযোগকে হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে জন. জে. পোল, মুইর ও খৃষ্টান পাদ্রী টি.পি-হিউজ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে জন.জে পোল লিখেছেন, ইসলামী রাজ্য সমূহের দাম তত নয়, যত আছে দাস-দাসীর। মুসলমানদের শহরে-নগরে যে দাস প্রথার যথেষ্ট রেওয়াজ রয়েছে, এর কারণ কুরআনই এর অনুমতি দিয়েছে যে যুদ্ধবন্দী নারীদেরকে দাসী বানিয়ে রাখবে এবং তাদের সাথে যৌন সংগম করবে। একজন বিবাহিত স্ত্রীর সাথে বিপুল সংখ্যক দাসী রাখার অনুমতি মুসলমানদের জন্য পাপের নয়; বরং দাসদের গলায় এমন শৃংখল জড়িয়ে দিয়েছে যে, তা গোলামীর রেওয়াজকে ইসলামী রাজ্য সমূহে একটি পসন্দনীয় কাজ বানিয়ে দিয়েছে *(স্টাডিজ ইন মুহাম্মাডেনিজম)*।

ঐতিহাসিক মুইর স্বীয় Life of Mahomet নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'মুসলমান মনিবদের প্রতাপ ও আধিপত্যের অধীন দাসীদের জীবন সম্পর্কে বলা যায় যে, মানবতার অপমান ও লাঞ্ছনার এতদপেক্ষা ভয়াবহ ও বিভৎস রূপ আর কিছুই কল্পনা করা যেতে পারে না। দাসীদের সাথে মানব সমাজের এক ঘৃণ্য জীবের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। তারা বিবাহের যোগ্যা হ'লে তাদেরকে বিবাহের অধিকার হ'তে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হয় এবং দাসরা হয় সম্পূর্ণরূপে মনিবের মুষ্টিবদ্ধ। তিনি অন্যত্র লিখেছেন, 'নারীদের দাসত্ব তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতির জন্য এক যরূরী শর্ত। এজন্য মুসলমানগণ কখনও আন্তরিকতা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ বিষয়টিকে নির্মূল করতে চেষ্টা করবে না'।[৬৯]

টি.পি.হিউজ বলেছেন, 'দাস প্রথার শিক্ষা ইসলামের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মে দাসত্বের প্রতি রয়েছে তীব্র ঘৃণা। মুহাম্মাদ (ছাঃ) আরব জাহিলিয়াতের দাস প্রথায় কিছুটা সংশোধন এনেছিলেন সন্দেহ নেই; কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, আরবের এই শরী'আত প্রদাতার ইচ্ছা ছিল দাস প্রথাকে স্থায়ীভাবে কায়েম রাখা।[৭০]

খৃষ্টান লেখকগণ বড় নির্লজ্জভাবে বলে বেড়ায় যে, দাস প্রথা চালু থাকার কারণে মুসলমানেরা দেশ-বিদেশের সুন্দরী-রূপসী ও যুবতী মেয়েদের সম্ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিল। এই কারণে তারা সবসময় দাস প্রথাকে চালু রেখেছে। কেবল চালু রেখেই ক্ষান্ত হয়নি, খুব জোরালোভাবে এর সমর্থন ও উন্নতি সাধন করেছে। জন জে. পোল আরও লিখেছেন, যেসব কারণে মুসলমানরা দাস প্রথাকে চালু রাখতে বাধ্য হয়েছে, সেটা যে কতদূর শক্তিশালী তা আমরা এখন ধারণা করতে পারি। একে খতম করার অর্থ এই হ'তে পারে যে, এর ফলে মুসলমানদের যে হেরেম সজ্জিত করার প্রথা দৃঢ়মূল হয়েছিল তা-ই খতম করে দেয়া হবে।[৭১]

এসব উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, খৃষ্টান ও অন্যান্য প্রগতিশীল পণ্ডিতগণ এই দাস প্রথাকে অস্ত্র হিসাবে ইসলাম ও মুসলমানকে কিভাবে খাটো করেছে। স্বাভাবিকভাবে যেকোন মানুষের এসব উক্তি শুনলে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা জন্মাতে পারে এবং সে চরম বিদ্বেষীও হ'তে পারে। আর বর্তমানে নানাভাবে তা হচ্ছেও বটে। বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ; সেহেতু ব্যবস্থা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।-

দাস প্রথা কি? দাস শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। ইংরেজীতে একে Slave বলে। এই দাসদের নিয়ে সমাজে বিদ্যমান প্রথাকে দাস প্রথা বলে। এই প্রথা বহুকাল থেকে চালু ছিল। 'ধর্ম ও নৈতিকতার বিশ্বকোষে' দাস প্রথার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে- এটি একটি সামাজিক রেওয়াজ, এর দরুন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়ে যায়। The world wide Encyclopedia-তে লেখা হয়েছে, Slavery, the

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৬৮. *Dr. Borhan Uddin Khan, Fifty years of the Universal Declaration of Human Rights, IDHRB, P. 200.*

৬৯. *Willium Muir, Life of Mahomet. P. 347; মাওলানা আব্দুর রহীম, দাস প্রথা ও ইসলাম, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৯), পৃঃ ৮।*

৭০. *Note of Mohammadanism, (2nd edition), p. 195.*

৭১. *দাসপ্রথা ও ইসলাম, পৃঃ ৯।*

status one who is the property of another. 'কোন ব্যক্তির অন্যের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার অবস্থাকে দাসত্ব বলা হয়'। ওয়েস্টার মার্ক (Wester mark) দাসত্বের সংজ্ঞায় বলেন, গোলামের মালিকানায় মালিকের অধিকার যদিও অনিবার্য ও নিরংকুশ নয়, তবুও এটা একটি বিশেষ রকম পদ্ধতি। অন্য কথায়, এই মালিকানা অধিকার এমন একটি অধিকার যে, কেবল মাত্র মনিবই এর থেকে হাত তুলে নিতে পারে, পরিত্যাগ করতে পারে। কিন্তু একে নিরংকুশ মালিকানা বলা যায় না। কেননা আইন গোলামকেও এক রকম অধিকার দান করেছে।[৭২]

মোটকথা দাস প্রথা হ'ল এমন একটি সামাজিক চিরাচরিত ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় একজন মানুষ অন্য কোন মানুষের অধীনে চুক্তি অনুযায়ী তার বশ্যতা স্বীকার করতঃ নিজের সার্বিক স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে মানুষের অধীনে এক প্রকার গৃহবন্দী হয়ে জীবন পরিচালনা করে।

এই প্রথা আজও বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-গোত্রে কম-বেশী প্রচলিত। এই প্রথা নিয়ে বিশ্বে আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিতর্কের কমতি নেই। ইসলাম এই দাসপ্রথাকে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ না করলেও এই প্রথাকে একটা অবমানাকর প্রথা হিসাবে গণ্য করেছে। তবুও একে কেন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেনি সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

দাসত্বের শ্রেণীভেদ :

দাস সাধারণতঃ দুই প্রকার। **এক.** জন্মগতভাবে দাস। যারা বহু পূর্বে দাস ছিল, বংশপরম্পরায় তারাই দাস হয়ে এখনও পৃথিবীতে বসবাস করছে। এ ধরনের দাস ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

দুই. যুদ্ধবন্দী অথবা অন্য কোন কারণে বন্দী হয়ে দাসত্ব বরণ করা। বর্তমানে এ প্রকারের দাসই বেশী পরিলক্ষিত। এ প্রকার দাসও ক্রয়-বিক্রয় হয়। তবে মুক্তিপন দিয়ে তাদের মুক্তির ব্যবস্থাও রয়েছে।

মাওলানা আব্দুর রহীম তাঁর 'দাস প্রথা ও ইসলাম' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, 'নীতিগত দাসত্ব দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমটি এক গোত্রের কিছু লোক সেই গোত্রের কিছু লোককে নিজের গোলাম বানিয়ে নেয়। আর দ্বিতীয়টি এক গোত্রের কিছু লোক অপর এক গোত্রের কিছু লোক বা সমস্ত লোককেই নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়। প্রথম প্রকারকে ইংরেজীতে বলা হয়, Inta-tribal slavery এবং দ্বিতীয় প্রকারকে বলা হয়, Extra-tribal slavery. এখানে দ্বিতীয় প্রকারের দাস প্রথা হ'ল যুদ্ধবন্দী। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন বা মারামারির সময়ে এই প্রকারের দাসের জন্ম হয়। কারণ পক্ষদ্বয়ের যুদ্ধ শেষে বিজিত দল পরাজিত দলের লোকদেরকে হত্যা-নির্যাতন করতে পারে অথবা যুদ্ধবন্দী করতে পারে। তাই হত্যা না করে তাদেরকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের অধীনে দাস (গনীমতের মাল) হিসাবে রাখা হয়।

দাস প্রথা চালু হওয়ার কারণ :

মানুষ সাধারণতঃ একে অপরের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উঁচু শ্রেণীর মানুষ দরিদ্র ও নীচু শ্রেণীর মানুষগুলোকে অধীনস্ত রাখতে চায়। এর সাথে সে বিস্তীর্ণ এলাকা নিজের কর্তৃত্বে রাখতে চায়। আর ঐ মানুষগুলোকে উক্ত মনিব কর্তৃক নানাভাবে ব্যবহারের চিন্তা উদয় হওয়া থেকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। হয়তো এভাবে এক পর্যায়ে নানা প্রয়োজনে ও বাস্তবতার কারণে দাসত্বের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে মিঃ এ.এন গুলবার্টসন লিখেছেন যে, উত্তর আমেরিকাস্থ ভারতীয়দের মধ্যে একটা রেওয়াজ ছিল যাকে Adoption (এডাপশান) বলা হয়। এতে যুদ্ধ শেষে বিজিত পক্ষের পুরুষদেরকে হত্যা করা হ'ত এবং শিশু ও নারীদেরকে জীবিত রেখে নিজেদের ঘরে রেখে দেয়া হ'ত। এই লেখকই বলেছেন যে, দাসপ্রথা এই প্রথারই একটি উন্নত রূপ, যাতে শিশু ও নারীদের ন্যায় পুরুষদেরকেও জীবিত থাকতে দেয়া হ'ত এবং তাদেরকে গোলাম বানানো হ'ত। এ প্রসঙ্গে মনস্তাত্বিক কারণের দিকে ইঙ্গিত করে Nieboer সুন্দর কথা বলেছেন, 'পশু পালন মানুষের একটি স্বভাব। এই স্বভাবই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে মানুষকে পালবার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং একেই বলা হয় গোলামী বা দাস প্রথা *(Excyclopedia of religion and ethics)*।

অতীতে সমাজে পাশবিকতা ও বর্বরতা বিদ্যমান ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ সব সময় লেগে থাকতো। তখন যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা হ'ত। এভাবে সমাজে কর্মক্ষম মানুষের শূন্যতা দেখা দেয়। ফলে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসত্বে রেখে বিভিন্ন কার্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয়। এ প্রসঙ্গে হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, 'একথা খুব সমর্থনযোগ্য যে, একপক্ষ যখন আধিপত্য ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষকে হজম করার পরিবর্তে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়, তখন তাদেরকে জীবিত রাখাই উন্নতির দিকের পদক্ষেপ। দাস প্রথা যতই খারাপ হোক না কেন তা আপেক্ষিকভাবে ভাল। আর কোন কোন সময় সাময়িকভাবে এটাই হয় একমাত্র কর্ম উপযোগী পথ বা পন্থা *(Study of soiology)*।

লর্ড একটিন বলেছেন, 'অনেক সময় এমন অবস্থা হয়, যখন সেই অবস্থা দৃষ্টে একথা বলা মোটেই অসমীচীন হয় না যে, গোলামী মূলত আযাদী মঞ্জিলের এক পর্যায়'।[৭৩] এ প্রসঙ্গে মিঃ আর. এইচ. বারোর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তার 'রোমান সাম্রাজ্যে দাস প্রথা' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'গোলামী এমন একটি শব্দ যা শুনতেই খারাপ লাগে। এই শব্দ কানে প্রবেশ করা মানেই লৌহশৃংখলের ঝংকার, চাবুকের শপাং শপাং ধ্বনি এবং মযলূম গোলামদের মর্মবিদারী চিৎকার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হ'তে শুরু করে। গোলামীকে সাধারণতঃ খারাপভাবে দেখা হয়। কিন্তু গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে এতে কোন সন্দেহ থাকে

৭২. *তদেব, পৃঃ ১০।*

৭৩. *Slavery in his Roman Empire p. 15.*

না যে, গোলাম খুব বেশী কিছু মহান আর পবিত্র না হ'লেও সভ্যতার অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধনে তাদেরও যথেষ্ট অংশ রয়েছে। তবুও গোলামী রেওয়াজ বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু পুরাকালের দাস প্রথাকে সর্বোতভাবে খারাপ বলা এবং একে চূড়ান্ত ঘৃণিত মনে করা আমাদের উচিত নয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'The principal of sociology' গ্রন্থে লিখেছেন, 'দাস প্রথা ব্যতীত রাষ্ট্রনীতি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না'।

তাহ'লে বুঝা যায়, দাস প্রথা চালু হওয়ার পিছনে সুদূর অতীতে কিছু জন্মগত বা বংশ-গোত্রীয় প্রভাব এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তা কাজ করেছিল। এর প্রচলনের আর একটি অন্যতম করণ হ'ল যুদ্ধবন্দী। সম্ভবতঃ পৃথিবীতে যখন থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়েছে তখন থেকেই যুদ্ধবন্দী তথা দাসপ্রথা চালু হয়েছে। যার বাস্তব প্রমাণ এখনও দেখা দেখা যাচ্ছে। তবে বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম ও রাষ্ট্রে যুদ্ধবন্দীদের সাথে যে অমানবিক ও বর্বর আচরণ করা হচ্ছে ইসলাম তা কখনও স্বীকৃতি দেয়নি ও সমর্থন করেনি। বরং যুদ্ধবন্দী তথা দাস-দাসীদের ব্যবস্থাকে এক রকম মানবিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, যা বিশ্বের সকলের কাছে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দাস প্রথার ইতিহাস : দাসপ্রথার ইতিহাস বহু প্রাচীন। যা পৃথিবীর সকল জাতি, রাষ্ট্র ও ধর্মে স্বীকৃত ছিল। এ প্রথাকে কখনও ভাল কাজে, কখনও বা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মানবেতিহাসের প্রথম যুগ থেকে এই দাস প্রথা চালু ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন- The world wide Encyclopedia গ্রন্থে বলা হয়েছে, Slavery has Existed from the Earliest times in verying degres অর্থাৎ প্রাচীনতম যুগ হ'তেই দাস প্রথা বিভিন্ন রূপে ও মাত্রায় চালু হয়ে এসেছে।

প্রাচীন পারসিকরা বিপুল সংখ্যক দাস থাকাকে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় বলে মনে করত। এজন্য তারা বেশী বেশী দাস বা গোলাম রাখত। প্রাচীন গ্রীকে এই দাস ব্যবস্থাকে সেদেশের উন্নতি ও সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বলে মনে করা হ'ত। এ মর্মে World wide Encyclopedia গ্রন্থে Slavery সম্পর্কে বলা হচ্ছে- It was the basis on which the ancient greece built up their civilization. অর্থাৎ দাস প্রথা ছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ভিত্তি এবং এরই উপর গ্রীক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন গ্রীক সমাজে দু'টি কারণে গোলামী ব্যবস্থা চালু ছিল। একটি যুদ্ধ ও অপরটি প্রয়োজন। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা মতে যুদ্ধবন্দী কিংবা অপহৃত ব্যক্তিরা দাস হয়ে থাকত। গ্রীক সমাজে দাসদের ঔরসজাত সন্তানও দাস হিসাবে বিক্রি হ'ত এবং দাসদের শিশু সন্তানও দাস হিসাবে গণ্য হ'ত।[৭৪]

একইভাবে মিশরীয় সভ্যতায় দাসদেরকে খেদমত ও ভৃত্যের কাজে ব্যবহার করা হ'ত। প্রাচীন রোম সভ্যতায় দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল। সেখানে তাদের মানবীয় কোন মৌলিক অধিকার ছিল না। তাদেরকে জীবিত না মৃত রাখা হবে তা নির্ভর করত সম্পূর্ণ মনিবদের মর্জির উপর। প্রাচীন রাশিয়ার গ্রামীণ জনগণকে তিনভাগে ভাগ করা হ'ত। গোলাম, স্বাধীন কৃষি-মজুর ও কিষাণ। অষ্টাদশ শতকে এই তিন শ্রেণীর গোলামদের জন্য পৃথক একটি সংস্থা তৈরী করা হয়েছিল। ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মধ্যে দাসপ্রথা চালু ছিল এবং তাদের উপর নানা রকম নির্মম ও অমানবিক আচরণ করা হ'ত। এ সম্পর্কে 'ধর্ম নৈতিকতার বিশ্বকোষে' লেখা হয়েছে- ১৪৪২ সালে গাঞ্জালেস (Ganzales) পর্তুগালের প্রিন্স হেনরীকে দশটি গোলাম উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। এ সময় আফ্রিকার অধিবাসীদেরকেই বেশীর ভাগ গোলাম বানানো হ'ত। এজন্য ইউরোপীয়রা তাদের উপর হামলা করার নানা কৌশল রচনা করত। এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে, 'স্যার জন হকিং গাওনীয়া রওনা হয়ে গেলেন এবং তিনশত গোলাম ধরে তাদের বিক্রি করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।[৭৫] এসব ঐতিহাসিক ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইউরোপীয় জাতিসমূহের ইতিহাস দাসপ্রথা ও দাসদের সাথে অমানুষিক ব্যবহার, অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন এবং দাস বিক্রির ব্যবসা করার কাহিনীতে ভরপুর।

বিভিন্ন ধর্মে দাস প্রথা : বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে দাস প্রথার উল্লেখ রয়েছে। ইঞ্জীলে গোলামদের স্বাধীন করার কিংবা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ কোথাও নেই। ইহুদী ধর্মে গোলাম পলানোর অনুমতি রয়েছে। এ ধর্মে একজন ইবরানী অপর ইবরানীকে যে কোনভাবে হোক গোলাম বানাতে পারে। ইহুদীরা গোলামের ব্যবসা করতে পারত। সংস্কৃত ভাষার সকল ধর্মে ও দাস প্রথার সমর্থন পাওয়া পাওয়া যায়। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মনু শাস্ত্রে মানুষকে গোলাম বানাবার সাতটি কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বুঝা গেল দাসপ্রথা শুধু ইসলাম ধর্মে নয়; বরং এর বহুপূর্ব থেকে সকল ধর্ম ও জাতি-গোত্রে প্রচলন ছিল। সকল মানুষ ও সচেতন পণ্ডিতগণ এ প্রথাকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন। যেমন- Encyclopedia of Religion and Ethics গ্রন্থে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল গোলামী ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, এরিষ্টটল মনে করতেন গ্রীকদের বাদ দিয়ে অন্য সব মানুষকে দাস বানানোর যোগ্য।

পবিত্র কুরআনে দাস ব্যবস্থার উল্লেখ :

আল-কুরআন একটি নির্ভুল গ্রন্থ, যাতে কেবল আল্লাহ পাকের বাণী রয়েছে। এ বাণী নির্ভুল; এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মানব সমাজে কখনও কখনও দাসদের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, যে বিষয় অবশ্যই আল্লাহ অবগত। সে কারণে তিনি এটাকে একেবারে নির্মূল করেননি।

৭৪. *Encyclopedia of Religion and ethics vol. 8.*

৭৫. *দাসপ্রথা ও ইসলাম, পৃঃ ১৫।*

এ গ্রন্থে কেবল দাসমুক্তির ফযীলতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কোথাও সুস্পষ্টভাবে এ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতি উৎসাহ ও নির্দেশ দেয়া হয়নি।

পৃথিবীটা বড় ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ স্থান। এখানে যেমন ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখ বিদ্যমান, তেমনি রয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হানা-হানিও। আর যতদিন বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে ততদিন এ গোলামী ব্যবস্থা থাকবে। আর এ ব্যবস্থা যুদ্ধের একটি অনিবার্য পরিণতির ফল ছাড়া কিছুই নয়। এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফালে একাধিকবার আলোচনা এসেছে। এ সূরায় যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ 'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়' *(আনফাল ৬৭)*। অনেকের মতে বদর যুদ্ধের সাথে এ আয়াত সম্পর্ক যুক্ত। এ যুদ্ধে যেসব কাফির বন্দী হয়েছিল তাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে কিছু বন্দীকে মূল্য নিয়ে আর কিছুকে মূল্য না নিয়ে ছেড়ে দেন। এটা তখনকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের উপর কিছুটা বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। সে কারণে এ ঘটনাটিতে আল্লাহ পাক অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَنْ فِيْ أَيْدِيْكُمْ مِّنَ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 'হে নবী! আপনাদের হাতে যেসব যুদ্ধবন্দী রয়েছে, তাদেরকে বলুন যে, আল্লাহ যদি তোমাদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে, তদপেক্ষাও ভাল তোমাদেরকে দান করবেন। আর তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন' *(আনফাল ৭০)*।

এ আয়াতটি বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এখানেও যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা আসেনি। তবে নিম্নে বর্ণিত আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوْا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا 'তোমরা যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর। পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর হয় অনুগ্রহ করবে কিংবা মুক্তিপণ গ্রহণ করবে। যতক্ষণ না তারা যুদ্ধের অস্ত্র সংরবণ করবে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩)*। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যুদ্ধবন্দীদের হয় বিনিময় মুল্য নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে নতুবা না নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। এখানে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট যে যুদ্ধবন্দী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শাসক তথা রাষ্ট্রপ্রধানকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধান বন্দীদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করবে এবং তাদের কাছ থেকে শরী'আত অনুযায়ী তা গ্রহণ করবে অথবা তাদেরকে হত্যা করবে, কিংবা গোলাম বানিয়ে নেবে, অথবা বিনিময় মূল্য নিয়ে বা না নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিবে।

এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর নবী ও মুমিন মুসলমানদের এখতিয়ার দিয়েছেন যে, হয় বন্দীদেরকে হত্যা করবে; নয় গোলাম বানিয়ে রাখবে। আর ভাল মনে করলে বিনিময় মূল্য নিয়ে ছেড়ে দেবে।[৯]

বাদায়েউছ ছানে' গ্রন্থকার আল-কাসানী বলেন, যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে রাষ্ট্র প্রধানের তিন প্রকারের মধ্যে যেকোন প্রকারের নীতি অবলম্বন করার এখতিয়ার রয়েছে।[১০] মোদ্দাকথা হ'ল ইসলাম গোলাম বানানোর বিষয়টি পরিস্থিতি অনুযায়ী কেবলমাত্র অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু আদেশ দেয়নি। আর এটা কেবল যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে, স্বাধীন মুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে নয়। তবে এটাও সত্য যে, ইসলাম এই প্রথাকে অনুমোদন করেছে বটে, কিন্তু দাস-দাসীদেরকে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদার স্থানে আসীন করেছে।

[চলবে]

---

৯. ফাৎহুল বারী ৯/৫।
১০. বাদায়েউছ ছানায়ে' ১৫/৩৫৮ পৃঃ।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে আলিয়া ও ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডা. জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদ গেটের সরাসরি পূর্ব দিকে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী এণ্ড ষ্টেশনারী

এখানে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও ধর্মীয় সকল প্রকার বই এবং ষ্টেশনারী সামগ্রী পাওয়া যায়।

যোগাযোগ :
প্রোঃ হাফেয মাওলানা মাসঊদুর রহমান
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মোড়
ভবানীগঞ্জ বাজার, বাগমারা, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৫৭-৮৪৪৪৩৯।

ছালাতে একাগ্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও উপায়

আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হ'ল ছালাত। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণকে হৃদয়ে সঞ্চারিত রাখার প্রক্রিয়া হিসাবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِىْ 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য' *(ত্বোয়া-হা ২০/১৪)*। আর প্রতিটি কাজে সফলতার জন্য মৌলিক শর্ত হ'ল একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা। আর এ বিষয়টি ছালাতের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের জন্য একাগ্রতার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমানে এই ব্যস্ত যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে একাগ্রচিত্তে ছালাত আদায় করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ একাগ্রতাবিহীন ছালাত শুধুমাত্র দায়সারা ও শারীরিক ব্যায়ামের উপকারিতা ব্যতীত তেমন কিছুই বয়ে আনে না। হৃদয়ে সৃষ্টি করে না প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত করার অনাবিল প্রশান্তি। সঞ্চারিত হয় না নেকী অর্জনের পথে অগ্রগামী হওয়ার এবং যাবতীয় অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অনুপ্রেরণা। সার্বিক অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটি একটি কঠিন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ الْخُشُوْعُ حَتَّى لاَ تَرَى فِيْهَا خَاشِعاً 'এই উম্মত হ'তে সর্বপ্রথম ছালাতের একাগ্রতাকে উঠিয়ে নেয়া হবে, এমনকি তুমি তাদের মধ্যে কোন একাগ্রচিত্ত মুছল্লী খুঁজে পাবে না'।[৭৬] একই বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে। তিনি বলেন, 'সর্বপ্রথম তোমরা ছালাতে একাগ্রতা হারাবে। অবশেষে হারাবে ছালাত। অধিকাংশ ছালাত আদায়কারীর মধ্যে কোন কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না। হয়তো মসজিদে প্রবেশ করে একজন বিনয়ী-একাগ্রতা সম্পন্ন ছালাত আদায়কারীকেও পাওয়া যাবে না'।[৭৭] বস্তুতঃ খুশূবিহীন ছালাত বান্দাকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে না। তাইতো আল্লাহ তা'আলা একাগ্রচিত্তের অধিকারী মুছল্লীদেরকেই সফল মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। বক্ষমান প্রবন্ধে ছালাতে একাগ্রতার প্রয়োজনীয়তা, ফযীলত এবং একাগ্রতা সৃষ্টির কিছু উপায় সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল।

খুশূ বা একাগ্রতার পরিচয় :

'খুশূ'-এর আভিধানিক অর্থ হ'ল দীনতার সাথে অবনত হওয়া, ধীরস্থির হওয়া ইত্যাদি। ইবনু কাছীর বলেন, খুশূ অর্থ-স্থিরতা, ধীরতা, গাম্ভীর্য, বিনয় ও নম্রতা।[৭৮] ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, খুশূ হ'ল হৃদয়কে দীনতা ও বিনয়ের সাথে প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থাপন করা।[৭৯] প্রত্যেক ইবাদত কবুল হওয়া এবং তার প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করার আবশ্যিক শর্ত হ'ল খুশূ। আর শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাতের ক্ষেত্রে এর আবশ্যিকতা যে কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন وَقُومُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ 'তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হও বিনীতভাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। তিনি আরো বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ- 'ঐ সকল মুমিন সফলকাম, যারা ছালাতে বিনয়াবনত' *(মুমিনূন ২৩/১-২)*।

খুশূ বা একাগ্রতার স্থান হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে। কিন্তু এর প্রভাব বিকশিত হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। অন্যমনস্ক হওয়ার দরুন আত্মিক জগতে বিঘ্ন সৃষ্টি হ'লে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তার কুপ্রভাব পড়ে। তাই হৃদয় জগতকে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হ'লেই ছালাতের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া সম্ভব।

ছালাতের মধ্যে খুশূ কেবল তারই অর্জিত হবে, যে সবকিছু ত্যাগ করে নিজেকে শুধুমাত্র ছালাতের জন্য নিবিষ্ট করে নিবে এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছালাতকে স্থান দিবে। তখনই ছালাত তার অন্তরকে প্রশান্তিতে ভরে দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاَةِ 'ছালাতেই আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে'।[৮০]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মনোনীত বান্দাদের আলোচনায় 'খুশূ-খুযু'র সাথে ছালাত আদায়কারী নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য নির্ধারিত ক্ষমা ও সুমহান প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

'খুশূ' বান্দার উপর ছালাতের এই কঠিন দায়িত্বকে স্বাভাবিক ও প্রশান্তিময় করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই তা বিনয়ী-

৭৬. ত্বাবারাণী; ছহীহুল জামে' হা/২৫৬৯।
৭৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৬), ১/৫১৭ পৃঃ।
৭৮. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম (দার তাইয়েবা, ১৪২০/১৯৯৯, ২য় সংস্করণ), ৬/৪১৮ পৃঃ।
৭৯. মাদারিজুস সালেকীন ১/৫১৬ পৃঃ।
৮০. আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৬১, সনদ হাসান।

একনিষ্ঠ ব্যতীত অন্যদের উপর অতীব কষ্টকর' *(বাক্বারা ২/৪৫)*।

বস্তুতঃ যেকোন ইবাদতের ক্ষেত্রে যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর অনুসরণ করা হবে, তখনই তা এক সফল ইবাদতে পরিণত হবে। হৃদয়জগতকে অপার্থিব আলোয় উদ্ভাসিত করবে। তিনি বলেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে, যেন তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর যদি দেখতে না পাও, তবে তিনি যেন তোমাকে দেখছেন'।[৮১]

একাগ্রতাপূর্ণ ছালাতের ফযীলত :

খুশূ-খুযূ পূর্ণ ছালাত আদায়কারীর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। অতএব যে ভাল করে ওযূ করবে, সময় মত ছালাত আদায় করবে এবং রুকূ-সিজদা সঠিকভাবে আদায় করবে, আল্লাহ্র দায়িত্ব তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। আর যে এমনটি করবে না, তার প্রতি আল্লাহ্র কোন দায়িত্ব নেই। তিনি শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করতে পারেন'।[৮২]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 'যে সুন্দরভাবে ওযূ করে, অতঃপর মন ও শরীর একত্র করে (একাগ্রতার সাথে) দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, (অন্য বর্ণনায় এসেছে- যে ছালাতে ওয়াসওয়াসা স্থান পায় না) তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়)।[৮৩]

খুশূ ও একাগ্রতা অর্জনের উপায় :

ছালাতে একাগ্রতা অর্জনের উপায়গুলি দু'ভাগে বিভক্ত–

(১) একাগ্রতা সৃষ্টি ও তা শক্তিশালীকরণের পদ্ধতি গ্রহণ করা।

(২) 'খুশূ'তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো পরিহার করা।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, দু'টি বস্তু 'খুশূ'র জন্য সহায়ক। **প্রথমটি হ'ল**- মুছল্লী যা বলবে, যা করবে; তা অনুধাবন করবে। স্বীয় তেলাওয়াত ও দো'আসমূহ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে। সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখবে যে, সে আল্লাহ্র সম্মুখে প্রার্থনারত এবং তিনি তাকে দেখছেন। কেননা ছালাতরত অবস্থায় মুছল্লী আল্লাহ্র সাথেই কথপোকথন করে। হাদীছে জিবরীলে ইহসানের সংজ্ঞায় এসেছে, 'আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে, যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি দেখতে না পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৮৪]

এভাবে মুছল্লী যতই ছালাতের স্বাদ আস্বাদন করবে, ততই ছালাতের প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এটা নির্ভর করে তার ঈমানী শক্তির উপর। আর তা বৃদ্ধি করার অনেক উপকরণ রয়েছে।

রাসূল (ছাঃ) বলতেন, حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِى الصَّلاَةِ 'আমার জন্য প্রিয়তর করা হয়েছে নারীও সুগন্ধি। আর ছালাতকে করা হয়েছে আমার চোখের প্রশান্তি'।[৮৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলছেন, يَا بِلاَلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ أَرِحْنَا بِهَا 'হে বেলাল, ছালাতের একামত দাও, আমাদেরকে প্রশান্তি দাও'।[৮৬]

দ্বিতীয়টি হ'ল- প্রতিবন্ধকতা দূর করা। অন্তরের একাগ্রতা বিনষ্টকারী বস্তু ও অপ্রয়োজনীয় চিন্তা-ভাবনা পরিহার করা এবং ছালাতের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহতকারী সকল আকর্ষণীয় বস্তুকে পরিত্যাগ করা।[৮৭]

একাগ্রতা সৃষ্টি ও শক্তিশালী করণের উপায়সমূহ :

(১) ছালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

ছালাতে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য প্রথমতঃ নিজেকে ছালাতের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। যেমন মুওয়াযযিন আযান দিলে তার জওয়াব দেওয়া, আযান শেষে নির্দিষ্ট দো'আ পড়া, অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে সঠিকভাবে ওযূ করা, ওযূর পরে দো'আ পড়া ইত্যাদি। মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মিসওয়াকের প্রতি যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّى أَتَاهُ الْمَلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ وَيَدْنُو، فَلاَ يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ، فَلاَ يَقْرَأُ آيَةً إِلاَّ كَانَتْ فِىْ جَوْفِ الْمَلَكِ 'বান্দা যখন ছালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয় এবং তেলাওয়াত করে, ফেরেশতা তার পিছনে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত শুনতে থাকে এবং শুনতে শুনতে তার নিকটবর্তী হয়। অবশেষে সে তার মুখকে বান্দার মুখের সাথে লাগিয়ে দেয়। ফলে সে যা কিছু তেলাওয়াত করে, তা ফেরেশতার মুখগহ্বরেই পতিত হয়। অতএব طَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ 'তোমরা (ছালাতে) কুরআন তেলাওয়াতের জন্য মুখকে পরিচ্ছন্ন কর'।[৮৮]

৮১. বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।
৮২. আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৪২৫; মিশকাত হা/৫৭০।
৮৩. নাসাঈ হা/১৫১; বুখারী হা/১৯৩৪; মিশকাত হা/২৮৭।
৮৪. বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।
৮৫. আহমাদ, নাসাঈ; মিশকাত হা/৫২৬১।
৮৬. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৫৩।
৮৭. মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৬০৬-৬০৭।
৮৮. বায়হাক্বী, বাযযার; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২১৩।

অতঃপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুগন্ধিযুক্ত পোষাক পরিধান করে ছালাতের জন্য বের হবে। যা মুছল্লীর হৃদয়ে অনাবিল প্রশান্তি বয়ে আনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 'তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

এছাড়া ছালাতের স্থানকে পবিত্র করা, ধীর-স্থিরভাবে মসজিদে গমন, পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ানো প্রভৃতি বিষয়গুলিও ছালাতে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য কার্যকর।

(২) ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করা

ছালাতে একাগ্রতা আনার জন্য ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক অঙ্গ নিজ নিজ স্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।[৮৯]

ছালাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে তিনি ধীরে-সুস্থে ছালাত আদায় করার শিক্ষা দিয়ে বলেন, 'এভাবে আদায় না করলে তোমাদের কারো ছালাত শুদ্ধ হবে না'।[৯০]

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিকৃষ্টতম চোর হ'ল সেই ব্যক্তি, যে ছালাতে চুরি করে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছালাতে কিভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, 'যে রুকূ-সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না'।[৯১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে রুকূ করে না এবং সিজদাতে শুধু ঠোকর দেয়, সে ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে দু'তিনটি খেজুর খেল, কিন্তু পরিতৃপ্ত হ'ল না'।[৯২]

এছাড়া রাসূল (ছাঃ) সংক্ষেপে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[৯৩] সাথে সাথে তিনি দীর্ঘ ছালাতকে সর্বোত্তম ছালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৯৪]

ধীর-স্থিরতা ব্যতীত একাগ্রতাপূর্ণ সফল ছালাত আদায় করা অসম্ভব। কাকের ন্যায় ঠোকর দিয়ে আদায়কৃত ছালাতে একদিকে যেমন একাগ্রতা থাকে না, অন্যদিকে তেমনি নেকী অর্জনও সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে।

(৩) ছালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اذْكُرِ الْمَوْتَ فِيْ صَلاَتِكَ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِيْ صَلاَتِهِ لَحَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صَلاَتَهُ وَصَلِّ صَلاَةَ رَجُلٍ لاَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّي صَلاَةً غَيْرَهَا 'তুমি ছালাতে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কারণ যে ব্যক্তি ছালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করবে, তার ছালাত যথার্থ সুন্দর হবে। আর তুমি সেই ব্যক্তির ন্যায় ছালাত আদায় কর, যে জীবনে শেষবারের মত ছালাত আদায় করে নিচ্ছে'।[৯৫]

রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করলে তিনি তাকে বললেন, إِذَا قُمْتَ فِيْ صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ 'যখন তুমি ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন এমনভাবে ছালাত আদায় কর, যেন এটিই তোমার জীবনের শেষ ছালাত'।[৯৬]

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার সময়-ক্ষণ অনিশ্চিত। তাই বান্দাকে তার প্রতিটি ছালাতকেই 'বিদায়ী ছালাত' হিসাবে আদায় করতে হবে। মনে করতে হবে যে, এটাই তার জীবনের শেষ ছালাত; প্রভুর সাথে একান্ত আলাপের শেষ সুযোগ। সর্বদা এ চিন্তা অন্তরে জাগরূক রাখতে পারলে তার প্রতিটি ছালাতই এক বিশেষ ছালাতে পরিণত হবে।

(৪) পঠিত আয়াত ও দো'আ সমূহ গভীরভাবে অনুধাবন করা

ছালাতে পঠিত প্রতিটি আয়াত ও দো'আ গভীর মনোযোগে অর্থ বুঝে পড়তে হবে এবং শুনতে হবে। বিশেষতঃ পঠিত দো'আ সমূহের অর্থ একান্তভাবেই জানা আবশ্যক। কুরআনের আয়াত সমূহ শ্রবণে যেসব বান্দা প্রভাবিত হয়, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا 'আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে বধির ও অন্ধদের মত পড়ে থাকে না' *(ফুরক্বান ২৫/৭৩)*।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য কুরআনের তাফসীর পাঠ করা উচিত। খ্যাতনামা মুফাসসির ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, إِنِّيْ لَأَعْجَبُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْلَمْ تَأْوِيْلَهُ، كَيْفَ يَلْتَذُّ بِقِرَاءَتِهِ؟ 'আমি আশ্চর্যান্বিত হই সেই সব পাঠককে দেখে, যারা কুরআন পাঠ করে অথচ তার মর্ম জানে না। সে কিভাবে এর স্বাদ পাবে'?[৯৭]

একটি আয়াত বার বার পাঠ করা এবং সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করাও ছালাতে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদিন তাহাজ্জুদ ছালাতে কেবলমাত্র إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ– 'যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তারাতো আপনারই বান্দা, আর তাদেরকে যদি ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি

৮৯. আবুদাঊদ, ছিফাতু ছালাতিন্নাবী ১/১৩৪।
৯০. আবুদাঊদ হা/৮৫৮, সনদ ছহীহ।
৯১. আহমাদ; মিশকাত হা/৮৮৫, সনদ ছহীহ।
৯২. তাবারানী; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৯২, সনদ হাসান।
৯৩. বুখারী হা/১২২০, মুসলিম হা/৫৪৫।
৯৪. মুসলিম হা/৭৫৬; মিশকাত হা/৮০০।
৯৫. দায়লামী; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪২১।
৯৬. ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/৫২২৬, সনদ হাসান।
৯৭. মাহমূদ শাকের কর্তৃক তাফসীরে ত্বাবারীর ভূমিকা ১/১০।

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(মায়েদাহ ৫/১১৮)*। –এই আয়াতটি পড়তে পড়তেই রাত শেষ করেছিলেন।[৯৮]

হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কোন এক রাতে ছালাত পড়েছিলাম। লক্ষ্য করলাম, তিনি একটি একটি করে আয়াত পড়ছিলেন। যখন আল্লাহ্র প্রশংসামূলক কোন আয়াত আসত, আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন। যখন প্রার্থনা করার আয়াত আসত, আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতেন। যখন আশ্রয় চাওয়ার আয়াত আসত, আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইতেন'।[৯৯]

ছালাতে আয়াত সমূহ অনুধাবন করা ও তার ফলাফলের বাস্তবতা জানার জন্য নিম্নোক্ত হাদীছটিও প্রণিধানযোগ্য।

আত্বা (রাঃ) বলেন, একদা আমি ও উবাইদ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে গমন করি। উবাইদ আয়েশাকে অনুরোধ করলেন, আপনি আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর একটি অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনান। আয়েশা (রাঃ) এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন, এক রাতে উঠে রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, আয়েশা তুমি আমাকে ছাড়, আমি প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত হই। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার নৈকট্য যেমন পসন্দ করি এবং আপনার পসন্দের জিনিসও তেমনি পসন্দ করি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) উঠে ওযূ করলেন এবং ছালাতে দাঁড়ালেন। অতঃপর কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তার বক্ষ ভিজে গেল। এমনকি এক পর্যায়ে (পায়ের নীচের) মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। বেলাল তাঁকে (ফজরের) ছালাতের সংবাদ দিতে এসে দেখেন তিনি কাঁদছেন। বেলাল বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কাঁদছেন, অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে বেলাল! আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? আজ রাতে আমার উপর কয়েকটি আয়াত ... إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ *(আলে-ইমরান ১৯০-২০০)* নাযিল হয়েছে। 'যে ব্যক্তি এগুলো পড়বে, কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করবে না, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১০০]

(৫) প্রতিটি আয়াত তেলাওয়াতের পর ওয়াকফ করা

এ পদ্ধতি একদিকে যেমন পঠিত আয়াত সম্পর্কে চিন্তা ও উপলব্ধি করতে সহায়ক হয়, অন্যদিকে তেমনি তা একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত কার্যকর। রাসূল (ছাঃ)-এর কুরআন তেলাওয়াতের ধরন ছিল এরূপ। তিনি প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ করতেন।[১০১]

(৬) মধুর স্বরে স্থিরতার সাথে তেলাওয়াত করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً 'স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত কর' *(মুযযাম্মিল ৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিটি সূরা তারতীল সহকারে তেলাওয়াত করতেন।[১০২]

মধুর স্বরে ধীরগতির পড়া খুশূ বা একাগ্রতা সৃষ্টিতে যেমন সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তাড়াহুড়ার সাথে দ্রুতগতির পড়া তেমনি একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। রাসূল (ছাঃ)-এর বলেন, حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْآنَ حُسْناً 'তোমরা সুমধুর স্বরে কুরআন তেলাওয়াত কর। কারণ সুন্দর আওয়াজ কুরআনের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে'।[১০৩]

তবে এখানে সৌন্দর্যের অর্থ গভীর ভাবাবেগ এবং আল্লাহভীতি সহকারে সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِىْ إِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللهَ 'সবচেয়ে সুন্দর আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াতকারী ঐ ব্যক্তি, যার তেলাওয়াত শুনে তোমার মনে হবে যে, সে আল্লাহকে ভয় করছে'।[১০৪]

(৭) আল্লাহ বান্দার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন একথা স্মরণ করা

ছালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই মূলতঃ মহান প্রতিপালকের কাছে বান্দার একান্ত প্রার্থনা। তাই মুছল্লীকে সর্বদা মনে করতে হবে যে, আল্লাহ তার প্রতিটি প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ছালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করেছি। বান্দা আমার কাছে যা কামনা করবে তাই পাবে। যখন আমার বান্দা বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি সারা জাহানের মালিক)। তখন আল্লাহ বলেন, حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ (বান্দা আমার প্রশংসা করল)। যখন বলে, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (পরম করুণাময় অসীম দয়াবান) আল্লাহ বলেন, أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ (বান্দা আমার গুণগান করল)। যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (বিচার দিবসের মালিক) আল্লাহ বলেন, مَجَّدَنِي عَبْدِي (বান্দা আমার যথাযথ মর্যাদা দান করল)। যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা কেবলমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি)। আল্লাহ বলেন, هذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي

৯৮. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/১২০৫, সনদ ছহীহ।
৯৯. মুসলিম হা/৭৭২।
১০০. ছহীহ ইবনু হিব্বান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৮।
১০১. আবুদাঊদ হা/৪০০১, সনদ ছহীহ।
১০২. মুসলিম হা/৭৩৩, তিরমিযী হা/৩৭৩।
১০৩. দারেমী; মিশকাত হা/২২০৮; ছহীহাহ হা/৭৭১।
১০৪. ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৯, সনদ ছহীহ।

وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (এটি আমার ও আমার বান্দার মাঝে, আর আমার বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে)। যখন বলে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ (আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। এমন ব্যক্তিদের পথ, যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هذا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ (এটা আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে তাই পাবে)।[১০৫]

রাসূল (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي إِنَّمَا يَقُوْمُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيْهِ 'তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়ালে সে মূলতঃ তার প্রভুর সাথে কথোপকথন করে। তাই সে যেন দেখে, কিভাবে সে কথোপকথন করছে'।[১০৬]

উপরোক্ত হাদীছ দু'টি স্মরণে থাকলে ছালাতে একাগ্রতা বজায় রাখা সহজ হয়ে যায়।

(৮) সিজদার স্থানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা

ছালাতে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য মুছল্লীকে দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে এবং আশেপাশে দৃষ্টি দেওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) ছালাতের সময় মস্তক অবনত রাখতেন এবং দৃষ্টি রাখতেন মাটির দিকে।[১০৭]

আর যখন তাশাহহুদের জন্য বসবে, তখন শাহাদত আঙ্গুলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। রাসূল (ছাঃ) যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন, শাহাদত আঙ্গুলের মাধ্যমে কিবলার দিকে ইশারা করতেন এবং সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন।[১০৮]

(৯) ভিন্ন ভিন্ন সূরা ও দো'আ সমূহ পাঠ করা

ছালাতে সবসময় একই সূরা ও একই দো'আ না পড়ে, বিভিন্ন সূরা ও হাদীছে বর্ণিত বিভিন্ন দো'আ পাঠ করলে, এর দ্বারা নতুন নতুন প্রার্থনা ও ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। এজন্য মুছল্লীকে অধিক সংখ্যক দো'আ এবং কুরআনের আয়াত মুখস্থ করা যরূরী।

(১০) আয়াতে তেলাওয়াতের সিজদা থাকলে সিজদা করা

সিজদায়ে তেলাওয়াত ছালাতে একদিকে যেমন একাগ্রতা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, বনূ আদম যখন তেলাওয়াত শেষে সিজদা করে, শয়তান তখন কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায়। আর বলে, আফসোস! আদম সন্তান সিজদার নির্দেশ পেয়ে সিজদা করেছে– তার জন্য জান্নাত। আর আমি সিজদার নির্দেশ পেয়ে অমান্য করেছি– আমার জন্য জাহান্নাম'।[১০৯]

(১১) শয়তান হ'তে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাওয়া

শয়তান মানুষের চিরশত্রু। যার প্রধান কাজই হ'ল ইবাদতে বান্দার একাগ্রতা নষ্ট করা এবং এতে সন্দেহ সৃষ্টি করা।

একদিন ওছমান বিন আবুল 'আছ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِى وَبَيْنَ صَلاَتِىْ وَقِرَاءَتِىْ يَلْبِسُهَا عَلَىَّ 'শয়তান আমার এবং আমার ছালাত ও ক্বিরাআতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা এবং ছালাতে সন্দেহ সৃষ্টি করে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا– 'এ শয়তানটিকে 'খিনযাব' বলা হয়। যখন তুমি এর প্ররোচনা বুঝতে পারবে, আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইবে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। তিনি বলেন, আমি এমনটি করেছি, আল্লাহ তা'আলা আমার থেকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূর করে দিয়েছেন'।[১১০]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়ালে শয়তান ভুল-ভ্রান্তি ও সন্দেহ সৃষ্টির জন্য নিকটবর্তী হয়, ফলে এক পর্যায়ে সে রাক'আত সংখ্যা ভুলে যায়। কারো এমন হ'লে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে নিবে'।[১১১]

(১২) একাগ্রতার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে জানা

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ–

'যে ব্যক্তি ছালাতের সময় হ'লে সুন্দরভাবে ওযূ করে এবং একাগ্রতার সাথে সুন্দরভাবে রুকূ-সিজদা করে ছালাত আদায় করে, তার এ ছালাত পূর্বের সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। আর এ সুযোগ তার সারা জীবনের জন্য'।[১১২]

জানা আবশ্যক যে, একাগ্রতা ও খুশূর পরিমাণ অনুপাতে ছালাতে ছওয়াব অর্জিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুছল্লী

১০৫. মুসলিম হা/৩৯৫; মিশকাত হা/৮২৩।
১০৬. মুস্তাদরাক্ব হাকেম; ছহীহুল জামে' হা/১৫৩৮।
১০৭. বায়হাক্বী, হাকেম; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৬৯।
১০৮. ইবনে হিব্বান হা/১৯৪৭; ইবনে খুযায়মা হা/৭১৯, সনদ ছহীহ।
১০৯. মুসলিম হা/৮১; মিশকাত হা/৮৯৫।
১১০. মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭।
১১১. বুখারী হা/১২৩২।
১১২. মুসলিম হা/২২৮; মিশকাত হা/২৮৬।

ছালাত আদায় করে, কেউ পায় দশভাগ নেকী, কেউ নয়ভাগ, আটভাগ, সাতভাগ, ছয়ভাগ, পাঁচভাগ, চারভাগ, তিনভাগ আবার কেউ অর্ধেক নেকী অর্জন করে'।[১১৩]

(১৩) ছালাতের পরে বর্ণিত দো'আসমূহ ও নফল ছালাতগুলি আদায় করা

ছালাত পরবর্তী মাসনূন দো'আ সমূহ পাঠ এবং সুন্নাতে রাতেবা সমূহ আদায় করলে ছালাতের মধ্যে যে একাগ্রতা, বরকত ও খুশূ অর্জিত হয়, পরর্তীতে তা বিদ্যমান থাকে। সেকারণ সম্পাদিত ইবাদতের কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য পরবর্তী ইবাদতগুলি অতীব গুরুত্ববহ। তাই ছালাতের পরে মুছল্লী মাসনূন দো'আগুলি পাঠ করবে। অতঃপর সারাদিনে মোট ১২ অথবা ১০ রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহসহ বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করার চেষ্টা করবে। কারণ নফল ছালাত দ্বারা ফরযের ত্রুটি-বিচ্যুতি মোচন করা হয়।[১১৪]

(১৪) বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা

অধিক কুরআন তেলাওয়াত হৃদয় জগতে সদাসর্বদা দ্বীনি চেতনা জাগরূক রাখে। সাথে সাথে মনের গভীরে এক ধরনের এলাহী প্রশান্তির আবহ সৃষ্টি করে। যা ছালাতের একাগ্রতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাই মুছল্লীকে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হ'তে হবে।

উপরোক্ত আলোচনায় একাগ্রতা সৃষ্টির উপায় সমূহ স্পষ্ট করা হয়েছে। এক্ষণে আমরা একাগ্রতা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব।

(১) ছালাতের স্থান হ'তে একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহ দূর করা

আয়েশা (রাঃ) (قِرَامٌ) অর্থাৎ কারুকার্য খচিত কিংবা রঙ্গিন এক জাতীয় পর্দার কাপড় দ্বারা ঘরের পার্শ্ব ঢেকে রেখেছিলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এগুলো আমার নিকট থেকে সরাও। কারণ এর কারুকার্যগুলি আমার ছালাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে'।[১১৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদিন রাসূল (ছাঃ) কা'বা গৃহে ছালাত আদায়ের জন্য প্রবেশ করলেন। অতঃপর ছালাত শেষে ওছমান বিন ত্বালহা (রাঃ)-কে বললেন, إِنِّىْ كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَىِ الْكَبْشِ حِيْنَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَنَسِيْتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا فَخَمِّرْهُمَا فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يَكُوْنَ فِى الْبَيْتِ شَىْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّىَ 'আমি কা'বা গৃহে প্রবেশ করার সময় দুম্বার দু'টি শিং দেখেছিলাম। কিন্তু তোমাকে শিং দু'টি ঢেকে দেওয়ার নির্দেশ দিতে ভুলে গিয়ে ছিলাম। অতএব তা ঢেকে দাও। কা'বা গৃহে এমন বস্তু থাকা উচিত নয়, যা মুছল্লীর একাগ্রতা বিনষ্ট করে'।[১১৬]

তাই মুছল্লীর জন্য উচিত হবে, ছালাতের স্থান হ'তে একাগ্রতা বিনষ্টকারী সকল বস্তু সরিয়ে ফেলা এবং মানুষের চলাচলের রাস্তা, গান-বাজনার স্থান ইত্যাদি পরিহার করা। সাথে সাথে সম্ভবপর প্রচণ্ড গরম ও কনকনে শীতের স্থান এড়িয়ে ছালাত আদায় করা। কারণ গরম বা ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতা মুছল্লীর একাগ্রতাকে বিনষ্ট করতে পারে। প্রচণ্ড গরমের কারণে রাসূল (ছাঃ) যোহর ছালাত একটু দেরী করে ঠাণ্ডায় পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১৭]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রচণ্ড গরম মুছল্লীকে একাগ্রতা ও খুশূ থেকে দূরে রাখে। ফলে সে অপ্রসন্ন ও অনীহভাব নিয়ে ইবাদত করে। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) ছালাত দেরীতে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে গরম কমে যায় এবং মুছল্লী একাগ্রচিত্তে ছালাত আদায় করতে পারে। এতে মুছল্লীর জন্য ছালাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য তথা খুশূ ও আল্লাহ্র সান্নিধ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।[১১৮]

এছাড়া দৃষ্টি আকর্ষণকারী পোষাক পরিধান করা উচিত নয়, যা নিজের বা অন্য মুছল্লীদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।[১১৯]

সাথে সাথে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত মসজিদও একাগ্রতা বিনষ্ট করে। তাই রাসূল (ছাঃ) মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে সাবধান করেছেন।[১২০] ওমর (রাঃ) মসজিদে নববী নতুনভাবে নির্মাণ করার সময় তা সৌন্দর্যমণ্ডিত করা থেকে নিষেধ করে বলেন, إِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ 'তোমরা লাল-হলুদ রং করা থেকে বিরত থাক। কারণ এতে মুছল্লীগণকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেবে'। ইবনু আব্বাস বলেন, অচিরেই তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে এমনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে, যেমনভাবে ইহুদী-নাছারারা করে থাকে।[১২১]

(২) যাবতীয় ছগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা

ছালাতে একাগ্রতা আনার অন্যতম মাধ্যম ছগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা। পাপ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে। এরূপ হৃদয়ে একাগ্রতা সৃষ্টি অলীক কল্পনা মাত্র। তাই একাগ্রতা অর্জনের জন্য ছোট-বড় সকল পাপ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এভাবে ধীরে ধীরে একাগ্রতা অর্জন করতে সক্ষম হ'লে এক পর্যায়ে এই ছালাতই তাকে পাপ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করবে। সূরা আনকাবূতের ৪৫ নং

১১৩. আহমাদ হা/১৮৯১৪; ছহীহুল জামে' হা/১৬২৬।
১১৪. আবুদাঊদ হা/৮৬৪; তিরমিযী হা/৪১৩; মিশকাত হা/১৩৩০, সনদ ছহীহ।
১১৫. বুখারী হা/৫৯৫৯; মিশকাত হা/৭৫৮।
১১৬. আহমাদ হা/১৬৬৮৮; আবুদাঊদ হা/২০৩০; ছহীহুল জামে' হা/২৫০৪।
১১৭. বুখারী হা/৫৩৫; ইবনু মাজাহ হা/৬৮০।
১১৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবেলুছ ছাইয়েব, দারুল হাদীছ (কায়রো: ৩য় প্রকাশ ১৯৯৯), পৃঃ ১৩।
১১৯. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৭৫৭।
১২০. আবুদাঊদ হা/৪৪৮, ৪৪৯; মিশকাত হা/৭১৮
১২১. বুখারী, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬২ আলোচনা।

আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে'।

(৩) খাবারের চাহিদা নিয়ে ছালাত না পড়া

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'খাদ্যের উপস্থিতিতে কোন ছালাত নেই'।[১২২] সুতরাং যখন খাবার প্রস্তুত হয়ে যায় এবং সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন উচিত হবে আগে খাদ্য গ্রহণ করা। কারণ এমতাবস্থায় ছালাতে একাগ্রতা আসে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কারো সামনে রাতের খাবার উপস্থিত হয়। আর ছালাতেরও সময় হয়ে যায়, তখন আগে খাদ্য গ্রহণ কর। খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়া করো না'।[১২৩]

(৪) প্রাকৃতিক কর্মের বেগ চেপে রেখে ছালাত না পড়া

প্রাকৃতিক প্রয়োজন অর্থাৎ পেশাব-পায়খানার বেগ থাকলে ছালাতে কখনোই একাগ্রতা আসে না। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) এরূপ অবস্থায় ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[১২৪]

যদি ছালাতের কিছু অংশ ছুটেও যায়, তবুও প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নেওয়াই যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلاَءَ وَقَامَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ টয়লেটে যেতে চায়, অথচ তখন ছালাতের সময় হয়ে গেছে, সে যেন আগে টয়লেট সেরে নেয়'।[১২৫]

(৫) তন্দ্রাভাব নিয়ে ছালাত আদায় না করা

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ 'তোমাদের কারো ছালাতের মধ্যে তন্দ্রাভাব আসলে সে যেন ঘুমিয়ে নেয়। যাতে সে (ছালাতে) যা পাঠ করে তা বুঝতে পারে'।[১২৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতরত অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সে যেন ঘুমিয়ে নেয়। যতক্ষণ না তার ঘুম চলে যায়। কারণ ছালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় হয়তো সে নিজের অজান্তে ক্ষমা প্রার্থনার সময় নিজেকে অভিসম্পাত করে বসবে'।[১২৭]

এ অবস্থা সাধারণতঃ তাহাজ্জুদের ছালাতের ক্ষেত্রে হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ঘুমিয়ে নিতে হবে। তবে ফরয ছালাতের ক্ষেত্রে ওয়াক্ত যেন অতিক্রান্ত না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(৬) আলাপরত বা ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকটে ছালাত আদায় না করা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُصَلُّوْا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ 'তোমরা কেউ ঘুমন্ত ব্যক্তি কিংবা আলাপচারিতায় রত ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় করবে না'।[১২৮]

কারণ আলাপরত ব্যক্তির কথোপকথন মুছল্লীর ছালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। আর ঘুমন্ত ব্যক্তি হ'তে এমন কিছু প্রকাশ পেতে পারে, যার দ্বারা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হবে।

(৭) সিজদার জায়গা হ'তে ধূলা-বালি সরাতে ব্যস্ত না হওয়া

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّى فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى 'ছালাতরত অবস্থায় সিজদার জায়গা মুছবে না। যদি একান্তই করতে হয় তবে কংকর সরাতে একবারই করতে পার'।[১২৯]

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ছালাতের মধ্যে এমন একাগ্রতা বজায় রাখা, যাতে এর ভেতর অন্য কোন কাজ প্রাধান্য না পায়। তাই উচিত হবে ছালাতের পূর্বেই সিজদার স্থান পরিষ্কার করে নেওয়া।

(৮) উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করে অন্যের ছালাতে ব্যাঘাত ঘটানো থেকে বিরত থাকা

মুছল্লীর স্বীয় ছালাতের প্রতি যেমন যত্নবান থাকা যরূরী, তেমনি অন্যের ছালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হ'তে পারে এমন কাজ থেকে বিরত থাকাও যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الصَّلاَةِ 'স্মরণ রেখ! তোমরা সকলেই (ছালাতরত অবস্থায়) আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন কর। অতএব কেউ কাউকে কষ্ট দিবে না। কেউ অপরের চেয়ে উঁচু আওয়াজেও ছালাতে তেলাওয়াত করবে না।[১৩০] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'একে অপরের চেয়ে উঁচু কণ্ঠে তেলাওয়াত করবে না'।[১৩১]

(৯) ছালাতরত অবস্থায় আশেপাশে দৃষ্টিপাত না করা

আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ اللهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ 'বান্দা (ছালাতরত অবস্থায়) যতক্ষণ পর্যন্ত আশেপাশে দৃষ্টিপাত না করে, আল্লাহ তার প্রতি মনোনিবেশ করে থাকেন। যখন আশেপাশে তাকায় তখন আল্লাহ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন'।[১৩২]

১২২. মুসলিম হা/৫৬০; আবুদাউদ হা/৮৯।
১২৩. বুখারী হা/৬৭১; মুসলিম হা/৫৫৯।
১২৪. ইবনু মাজাহ হা/৬১৭, সনদ ছহীহ।
১২৫. আবুদাউদ হা/৮৮; মিশকাত হা/১০৬৯, সনদ ছহীহ।
১২৬. আহমাদ হা/১২৪৬৯; বুখারী হা/২১৩।
১২৭. বুখারী হা/২১২; মুসলিম হা/৭৮৬; মিশকাত হা/১২৪৫।
১২৮. আবুদাউদ হা/৬৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৪৯, সনদ হাসান।
১২৯. আবুদাউদ হা/৯৫৬, সনদ ছহীহ।
১৩০. আবুদাউদ হা/১৩৩২; আহমাদ হা/১১৯১৫, সনদ ছহীহ।
১৩১. আহমাদ; মিশকাত হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ।
১৩২. আহমাদ, হাকেম, আবুদাউদ; ছহীহ তারগীব হা/৫৫৪।

তিনি আরো বলেন, فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوْا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِيْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ 'ছালাত আদায়ের সময় তোমরা আশেপাশে দৃষ্টিপাত কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ছালাতের সময় বান্দার মুখের দিকে স্বীয় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ না সে আশেপাশে দৃষ্টিপাত করে'।[৫৮]

ছালাতরত অবস্থায় এদিক-ওদিকে তাকানো সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ 'এটা শয়তানের এমন এক লুটতরাজি, যার মাধ্যমে সে বান্দার ছালাতের নেকী লুট করে নেয়'।[৫৯]

৫৮. তিরমিযী হা/২৮৬৩, সনদ ছহীহ।
৫৯. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৯৮২।

পরিশেষে বলা যায়, ছালাত ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। 'খুশূ-খুযূ' ছালাতের প্রাণ। 'খুশূ-খুযূ' বিহীন ছালাত প্রাণহীন দেহের মত। আল্লাহ্র রহমতে আজকের সমাজে নিয়মিত ছালাত আদায়কারীর সংখ্যা খুব কম নয়, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, ছালাতের প্রকৃত হক আদায় করে ছালাত আদায়কারীর সংখ্যা অতি অল্পই। সে কারণে ছালাতের মৌলিক উদ্দেশ্য যেমন আদায় হচ্ছে না, তেমনি ছালাতের বাস্তব ফলাফল আমাদের জীবনে সেভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। সুতরাং ছালাতকে অর্থবহ ও মহান আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য করতে হ'লে এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ছালাতের বাস্তব প্রভাব লাভ করতে হ'লে 'খুশূ-খুযূ'সহ ছালাত আদায়ের বিকল্প নেই। আর এজন্য প্রয়োজন নিয়তের খুলূছিয়াত, আল্লাহভীতি, কঠোর অধ্যবসায়, সর্বোপরি আল্লাহ্র সাহায্য। আল্লাহ আমাদেরকে এসব বৈশিষ্ট্য অর্জনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স)

নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, থানা শাহমখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, ০১৭২৬-৩১৪৪৪১।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক সামগ্রিক ও সুসমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর যাত্রা শুরু হয়। দেশে প্রচলিত মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বি-মুখী ধারাকে সমন্বিত করে নতুন ধারার সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান করা এবং শিক্ষার মাধ্যমে একদল আদর্শ মানুষ তৈরী করাই আমাদের লক্ষ্য।

১ম শ্রেণী হ'তে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ২০ ডিসেম্বর ২০১২ হ'তে ২ জানুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ০৩ জানুয়ারী ২০১৩ সকাল ৯-টা।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- আবাসিক ছাত্রদেরকে শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানুবিয়া (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুবর্ণ সুযোগ।
- প্রতি বৎসর দাখিল এবং আলিম শ্রেণীতে জিপিএ-৫ সহ পাশের হার ১০০%।
- পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রাপ্তি।
- শিশু-কিশোরদের মেধা বিকাশের জন্য মেধাবী ছাত্রদের উদ্যোগে দেয়ালিকা প্রকাশ।
- রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
- আবাসিক ছাত্রদের উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।

মহিলা সালাফিয়াহ মাদরাসা

উত্তর নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, থানা : শাহমখদুম, রাজশাহী। মোবাইল- ০১৭২৬-৩১৪৪৪১, ০১৭২৬-৩১৫৯৭০।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী হ'তে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক/অনাবাসিক

ভর্তি ফরম বিতরণ : ২০ ডিসেম্বর ২০১২ হ'তে ২ জানুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ০৩ জানুয়ারী ২০১৩ সকাল ৯-টা।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
- মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও উন্নত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের ভিত্তিতে নিজস্ব সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকা মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- আবাসিক ছাত্রীদের ২৪ ঘন্টা মাতৃস্নেহে তত্ত্বাবধান।
- ছাত্রীদের কোন প্রকার প্রাইভেট টিউটরের প্রয়োজন হয় না।
- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী শিক্ষা দান।
- শহরের কোলাহলমুক্ত পাকা রাস্তা সংলগ্ন নিরিবিলি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

অর্থনীতির পাতা

ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রগতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা

মূল : শেখ ছালেহ কামেল

*অনুবাদ : আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

[শেখ ছালেহ কামেল ১৯৪১ সালে মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সঊদী আরবের বিখ্যাত আল-বারাকা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী। রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস অনুষদ থেকে গ্রাজুয়েট শেখ ছালেহ কামেল কর্মজীবনে দীর্ঘদিন যাবৎ সঊদী সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আল-বারাকা গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সঊদী আরবের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ২০০৮ সালে বিত্তশালী আরব ব্যবসায়ীদের তালিকায় তাঁর অবস্থান ছিল দ্বাদশতম। শুরু থেকেই প্রচলিত সূদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতিকে ইসলামীকরণের ব্যাপারে তাঁর ছিল ব্যাপক আগ্রহ। এজন্য ১৯৭৬ ও ১৯৭৯ সালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী বীমার উপর দু'টি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালে তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে গঠন করেন আল-বারাকা ব্যাংকিং গ্রুপ, যা ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে ছিল এক অনন্য মাইলফলক। এ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার কারণে শেখ ছালেহ কামেলকে 'সমসাময়িক ইসলামী অর্থনীতির জনক' আখ্যা দেয়া হয়। বিগত কয়েক দশকে তিনি 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস'সহ ইসলামী ব্যাংক বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসলামী ব্যাংকিং-এ অবদান রাখার জন্য ইতিমধ্যে তিনি লাভ করেছেন বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা পুরস্কার। অদ্যাবধি তিনি ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৭ সালে তাঁকে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)' পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি যে মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেছিলেন, তাতে ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। বক্তব্যটি ১৫ বছর পূর্বের হলেও প্রাসঙ্গিকতার বিচারে আজও তা যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে। নিম্নে তাঁর ভাষণটি[১৩৩] ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে উপস্থাপিত হ'ল]।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ!

গতকাল আমি 'আরব ব্যাংকার্স ফেডারেশন' প্রদত্ত 'আরব ব্যাংকার্স' পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমার সম্মানে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সত্যি বলতে কি এই পুরস্কারের ব্যাপ্তি আমি, আমার অবদান বা আমার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি মূলতঃ স্বনামধন্য একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে গত দু'দশক ধরে সম্প্রসারমাণ ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর সফল কার্যক্রমের জন্য প্রদত্ত অনন্য স্বীকৃতি। যার অবদান এবং অর্জনসমূহ আরব ও ইসলামী বিশ্ব জুড়ে পরিব্যাপ্ত এবং সর্বত্র মানব সেবায় নিয়োজিত।

আজকের এই স্বপ্নসৌধ যা ইসলামী প্রকল্পের প্রতি মুসলিম উম্মাহ্র গভীর আকর্ষণ ও তা বাস্তবায়নের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং একে সঠিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি আমাদের স্কলার ও বুদ্ধিজীবীদের ত্যাগ ও ব্যবসায়ী মহলের চেষ্টা-প্রচেষ্টার স্পৃহাকে প্রতিনিধিত্ব করছে, সেখানে আমাকে দেয়া এই সম্মাননাকে আমি তাদের জন্য এক বিশেষ স্বীকৃতি মনে করি, যারা তাদের চিন্তা-চেতনা দিয়ে, অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। সময়ের হিসেবে এর ব্যাপ্তি দুই দশক হলেও এর পিছনে রয়েছে বহু বছরের শ্রম ও অধ্যবসায়। আমি এই সম্মাননাকে হৃষ্টচিত্তে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশাবাদী এ পুরস্কার ইসলামী ব্যাংকিং-এর উন্নয়ন ও বিকাশে আমাদেরকে অধিকতর ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাবে।

তবে আমি আপনাদেরকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, এই সম্মান আমার জন্য আরো অধিক গর্ব ও সন্তুষ্টির কারণ হবে, যেদিন ইসলামী ব্যাংকসমূহের মৌলিক ধারণা ও বুনিয়াদী কর্তব্য তথা দেশের উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ, দরিদ্রদের সমৃদ্ধি আনায়নের মহান উদ্দেশ্যসমূহ, যা আমরা জনগণকে দিয়েছিলাম, তা পূরণে আমরা সক্ষম হব।

প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী!

সেদিন এখন আর নেই যেদিন মানুষ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনায় কোন উচ্চতর নৈতিক আদর্শের উপস্থিতি স্বীকার করত না। আজকের দিনে আমরা সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সেসব মূল্যবোধের সন্ধান পাই, যা আল্লাহ মানবজাতির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম অনাদিকাল থেকে যা প্রচার করে এসেছেন। হযরত শু'আয়েব (আঃ) স্বীয় কওমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা সঠিকভাবে পরিমাপ কর এবং যারা মাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর সঠিক ওযন কর। তোমরা লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিয়ো না এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না *(শো'আরা ১৮১-১৮৩)*। তখন তাঁর কওম তাকে ঠিক তাই-ই বলেছিল, যা আজকের লোকেরাও বলে থাকে। 'তারা বলল, হে শু'আয়েব, তোমার ছালাত কি তোমাকে এই নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ

---

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩৩. মূল নিবন্ধ : *Development of Islamic Banking Activity : Problems and prospects* 'IDB prize lecture series no.12' (Jeddah : Islamic Development Bank, 2000 : 2nd ed.).

যাদের উপাসনা করত, আমরা তাদের পরিত্যাগ করি? অথবা আমাদের সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা করি তা পরিত্যাগ করি? তুমি তো একজন সহনশীল সৎব্যক্তি! *(হূদ ৮৭)*।

হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পদের অভিভাবক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য নিজের যোগ্যতা নির্ধারণ করেছিলেন, (حفيظ عليم) 'বিশ্বস্ত রক্ষক ও (এ বিষয়ে) বিজ্ঞ' *(ইউসুফ ৫৫)* বলে। অর্থাৎ সততা ও দক্ষতাকে। এজন্য ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে সূদকে হারাম ঘোষণা করেছিল এবং হযরত ঈসা (আঃ)ও সূদকে নিন্দা করেছিলেন এই বলে যে, 'তোমরা যখন কাউকে ঋণ দাও তখন বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করো না' *(লুক ৬ ঃ ৩৫)*।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমাকে প্রায়শঃই একটি ভুল ধারণার মুখোমুখি হতে হয় যে, ইসলামী অর্থনীতি মানেই ইসলামী ব্যাংক। অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনটি কারণে ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহত্তম অর্জন। তা হ'ল–

১.ব্যাংকগুলো নিজেরাই বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের রক্তপ্রবাহের মত, যা অর্থনীতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে।

২.ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন নীতিমালার মধ্যে ইসলামী ব্যাংককেই বলা যায় একমাত্র বিষয়, যা বাস্তবতার মুখ দেখেছে এবং কিছুটা হলেও স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছে। যার ফলে ইসলামী ব্যাংকিং তার অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

৩. ইসলামী ব্যাংকগুলো আল্লাহ্র অনুগ্রহে স্থানীয় অর্থনীতির একটি কার্যকরী উদাহরণে পরিণত হয়েছে এবং গণচাহিদার ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে, যা পূর্ণভাবে অর্জিত হতে পারে, যদি ইসলামী অর্থনীতির অন্যান্য নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

আমাদের অর্জন কী–তার একটি যথার্থ ও সঠিক চিত্র তুলে ধরতে আমি আপনাদের ২৫ বছর আগে নিয়ে যেতে চাই, যখন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকভাবে সূদভিত্তিক ব্যবস্থাই সর্বত্র বিরাজমান ছিল এবং সূদবিহীন ব্যাংকিং সিস্টেম পরিচালনা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্ব, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং ঝুঁকিগ্রহণের মত বিষয়গুলো তখন সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যাপার ছিল। নিদেনপক্ষে অবাস্তব শ্লোগান মনে করা হ'ত। সেদিনকে পিছনে ফেলে আজকে আমরা সূদের অপরিহার্যতা থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সক্ষমতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং স্বীয় অস্তিত্ব ও গতিশীলতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে ভোক্তাদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা, লোকসানের ঝুঁকিগ্রহণ, মৌল উৎপাদনশীল প্রকল্পসমূহে অংশগ্রহণের ধারণার সাথে কার্যকরভাবে খাপ খাওয়ানো এবং সাথে সাথে ব্যাংকের অন্যান্য প্রয়োজনসমূহ মিটানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী অবস্থানে চলে এসেছে।

অধিকন্তু নতুন নতুন ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট উদ্ভাবন, সক্রিয় সেকেন্ডারী মার্কেট, যৌথ বিনিয়োগ ফাণ্ডের ভূমিকা শক্তিশালীকরণ প্রভৃতি কার্যক্রমকে ইসলামী ব্যাংকগুলি বর্তমানে দক্ষতার সাথে উন্নয়নের চেষ্টা করছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ!

১৯৯৭ সালের মে মাস পর্যন্ত এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার ২৭টিরও বেশী দেশে প্রায় ১৫০টি ইসলামী ব্যাংক এবং ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানসমূহ ৭৫৫ কোটি বা তদূর্ধ ডলার সমমূল্যের বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে।

আলহামদুলিল্লাহ বিগত বিশ বছর ধরে চলমান ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিসমূহ, যাকাতের কিছু প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত, আর্থিক বাজার ও ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর সম্প্রতি আইএমএফ-এর একটি সংবাদ প্রতিবেদন আমার নজরে এসেছে যেখানে বলা হয়েছে, 'ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত পাশ্চাত্য ধারার চেয়ে অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।' এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এমন এক প্রপঞ্চে পরিণত হয়েছে, যা বৈশ্বিক স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেতে শুরু করেছে। যদিও এটা একটা নতুন বিষয় এবং একে নানা বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও তা বিশ্ব ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিজের অবস্থান গেড়ে নিতে পেরেছে। মোকাবিলা করা বা প্রতিপক্ষীয় মনোভাব নিয়ে নয় বরং ইসলামী ব্যাংকিংকে বাস্তব রূপ দান করা এবং সে লক্ষ্যে ধারাবাহিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নীতিতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী!

আমি ইসলামী ব্যাংকের বহুবিধ সুবিধা আর অর্জন নিয়ে কোন আলোচনা করতে চাই না। কেননা এসব অর্জন আপনাদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনারাই ভালো জানেন। অধিকন্তু এটাও আমার অভিপ্রায় নয় যে, আপনাদেরকে হতাশ করব এবং এমন একটি গৌরবময় দিন ও আনন্দঘন অনুষ্ঠানকে সমালোচনা আর দোষারোপের মঞ্চে পরিণত করব। তবে ত্রুটিমুক্ত হওয়া ও আরো সাফল্য অর্জনের জন্যে সহজাত আগ্রহ থেকে কিছু কথা বলতেই হচ্ছে।

ইতিমধ্যে যা কিছু অর্জিত হয়েছে তা সত্যিই অনেক বৃহৎ ও বিস্ময়কর; কিন্তু তাই বলে এই অর্জনকে আরো বাড়িয়ে নেয়ার সুযোগ কি ছিল না? এই প্রশ্নে এসে আমি একটু থামতে চাই আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মসমালোচনার জন্য। এর উদ্দেশ্য হল সন্তুষ্টি ও আত্মপ্রসাদ লাভের পরিবর্তে আমাদের কার্যক্রমে এখনও যেসব ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে তা সংশোধনের প্রতিজ্ঞা করা এবং কার্যক্রমগুলিকে ঢেলে সাজানো। এর উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে দোষারোপ করা বা অবমূল্যায়ন করা নয়। পথিকৃৎ অন্যান্য সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতই এর বিকাশ ঘটা বাঞ্ছনীয়। স্থবির থাকা আদৌ

কাম্য নয়। আমাদের কর্তব্য হল, এর ভুল-ভ্রান্তিগুলো ধামাচাপা না দিয়ে কিংবা অস্বীকার না করে বরং সেগুলোর সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষণে আমি যদি কিছু স্পর্শকাতর বিষয় উত্থাপন করতে চাই, তা ইসলামী ব্যাংকিং অবকাঠামোর উপর পূর্ণ আস্থা রেখেই করতে চাই। কারণ অভ্রান্ত এলাহী বিধি-বিধান থেকেই এর মৌলিক নীতিমালা গৃহীত হয়েছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ!

যখন আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী মূলনীতিসমূহ প্রয়োগ করার আহ্বান জানাই, তখন আমাদের কাঁধেই প্রথমে এই নীতিমালাসমূহ অনুসরণের দায় এসে পড়ে। তাই আর্থিক লেনদেনের সত্যিকার ইসলামীকরণ করতে গিয়ে কোন সমস্যা ও বাধা পরিদৃষ্ট হলে আমাদের কোনরূপ দুর্বলতা দেখানো ঠিক হবে না।

আমাদের উচিৎ হবে না কোন জায়েয, অস্পষ্ট বা অনুমোদনযোগ্য ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া। বরং উচিৎ হবে, যতদূর সম্ভব শরী'আতের মূল নির্দেশনাগুলোকেই শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক ফলাফল ও প্রচলিত সূদভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের ফলাফলের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট করে দেখানো খুবই যরূরী।

আমাদের অর্থনৈতিক নীতি যে এলাহী উৎসের উপর প্রতিষ্ঠিত তার উপর পূর্ণ আস্থা রেখেই আমরা জনগণকে বলেছি, ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের ফলে মুসলিম উম্মাহ্র অর্থনৈতিক অগ্রগতি, ভ্যাট সৃষ্টি, রফতানী বৃদ্ধি, আমদানী হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অক্ষমদের পুনর্বাসন এবং সক্ষমদের প্রশিক্ষিত করণ ইত্যাদির দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্র অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন প্রতিফলিত হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যদি আমরা সনাতন ব্যাংকগুলোকে অতিমাত্রায় অনুসরণ করি এবং ঝুঁকি গ্রহণ থেকে দূরে সরে থাকি, আর ঝুঁকিমুক্ত নিরাপদ বিনিয়োগকেই প্রাধান্য দেই, তাহ'লে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তব যে সুফলগুলো আসার কথা ছিল, তা আসবে না। এতে ইসলামী ব্যাংকিং ও সনাতন ব্যাংকিং-এর মধ্যকার ফারাকটা আরো হ্রাস পাবে। এটা হবে আল্লাহ প্রদত্ত খেলাফতের দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই শামিল। যা বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ্র নৈতিক মূল্যবোধকেও সমুন্নত রাখার দাবী করে।

সুপ্রিয় অংশগ্রহণকারীগণ !

আমি আপনাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, আমাকে যদি সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি পুনরায় শুরু করতে হতো, তাহলে অর্থনীতি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা প্রয়োগের জন্য আমি ব্যাংক ব্যবস্থাকে কাঠামো হিসাবে বিবেচনা করতাম না। বরং ভিন্নতর এমন একটি কাঠামো খুঁজতাম, যেখানে বিনিয়োগ কার্যক্রমকে পুরোপুরি শরী'আতের মূলনীতির ভিত্তিতেই পরিচালনা করা হতো। এর কারণ হ'ল, বর্তমানে আমরা কেবল 'ব্যাংক' নাম গ্রহণেই সন্তুষ্ট হইনি, বরং সনাতন ব্যাংকিং-এর মূল ধারণা তথা 'আর্থিক মধ্যস্থতাকারী' হিসাবেও একে গ্রহণ করেছি। ফলে আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা এমন কোন ধারণা বা পদ্ধতি দেখতে পাই না যা প্রচলিত 'আর্থিক মধ্যস্থতাকারী'র ধ্যান-ধারণাকে অতিক্রম করেছে। ফলে বাস্তবতা এমন হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংগুলোর গৃহীত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ ঋণ ও বিনিয়োগের একটি মিশ্রণে পরিণত হয়েছে। এতে সূদভিত্তিক ঋণের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য এবং পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ বিদ্যমান। ফলে এটি ইসলামী বিনিয়োগের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে যা ঝুঁকির অংশীদারিত্ব এবং প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের উপর ভিত্তিশীল। ইসলামী পদ্ধতি পুঁজি ফেরৎ বা মুনাফা প্রদানের কোন গ্যারান্টি অনুমোদন করে না।

এই অবস্থার গভীরতা ও চলমান ধারা একটি বিষয় দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়, তা হ'ল আমাদের ব্যাংকের যে 'অর্গানাইজেশনাল চার্ট' রয়েছে, যা আমরা সনাতন ব্যাংকসমূহের অনুসরণে তৈরী করেছি, তা পরিমাপ ও বন্টনের ক্ষেত্রে 'পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট'-এর দিকে কোন নজর রাখে না। ফলে তা সকল প্রকার উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আত্মীভূত করতে পারে। এভাবে আমরা ক্ষুদ্র পরিসরে একটি কাঠামো তৈরী করে নিজেদেরকে তুষ্ট করেছি এবং আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসমূহ এমনভাবে তৈরী করেছি, যা সূদ-ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এর ফলাফল হিসাবে আমরা যা পেয়েছি তা হল, পাশ্চাত্য আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে যথেষ্ট প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও বাস্তবিকপক্ষে ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র ও মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমরা কোনরূপ সফলতা দেখাতে পারিনি। আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড থেকে বড়জোর সূদকে পরিহার করতে পেরে পরিতৃপ্ত বোধ করেছি। কিন্তু সূদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাস্তবতা ও প্রভাব থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি।

প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী!

এই ভুল প্রবণতার স্বাভাবিক ফলাফল হল, ফাইন্যান্স চলে যায় সচ্ছল ও ঋণ ফেরত দানে সক্ষম লোকদের নিকট, যারা সকল প্রকার নিশ্চয়তা দানের ক্ষমতা রাখেন। আর আমরা ব্যাংকের কোনরূপ অংশগ্রহণ না রেখে বিনিয়োগ ঝুঁকি এককভাবে চাপিয়ে দিচ্ছি বিনিয়োগকারীর উপর। কোন গ্রাহকের জন্য অর্থ মঞ্জুর করতে গিয়ে আমরা এটা বিবেচনায় নেই না যে, প্রকল্পটির অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা কতটুকু। আমরা কেবল গ্যারান্টি ক্ষমতার নিশ্চয়তা নেই। ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থ মুদ্রাস্ফীতির জটিলতা সৃষ্টি করছে কি-না কিংবা তা

অগ্রাধিকার ও চাহিদা নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে কি-না তার প্রতি নজর দেই না। এভাবে আমরা আমাদের অজান্তেই ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল ধারণা এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। যা সূদের প্রশ্ন ছাড়াই মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারত।

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী!

সূদের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পিছনে যুক্তি হ'ল, ইসলাম ঝুঁকিগ্রহণকে উৎসাহিত করে (কারণ ঝুঁকিগ্রহণ ও মুনাফা হাত ধরাধরি করেই চলে)।

সুনির্ধারিত গ্যারান্টিযুক্ত মুনাফার উপর নির্ভর করার জন্য ইসলাম নয়। বিষয়টি কোন মেয়াদের সাথেও সম্পর্কিত নয় যে কারবার সম্পন্ন হওয়ার আগে বা পরে সময় নির্দিষ্ট করে মুনাফা প্রদান করা হবে। কেননা ইসলামী ব্যাংকের দুটি বিশেষ নীতি রয়েছে– মুরাবাহা ও ইজারা। এই ঝুঁকি গ্রহণের পিছনে কী দূরদর্শিতা রয়েছে তা পরিষ্কার। কেননা দেশের উন্নতি যা কি না ইসলামে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য, তা অর্জিত হয় আবশ্যকীয় উৎপাদনশীল প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণ করার মাধ্যমে। এতে যেমন জনগণের কর্মসংস্থান হয়, তেমনি পণ্যের উৎপাদন ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।

বস্তুত: সূদকে পরিত্যাগ করাই সূদের বিরোধিতা করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারো অর্থ বা তহবিলকে সূদ থেকে পরিচ্ছন্ন করার অর্থ হ'ল, যে ত্রুটি ছিল তা থেকে উল্টা ফিরে আসা। যাইহোক সত্যের দাবী হল, ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষকেই সমানভাবে ঝুঁকি বহন করতে হবে এবং প্রাপ্তি ও ঝুঁকির ভিত্তিতে অর্জিত লাভ-লোকসান ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এটাই হ'ল 'ইক্যুইটি' বা সূদবিহীন স্টক শেয়ার, যা প্রচলিত সূদভিত্তিক ঋণ প্রদান পদ্ধতি থেকে মুশারাকাকে পৃথক করে দেয়। প্রচলিত সূদী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সর্বাবস্থায় তার প্রদত্ত অর্থ সূদসহ ফেরৎ পাবে। পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতা সকল দায়-দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করবে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রায় সমুদয় কার্যকলাপে ঝুঁকিমুক্ত থাকার প্রবণতা, সাথে সাথে গ্যারান্টিযুক্ত মূলধন বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সংশয় তৈরী হয়েছে। এই পথ খোলা রাখলে অচিরেই তা সংশয়বাদীদেরকে এই ব্যাংক সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও প্রতারণার বীজ বপনের সুযোগ করে দেবে। তারা সনাতন ব্যাংকের সূদকে হালাল প্রমাণ করার জন্য আপাতঃদৃষ্টিতে অনেক যৌক্তিক প্রশ্ন অবতারণা করার সুযোগ পাবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি বর্তমানের পথ ধরে চলা অব্যাহত রাখি, তাহলে ইসলামী ব্যাংকগুলি খুব শীঘ্র তাদের প্রতিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় ভিত্তিই হারিয়ে ফেলবে।

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী!

আর্থিক বাজারের একটা বড় অংশ দখলের প্রতিযোগিতাটি হবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। তাই সত্যিকার সাফল্য পেতে হলে যুগ যুগ ধরে যেসব রেডিমেড প্যাকেজ ও ফর্মূলার মধ্যে আমরা আটকা পড়ে আছি তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যারা সঞ্চয় করছে তাদেরকে যদি আমরা টার্গেট করতে চাই তাহলে ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদানের সাথে সাথে নতুন কৌশলের মাধ্যমে তাদেরকে আকৃষ্ট করতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ হাযার হাযার কোটি টাকা নিয়ে ব্যবসা করছে। এখানে শেয়ারহোল্ডারদের তহবিলের পরিমাণ খুবই সামান্য। অথচ তা সত্ত্বেও আমরা দেখি শেয়ারহোল্ডাররা ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে আমানতকারীদের চেয়ে অধিকতর মুনাফা উঠিয়ে নিচ্ছে। যিনি সঞ্চয়কারী অর্থাৎ এই পুঁজির মালিক, তার ক্ষমতা নেই যে তিনি 'মুযারিব'কে (এখানে ব্যাংকারকে) কাজে রাখবেন না বিদায় করে দেবেন। তার ক্ষমতা নেই যে তিনি মুযারিবকে এই বিষয়ে কিছু দিক-নির্দেশনা দিবেন, যদিও ইসলামী ফিক্বহ পুঁজির মালিককে সে অধিকার দান করেছে।

আমি মনে করি, এটা ঘটেছে 'মুযারিব' কে? তার সংজ্ঞা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণার কারণে। শেয়ারহোল্ডাররাই কি 'মুযারিব', যেখানে সব সময়েই ব্যক্তির পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে? না কি শেয়ারহোল্ডারদের নিয়োজিত পরিচালনা পরিষদ, যে বোর্ডেও নিয়মিত পরিবর্তন ও স্থলাভিষিক্তকরণ হয়ে থাকে? না কি নির্বাহী পরিষদই 'মুযারিব', যাদের কি না সিভিল আইনে কোন গ্যারান্টি প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই, এমনকি যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বা চুক্তি লংঘনের মত বিষয় থাকে তাহলেও? যা ইসলামী ফিক্বহে 'মুযারাবা'র ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার বিপরীত। অথবা নির্বাহী পরিষদ কি ব্যাংকের নৈতিক অস্তিত্বের প্রতীক? ফিক্বহ বিশেষজ্ঞদের মাঝে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তবে তাদের কোন সংজ্ঞাই বিনিয়োগ উদ্যোগে জড়িত পক্ষসমূহের পারস্পরিক অধিকার সংক্রান্ত বিতর্কের সমাধান দিতে পারেনি।

এ বিষয়টি আমাকে দু'টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দানে উদ্বুদ্ধ করছে। নিম্নে তা আমি বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াই উল্লেখ করছি।–

(১) আমানতকারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পর্যবেক্ষক ও দিকনির্দেশনা প্রদানকারী বোর্ড গঠন করা।

(২) ইসলামী ব্যাংকসমূহের আইনগত কাঠামোকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী থেকে পার্টনারশীপ কোম্পানীতে রূপান্তর করা।

স্বচ্ছতা ও সততার কথা বাদ দিলেও আমানতকারীদের স্বার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপণন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অঙ্গিকারাবদ্ধ আমানতকারীদের আকৃষ্ট করা নয়, যারা মুনাফার স্বল্প হারেই সন্তুষ্ট থাকেন। কেননা এটি এমন এক ত্যাগ, যাতে কিছুটা অস্বস্তি ও অনৈতিকতার ভাব

রয়েছে। বরং আমাদের টার্গেট হল সে সকল মানুষ যারা অর্থ সঞ্চয় করেন। তারা ছাড়াও বিশ্বের প্রত্যেক দেশের অমুসলিমদেরও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আকৃষ্ট করা। এ লক্ষ্যে এমন কিছু নতুন কাঠামো ও প্রক্রিয়াসমূহ উদ্ভাবন করা যরূরী, যা অন্যদের কাছে নেই। এর মাধ্যমে আমরা ভোক্তাদেরকে তাদের স্বার্থ পূরণে আশ্বস্ত করতে পারব এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় নিতে সক্ষম হব।

এই প্রেক্ষিতেই আমি ইতিপূর্বে ফাইন্যান্সিং ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি প্রকল্প তৈরী করেছিলাম যা সেসময় ইসলামী দেশগুলোর দায়িত্বশীলদের নিকটেও প্রেরণ করেছিলাম। যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী মুহাম্মাদ আবুল খায়েল। এর মধ্যে ছিল আমানতকারী এবং বিনিয়োগ হিসাবধারীদের একটি যৌথ বোর্ড গঠনের প্রস্তাব। যাতে করে তারা তাদের তহবিল এবং পারস্পারিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়িক তৎপরতার উপর যথাযথ নযরদারি করতে পারে। এতে একাধারে শেয়ারহোল্ডার ও বহিঃসম্পদের মালিক উভয়েরই উদ্দেশ্য হাছিলে সহায়ক হবে। এই বোর্ড গঠিত হবে এমন আমানতকারীদের নিয়ে যাদের সম্পদের পরিমাণ মোট বিনিয়োগ হিসাবের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের নীচে হবে না এবং তাদের আমানতের মেয়াদও এক বছরের নীচে হবে না। তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে যা তাদের হয়ে নিয়মিত নজরদারী ও তত্ত্বাবধানের কাজ করবে। এদের মধ্য থেকে কয়েকজন বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সে নির্বাচিত হবেন। এই প্রতিনিধি কমিটির পূর্ণ অধিকার থাকবে বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সের মিটিং-এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করার। তবে তাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। এই কমিটি আমানতকারী ও বিনিয়োগ হিসাবধারীদের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রদানের পাশাপাশি বাজেট, লাভ-লোকসান ইত্যাদি ব্যাপারেও আলোচনার সুযোগ পাবে। এই সকল কার্যক্রম অবশ্যই পরিচালিত হবে একটি সুশৃংখল পদ্ধতির মাধ্যমে যা কাজে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করেই ক্ষমতার বিন্যাস ও প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা!

ইসলামী ব্যাংকসমূহের আইনী কাঠামো সংশোধনের জন্য আমি যে প্রস্তাবটি দিয়েছিলাম, সেটির পিছনে এই অনুভূতিই কাজ করেছিল যে, ৩য় পক্ষের সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কোন আর্থিক কোম্পানীর উপর থাকা উচিৎ নয়। বরং তা থাকা উচিৎ কোন পার্টনারশীপ কোম্পানীর উপর। বিশেষতঃ যেহেতু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমানত রাখা ও পার্টনারশীপের বিষয়টি কিছুটা নির্ভর করে ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তিবর্গের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের উপর, তাই ডিপোজিটর ও শেয়ারহোল্ডারদের মতামত না নিয়েই যদি কোন নীতির পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধন করা হয়, তাতে সেই আস্থায় যে কোন সময় ফাটল ধরতে পারে।

আমি আরো বিশ্বাস করি যে, শেয়ারহোল্ডারদের পুঁজির উপর সীমিত দায়িত্ব নেয়া একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী সম্পদ সুরক্ষার জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে পুরোপুরি উপযোগী কাঠামো নয়। কেননা ইসলামী মূলনীতি অনুসারে সম্পদ লেনদেনের সময় জামানত গ্রহণ করা আবশ্যক। যা ব্যক্তিগত সম্পদে, এমনকি মুযারাবার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য। তাছাড়া দেউলিয়াত্ব, প্রাপ্য বুঝে না পাওয়া ইত্যাদি যেসব ঘটে প্রচলিত ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীগুলোতে, তাও এ ব্যাপারটি নিয়ে যরূরী ভিত্তিতে পর্যালোচনার দাবী রাখে। যাই হোক আমি আপনাদের সাথে জোরেশোরেই এ চিন্তা করছি যে, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর পরিবর্তে জনগণের সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য পার্টনারশীপ বা যৌথ বিনিয়োগ কোম্পানীর *(তাযামুন)* মডেলকে একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলাই হবে আমাদের অগ্রাধিকারমূলক কর্তব্য। *(চলবে)*

হাদীছের গল্প

আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনা

কপটতা মানব মনের এক দুষ্ট ক্ষত। এর ফলে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। কখনো এর ফলে নিরপরাধ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফিক্ব সরদার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনে সুলূলের মুনাফিক্বীর শিকার হয়েছিলেন নবীপত্নী নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী মা আয়েশা (রাঃ)। যে কারণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা অহি-র মাধ্যমে আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেন। আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি আরোপিত অপবাদ সম্পর্কেই আলোচ্য হাদীছ।-

উরওয়াহ ইবনু যুবায়ের, সা'ঈদ ইবনু মুসায়্যিব, আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস ও ওবায়দুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতবাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ... তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সফরে যেতে ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে (নির্বাচনের জন্য) লটারী করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে সফরে যেতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে লটারী করেন, এতে আমার নাম উঠে আসে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে সফরে গেলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিলের পর ঘটেছিল। তখন আমাকে হাওদাসহ সওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হ'ত। এমনিভাবে আমরা চলতে থাকলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন এ যুদ্ধ থেকে নিস্কৃতি লাভ করলেন, তখন তিনি (গৃহাভিমুখে) প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হ'লে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হ'লে আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী পেরিয়ে (সামনে) গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামনের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুঁতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গেছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খোঁজতে লাগলাম। হার খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে দেরী হয়ে যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদা উটের পিঠে উঠিয়ে দিলেন। তারা ভেবেছিলেন, আমি হাওদার মধ্যেই আছি। কারণ খাদ্যাভাবে মহিলারা তখন খুবই হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ মাংসল ছিল না। তারা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদা উঠিয়ে উপরে রাখেন, তখন তারা হালকা হাওদাটিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজ জায়গায় ফিরে এসে দেখি তাদের (সৈন্যদের) কোন আহ্বানকারী এবং কোন জওয়াব দাতা সেখানে নেই। তখন আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবলাম, তারা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে ধরলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বনু সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার ছাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল (রাঃ) *(যাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য পশ্চাতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন)* সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি সকালে আমার অবস্থানস্থলের কাছে এসে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়লে আমি তা শুনে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ... পাঠ ব্যতীত অন্য কোন কথাও শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। পরে তিনি আমাকে সহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চললেন। অতঃপর ঠিক দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হ'লাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল, তারা (আমার উপর অপবাদ দিয়ে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনে সুলূল।

উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার (আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনে সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হ'ত এবং আলোচনা করা হ'ত, আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত। সে খুব ভাল করে শুনত আর শোনা কথার ভিত্তিতেই ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। উরওয়াহ (রাঃ) আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাসসান বিন ছাবিত, মিসতাহ ইবনু উছাছা এবং হামনা বিনতু জাহশ (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা কয়েকজন লোকের একটি দল ছিল। এটুকু ব্যতীত তাদের ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমনটি (আল-কুরআনে) মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুলূল বলে ডাকা হয়ে থাকে। উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) এ ব্যাপারে হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)-কে গালমন্দ করাকে

পসন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ) তো সেই লোক, যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন,

فَإِنَّ أَبِيْ وَوَالِدَهُ وعِرْضِيْ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

আমার মান-সম্মান এবং আমার বাপ-দাদা
মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মান-সম্মান রক্ষায় নিবেদিত।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদীনায় এসে এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকেদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হ'তে থাকল। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি জানি না। তবে আমি সন্দেহ করছিলাম এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর আগে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে যে রকম স্নেহ-ভালবাসা পেতাম, আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল 'তুমি কেমন আছ' জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে ভীষণ সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। উম্মু মিসতাহ (রাঃ) (মিসতাহর মা) একদা আমার সঙ্গে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হ'লে আমরা আবার পরের রাতে বের হ'তাম। এটা ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার আগের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবের লোকদের মতো ছিল। তাদের মতো আমরাও প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য ঝোপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি এবং উম্মু মিসতাহ (যিনি ছিলেন আবু রূহম ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মুনাফের কন্যা, যার মা সাখার ইবনু আমির-এর কন্যা ও আবূবকর ছিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবনু উছাছা ইবনু আব্বাদ ইবনে মুত্তালিব যার পুত্র) একত্রে বের হ'লাম। আমরা আমাদের প্রয়োজন সেরে বাড়ি ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বললেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা! সে তোমার সম্বন্ধে কি কথা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি? আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিবেন? আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কি আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী এ ব্যাপারটিকে হালকা করে ফেল। আল্লাহ্র কসম! সতীন আছে এমন স্বামীর সোহাগ লাভে ধন্যা সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে? আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, সারারাত আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার চোখের পানিও বন্ধ হ'ল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় অহী নাযিল হ'তে দেরি হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে আলী ইবনু আবু ত্বালিব এবং উসামাহ ইবনু যায়েদ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন।

তিনি [আয়েশা (রাঃ)] বলেন, উসামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি (নবী করীম (ছাঃ)-এর) ভালবাসার কারণে বললেন, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাঁদের সম্পর্কে আমি ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আলী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ব্যতীত আরো বহু মহিলা আছে। অবশ্য আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরাহ (রাঃ)]-কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারীরাহ (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ! তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহপূর্ণ আচরণ দেখেছ কি? বারীরাহ (রাঃ) বললেন, ঐ আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি, যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা যায় যে, তিনি হ'লেন অল্প বয়স্কা কিশোরী। রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে।

তিনি [আয়েশা (রাঃ)] বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহ্র কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর তারা এক ব্যক্তির (ছাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল)

নাম উল্লেখ করছে, যার ব্যাপারেও আমি ভাল ব্যতীত কিছু জানি না। সে তো আমার সঙ্গেই আমার ঘরে যায়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, বানু আব্দুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইবনু মু'আয) (রাঃ) উঠে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয়, তাহ'লে তার শিরশ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয়, তাহ'লে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই করব। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সময় হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইবনু উবাদা (রাঃ) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও নেক্কার লোক ছিলেন। গোত্রীয় অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহ্র কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হ'লে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পসন্দ করতে না। তখন সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাঃ) সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হ'লে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলছ।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও হয়নি। তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি কান্না করছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমার একটুও ঘুম হয়নি। বরং অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার কারণে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আব্বা-আম্মা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একজন আনছারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা কান্না করছিলাম এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার পার্শ্বে এসে এভাবে তিনি আর বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একমাস অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর নিকট কোন অহী আসেনি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কালিমা শাহাদত পড়লেন। এরপর বললেন, আয়েশা! তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও, তাহ'লে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক, তাহ'লে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করেন।

তিনি [আয়েশা (রাঃ)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর বের করতে পারলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা বলছেন, আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কি জবাব দিব, তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কি উত্তর দিব, তা জানি না। সে সময় আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশী পড়তে পারতাম না। তথাপি এ অবস্থায় আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহ'লে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহ'লে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহ্র কসম! আমি ও আপনারা যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার কথা ব্যতীত আমি কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন, 'পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বলছ, এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল'। অতঃপর আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। তবে আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও ভাবিনি যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ অহী অবতীর্ণ করবেন, যা পাঠ করা হবে। আমার সম্পর্কে আল্লাহ কোন কথা বলবেন, আমি নিজেকে এতটা উত্তম মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক অধম ভাবতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হবে, যার ফলে আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছেড়ে যাননি এবং ঘরের লোকজনও কেউ ঘর হ'তে বেরিয়ে যায়নি। এমন সময় তাঁর উপর অহী অবতরণ শুরু হ'ল। অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ ধরনের কষ্ট হ'ত তখনও সে অবস্থা হ'ল।

এমনকি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর শরীর হ'তে মোতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ল ঐ বাণীর গুরুভারে, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি হাসিমুখে প্রথম যে কথা উচ্চারণ করলেন সেটা হ'ল, হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

তিনি [আয়েশা (রাঃ)] বলেন, এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি সম্মান কর। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ ব্যতীত কারো প্রশংসা করব না। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) যে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা হ'ল, 'যারা এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মুমিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহ্র বিধানে মিথ্যাচারী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপার বলে ভাবছিলে। অথচ আল্লাহ্র কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার। আর এ কথা শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের জন্য উচিত নয়? আল্লাহ পবিত্র মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তাহ'লে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না; আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু' *(নূর ২৪/১১-২০)*।

আমার পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন। আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) মিসতাহ ইবনু উছাছাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন, এ কারণে আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পসন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু' *(নূর ২৪/২২)*। আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আমি পসন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ (রাঃ)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন, তা পুনরায় দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁকে এ অর্থ দেয়া আর কখনো বন্ধ করব না।

আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়নাব বিনত জাহশ (রাঃ)-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যায়নাব (রাঃ)-কে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কি জান অথবা বলেছিলেন তুমি কি দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হিফাযত করেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর তাক্বওয়ার কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রাঃ) অপবাদ রটনাকারীদের মতো অপবাদ ছড়াচ্ছিল। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেলেন *(বুখারী হা/৪১৪১)*।

পরিশেষে বলব, যে কোন সংবাদ যাচাই-বাছাই করে বিশ্বাস করা আল্লাহর নির্দেশ *(হুজুরাত ৬)*। খবর পেয়ে তার সত্যতা যাচাই না করে তার উপর আমল করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এতে করে পরবর্তীতে লজ্জিত ও অপদস্ত হ'তে হয়। এজন্য এসব থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। আয়েশা (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। মুনাফিকদের অনুমান নির্ভর ঘটনায় রঙ মাখিয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। যার পরিণতিতে রাসূল (ছাঃ), তাঁর পত্নী আয়েশা (রাঃ) ও মুমিনগণ মাসাধিক কাল সীমাহীন কষ্ট ভোগ করেন। তাই ধারণা করে কোন কিছু বলা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে *(হুজুরাত ১২)*। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

** জাদীদা, গোবিন্দা, পাবনা।*

কবিতা

কাণ্ডারী ডাকে

আশরাফুল হক পলাশ
বাহইল, নারায়ণপুর, নওগাঁ।

আকাশে হঠাৎ মেঘ জমেছে বিজলী করছে খেলা
ঘন বর্ষা পথ কাদাময় গৃহে ফেরো এই বেলা।
আঁধারে ত্বরা ঘনাবে রাত্রি হে পথিক শোন কথা
কাণ্ডারী ডাকে খেয়া পারে কর না অবহেলা।
খেয়া পারাপার বন্ধ হবে দুর্যোগ তমাসায়
মরণ দশায় নিপতিত? তবে আয়রে চলে আয়!
কাণ্ডারী ডাকে সত্য খেয়ায় দাও পাড়ি দাও ভাই
কঠিন আরো পুলছিরাত পার হ'তে হবে তাই।
নিঃসীম আঁধার দিশাহীন নিচে তার হাবিয়া
মিথ্যা ছাড় সত্য আঁকড়ে ধর যুগপৎ ভাবিয়া।
পথভোলারা পথ খুঁজে ফেরে ছিরাতে মুস্তাকীম
তোমার জন্য মুক্ত রয়েছে ভাবো কেন মুসলিম?
কাণ্ডারী ডাকে এসো ভাই-বোন ইসলামী খেয়াযানে,
দাও সবে পাড়ি পৌঁছে যাবে ফেরদাউস মাকানে।

***

আমি অপরাধী

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
চতরা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

অপরাধী বলে হে আল্লাহ
ভুলে যেও না আমায়?
নিজের দোষে দোষী হয়ে
কাঁদি আমি নিরালায়।
পরীক্ষারই জন্য আল্লাহ
পাঠালেন এই দুনিয়ায়
দুনিয়ার মোহে পড়ে
আমি ভুলে গেছি তোমায়।
অন্ধকার কবরে যেদিন
থাকবে না কোন বাতি
মুমিন হ'লে পাব সে দিন
তোমার নূরের জ্যোতি।
জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দিও
করিও আমায় জান্নাতী
এই প্রার্থনা তোমার তরে
হে প্রভু আমি যে অপরাধী!

বিশ্বটাকে সাজাই

ইয়াসীন
গোভীপুর, মেহেরপুর।

নবীন প্রাণের নবীন ছোঁয়ায়
দূর কর সব অন্ধকার,
ভুলিয়ে দাও মিলিয়ে দাও
আর্ত-দুঃখীর হাহাকার।
শক্ত হাতে বজ্র মাথে
এগিয়ে যাও সতেজ করে ঈমান,
আমরা স্বাধীন আমরা মুমিন
আমরা হ'লাম নবীন প্রাণ।
কেমন করে বদ লোকেরা
ভুলাবে মোদের অনিষ্টতে?
আমরা যদি সুদৃঢ় হই
ভাল কাজে ঐক্যমতে।
এসো ভাই সবাই মিলে
ঐক্য গড়ি আগে,
নতুন করে ঢেলে সাজাই
মোদের এই বিশ্বটাকে।
যাবি যদি দেরী কেন
এখনি চল মিলাই হাত,
অনিয়ম সব বদলে ফেলি
দেখাই মোদের তিলেসমাত।
সাহস নিয়ে বুদ্ধি দিয়ে
যেভাবেই হোক যুদ্ধে নামি,
মনে রাখিস ফরয এ কাজ
দামি এযে সবচেয়ে দামি।

***

আহ্বান

মুহাম্মাদ আরমান বিন মকবুল
পঞ্চসার, মুক্তারপুর, মুন্সিগঞ্জ।

আমি নই শী'আ-কাদিয়ানী নই মাযহাবী
যা আছে কুরআন-হাদীছে মানি আমি সবি।
কাদরিয়া-চিশতিয়া আমার পরিচয় নয়, নয় তাবলীগী
শিরক মুক্তভাবে আমি করি কেবল আল্লাহ্‌র বন্দেগী।
আমার পরিচয় শুধু মুসলিম সমুন্নত রেখে চলি ঈমান
চলি সে পথে যা দেখিয়েছেন রাসূল, এনেছে কুরআন।
চিনি না খানকা-মাযার যাই না কভু পীরের দরবার
শুনি শুধু রাসূলের বাণী বলি শুধু আল্লাহু আকবার।
হাযার গোটার তাসবীহ হাতে সিজদার দাগ কপালে
সুন্নাত মত না হ'লে লাভ হবে না কোন আমলে।
স্বাস্থ্য-চেহারা, অর্থ-সম্পদ বিনাশ হোক সর্বস্ব
সব গিয়েও নিরাপদ থাক ঈমান ও আদর্শ।
বাঁচার জন্য খাওয়া, খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়
দুনিয়ার মোহে পড়ে আখিরাতে যেন না হারায়।
শিরকের কালিমা যেন না লাগে মোদের চেতনায়
সুরক্ষিত থাকে যেন তা এ জীবনে সর্বদাই।
ব্যক্তিপূজা দলাদলী ফের্কাবন্দী সবই বাদ
ভিন্নমত ছেড়ে এক হয়ে বিশ্বটাকে করি আবাদ।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. মক্কার হেরা গুহায়।
২. অহী
৩. জিব্রীল (আঃ)।
৪. দু'প্রকার। (ক) অহীয়ে মাতলূ (খ) অহীয়ে গায়র মাতলূ।
৫. দু'টি। যথা (ক) মাধ্যম বিহিন (খ) ফেরেশতাদের মাধ্যমে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)-এর সঠিক উত্তর

১. ১৩,৯৪,০০০ কিলোমিটার।
২. হাইড্রোজেন (৫৫%), হিলিয়াম (৪৫%) ও অন্যান্য (১%)।
৩. ১৩ লক্ষ গুণ।
৪. ২০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ।
৫. মিল্কিওয়েতে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. অহীয়ে মাতলূ কাকে বলে এবং এর বৈশিষ্ট্য কি?
২. অহীয়ে গায়রে মাতলূ কাকে বলে এবং এর বৈশিষ্ট্য কি?
৩. মাধ্যম ছাড় অহী অবতরণের পদ্ধতি কয়টি ও কি কি?
৪. মহানবী (ছাঃ)-এর নিকটে কয়টি পদ্ধতিতে অহী নাযিল হ'ত?
৫. মহানবী (ছাঃ)-এর নিকটে অহী নাযিলের পদ্ধতি সমূহ কি কি?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)

১. আকাশে রংধনু সৃষ্টির কারণ কি?
২. রংধনুতে কয়টি রং থাকে?
৩. রংধনুর সাতটি রংয়ের মধ্যে মধ্যম রং কোনটি?
৪. রংধনুতে হলুদ রংয়ের পাশের দু'টি রং কি কি?
৫. পশ্চিমাকাশে রংধনু দেখা যায় কোন সময়?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

দেবনগর, সাতক্ষীরা ২৬ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর দেবনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আখড়াখোলা এলাকার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্মাদক মুহাম্মাদ মুযাফফর রহমান। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, আযান ও ইসলামী জাগরণী বিষয়ে সোনামণি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২১০২

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'সোনামণি' কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে **'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১২'** অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর এবং 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর মাননীয় **শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্জ ওমর ফারূক চৌধুরী (এম.পি)**।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন, এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে ধারণা আমার ছিল, সেটি এখানে এসে আমার ভেঙ্গে গেল। সত্যি! এখান থেকে বাংলাদেশের জন্য ভবিষতে আলোকিত মানুষ সৃষ্টি করার একটি সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি ধন্যবাদ জানাই সে মহাপ্রাণদেরকে, যারা নিজেদেরকে এই সোনামণি সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করেছেন। আমি স্যালুট জানাই তাদেরকে, যারা সোনামণি তৈরী করে এদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে পারবেন। আর তারা এটা পারবেন, এই বিশ্বাস আমি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর চাইতে মেধাসম্পন্ন, মহান আদর্শ, উন্নত চিন্তা-ভাবনার এই জাতীয় মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি আর ভবিষ্যতেও হবে না। তাঁর আদর্শের চেয়ে ভাল কোন আদর্শ আজ পর্যন্ত বিশ্বের সামনে নেই। সুতরাং সেই আদর্শে আলোকিত মানুষ সৃষ্টি এখান থেকে হচ্ছে। এই ধারণা আমার কখনই ছিল না। আসলে আজকে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমার নিজের জীবনকে ধন্য মনে হচ্ছে। আজকে যদি না আসতাম তাহ'লে হয়তোবা আমার জীবনটা অপূর্ণ থেকে যেতো। তিনি আরো বলেন, আমি এই ছোট্ট সোনামণি এবং তাদের যারা পরিচালনা করছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং এই সোনামণিদের কাছে আমি বিনীত অনুরোধ করছি, যারা ইসলামকে নিয়ে খেলা করছে তাদেরকে তোমাদের রুখতে হবে। কারণ তারা ইসলামের শত্রু। আমি যখন টিভিতে দেখি, ইসলামকে ও একজন মুসলমানকে জঙ্গির সাথে তুলনা করা হয়, তখন একজন মুসলমান হিসাবে আমার খুব কষ্ট হয়। কারণ ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না। ইসলামকে আন্তর্জাতিকভাবে যারা জঙ্গিবাদে রূপান্তরিত করেছে তাদেরকে আমাদের সম্মিলিতভাবে রুখতে হবে। পরিশেষে তিনি বলেন, এই ছোট্ট সোনামণিদের দিকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে। এই সোনামণিরা কবে সোনার মানুষে পরিণত হবে এবং এই বাংলাদেশ ফুলে-ফলে, সুখে-শান্তিতে ভরে দেবে? তাই তোমদেরকে সত্যিকার সোনার মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে। তিনি সোনামণি সংগঠনের উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বিস্ময়ের সুরে বলেন, মন্ত্রীরা কোথাও গেলে জনগণ অনেক কিছু দাবী করে। কিন্তু এখানে কোন দাবীনামা পেলাম না। তবে আমার কাছে পরে কোন দাবী আসলে আমি তা অবশ্যই পূরণ করার চেষ্টা করব।

প্রধান অতিথির ভাষণের পর মাননীয় সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে বলেন, দেশের একটি বড় সিটি করপোরেশনের বুকে বালক ও বালিকা পৃথক দু'টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় বিশ বিঘা জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত এই বিশাল ইসলামিক কমপ্লেক্সের পিছনে এযাবত সরকারের দশটি পয়সাও নেই। মাদরাসা নিবন্ধিত। কিন্তু এমপিওভুক্ত নয়। এখানে যা কিছু দেখছেন সবকিছু দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এখান থেকে দেশের বিভিন্ন মারকাযে আমাদের বর্তমানে প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে প্রতিপালিত হচ্ছে। অতএব সরকার স্বেচ্ছায় কিছু দিলে আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কিন্তু চাওয়া-পাওয়ার বিড়ম্বনায় আমরা পড়তে চাই না। কারণ আমরা যেমন কোন ইসলামী দলের লেজুড় নই; তেমনি কোন সেক্যুলার দলেরও লেজুড় নই। আমরা স্রেফ এবং স্রেফ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করি। আর এটাই হচ্ছে আমাদের বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে

জীবন গড়ার আন্দোলনে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, আমরা 'আলোকিত মানুষ' বলতে বুঝি কুরআন ও হাদীছের আলোয় যারা আলোকিত। অন্য কোন মতাদর্শের আলোয় আলোকিত মানুষ প্রকৃত অর্থে আলোকিত নয়। তিনি আরো বলেন, মানুষের শক্তির চেয়ে বড় শক্তিধর হচ্ছেন মহান আল্লাহ এবং তাঁর বাণী চিরন্তন সত্য। যতবড় জ্ঞানী আমরা হই না কেন আমাদের জ্ঞান কস্মিনকালেও পূর্ণতা পাবে না, যতক্ষণ না তা অহী-র জ্ঞানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। তিনি বলেন, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে সংবাদ পৌঁছাতে চাই, দয়া করে আপনি জনগণের অন্তরে প্রবেশ করুন। আল্লাহ্র আইনকে নিজেদের গড়া আইনের উপরে স্থান দিন। তিনি বলেন, কুরআন ও হাদীছকে এড়িয়ে গিয়ে যতই শান্তির বুলি আওড়ান না কেন, কোন সরকারই মুসলমানদের কাছে শ্রদ্ধার আসন পাবে না। তিনি বলেন, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, রাজনীতি ও অর্থনীতি সহ মানুষের সার্বিক জীবন হবে পবিত্র কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী। তবেই তো আমার এই দেহটা জান্নাতে যাবে। তিনি বলেন, নবীগণ সবাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কখনও খানকার পীর ছাহেব ছিলেন না। বর্তমান পীরদের সাথে নবীগণের তুলনা করা ঠিক নয়। এরা ওরস করে আর তাবীয বিক্রি করে মানুষের ঈমান চুরি করছে। এরা কস্মিনকালেও ইসলামের আদর্শ নয়। তিনি বলেন, যারা এদেশে ইসলামের নামে রাজনীতি করছেন তাদের দ্বারাই আমাদের এবং ইসলামের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে। কারণ তারা যে ইসলাম মেনে চলেন That is popular Islam and our Islam is pure Islam. পিওর এবং পপুলার কখনো এক হ'তে পারে না। তিনি বলেন, এদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা হ'ল ইসলাম। তাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা যেন করা না হয়। তিনি বলেন, যতদিন ইবরাহীমের মত পিতা তৈরী না হবে, হাজেরার মত মা তৈরী না হবে, আর ইসমাঈলের মত সোনামণি তৈরী না হবে, ততদিন পর্যন্ত আদর্শ সমাজ গঠিত হবে না।

পরিশেষে তিনি মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে মারকাযে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং প্রাণপ্রিয় সোনামণিদেরকে ভবিষ্যতে উত্তম আদর্শ হিসাবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান ও আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের উপ-প্রধান চিকিৎসক জনাব ডাঃ হেলালুদ্দীন এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ও মারকাযের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল লতীফ।

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, স্বাগত ভাষণ দেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় ১ম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (খুলনা), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক মুযাফফর বিন মুহসিন, সোনামণি সাতক্ষীরা যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ অলীউর রহমান, বংপুর যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ আলমগীর, জয়পুরহাট যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ মুন'এম হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া। সম্মেলনে **'নৈতিক অবক্ষয়ের পথে শিশুশিক্ষা'** বিষয়ের উপর একটি রম্য সংলাপ পরিবেশিত হয়।

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সোনামণিদের মাঝে মাননীয় প্রধান অতিথি পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য, পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৮ যেলা থেকে বিজয়ী সোনামণিরা উক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীরা হ'ল :

১. অর্থসহ বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও হাদীছ মুখস্থকরণ। বালক গ্রুপ : ১ম- ইউনুস (কুমিল্লা), ২য়- আব্দুশ শাফী (বগুড়া), ৩য়- শরীফুল ইসলাম (দিনাজপুর)। বালিকা গ্রুপ : ১ম- হাবীবা বিনতে আতীক (কুমিল্লা), ২য়- মুসাম্মাৎ জান্নাতী (বগুড়া), ৩য়- ফারযানা (বাগেরহাট)।

২. আক্বীদা বিষয়ক ২৭ টি প্রশ্নোত্তর। বালক গ্রুপ : ১ম- মিনহাজ (দিনাজপুর), ২য়- সিরাজুল ইসলাম (ঝিনাইদহ), ৩য়- জামীলুর রহমান (বগুড়া)। বালিকা গ্রুপ : ১ম- ফারযানা (বাগেরহাট), ২য়- সুমাইয়া খাতুন (সিরাজগঞ্জ), ৩য়- যুলেখা (সাতক্ষীরা)।

৩. সাধারণ জ্ঞান। বালক গ্রুপ : ১ম- সিরাজুল ইসলাম (ঝিনাইদহ), ২য়- রিয়াযুল ইসলাম (নওগাঁ), ৩য়- মাযহারুল ইসলাম (দিনাজপুর)। বালিকা গ্রুপ : ১ম- মারযিয়া খাতুন (সিরাজগঞ্জ), ২য়- সুমাইয়া খাতুন (ঐ), ৩য়- নিশাত আখতার (রাজশাহী)।

৪. সোনামণি জাগরণী। বালক গ্রুপ : ১ম- আশফাক (সুনামগঞ্জ), ২য়- আব্দুল হাসীব (গাইবান্ধা), ৩য়- ইলিয়াস (বগুড়া)। বালিকা গ্রুপ : ১ম- লিজা খাতুন (সিরাজগঞ্জ), ২য়- সাবরিনা খাতুন তাসমিয়া (রাজশাহী), ৩য়- সুমাইয়া শিমু (দিনাজপুর)।

৫. প্রাকৃতিক ছবি অংকন। বালক গ্রুপ : ১ম- কামরুল হাসান (বগুড়া), ২য়- অলীউর রহমান (গাইবান্ধা), ৩য়- আসাদুল্লাহ আল-গালিব (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)। বালিকা গ্রুপ : প্রথম- নিশাত আখতার (রাজশাহী), ২য়- তাহমীদা খাতুন (ঐ), ৩য়- রেযওয়ানা (ঐ)।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

নিরাপত্তা রক্ষায় নিজস্ব সক্ষমতা অর্জনে এক ধাপ অগ্রগতি
বাংলাদেশে নির্মিত হ'ল প্রথম যুদ্ধজাহায

শত্রুবিমান ও জাহায বিধ্বংসী কামানযুক্ত যুদ্ধজাহায প্রথমবারের মত নির্মিত হ'ল দেশের নৌবাহিনী নিয়ন্ত্রিত খুলনা শিপইয়ার্ডে। এর মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় নিজস্ব সক্ষমতা অর্জনে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে গেল। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য এই জাহায নির্মাণ করা হয়েছে। নৌবাহিনী এত দিন প্রায় শতভাগ বিদেশী যুদ্ধসরঞ্জাম ব্যবহার করত। এখন থেকে দেশে নির্মিত জাহাযেই তারা সমুদ্রের সম্পদ পাহারা দিতে পারবে। মোট ৫টি জাহাযের প্রতিটির নির্মাণ ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৫৮ কোটি টাকা। চীন ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় এই জাহায নির্মিত হচ্ছে। এই মানের জাহায আমদানী করতে গেলে প্রতিটির জন্য ১০০ কোটি টাকার মতো ব্যয় হ'ত। উল্লেখ্য যে, ৫৫ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঋণভারে জর্জরিত হওয়ার পর গত ১৩ বছর ধরে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে সুনাম অর্জন করেছে। এমনকি এ বছর খুলনা যেলায় সর্বোচ্চ করদাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সম্পত্তির লোভে পিতার হাতে পুত্র খুন

১০ কাঠা জমির জন্য ঠাকুরগাঁওয়ে জন্মদাতা পিতার হাতে খুন হয়েছে পুত্র মনছূর আলী (৮)। নাবালক পুত্রের কাছ থেকে জমি লিখে নিতে না পেরে মূসা আলী নামে এক পাষণ্ড পিতা সৎ মায়ের সংসারে বেড়ে ওঠা স্বীয় পুত্রকে কুপিয়ে অতঃপর পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেছে। পুলিশের কাছে দেওয়া এক যবানবন্দীতে মূসা জানায়, দাদা কর্তৃক প্রাপ্ত ১০ কাঠা জমির জন্য রাতে ছেলেকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জমি বিক্রির কাগজে সই করতে বলি। এতে সে রাজি না হওয়ায় তাকে গলাটিপে হত্যা করে পুকুরে ফেলে দেই। গ্রামবাসী জানায়, জুয়ার অর্থ জোগাড় করতে সে এই নির্মম ঘটনা ঘটিয়েছে।

৩১ কোম্পানির ৪৩ খাদ্যপণ্যের অনুমোদন বাতিল

নামে ফ্রুট ড্রিংকস, কিন্তু তাতে ফলের লেশমাত্র নেই। সেমাই, চাটনি, বিস্কুট তৈরি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। তা-ই খাচ্ছে মানুষ দিনের পর দিন। ভেজিটেবল ঘিয়ের নামে যা বিক্রি হচ্ছে, তাতে রক্ষিত হয়নি কোন মান। খাদ্যমান রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় মোট ৩১টি কোম্পানির এ রকম ৪৩টি খাদ্যপণ্যের লাইসেন্স বাতিল করেছে বাংলাদেশের পণ্য মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই। বাতিল হওয়া পণ্যের তালিকায় রয়েছে প্রাণের ফ্রুট ড্রিংকস। মডার্ন ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেডের ফ্রুট ড্রিংকস, রংধনু ফুডসের ধনিয়া গুঁড়া, ঢাকা ফুড ইন্ডাস্ট্রির সেমাই ডায়মন্ড, আলাউদ্দিন সেমাই ফ্যাক্টরির সেমাই ইত্যাদি।

দেশে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ

বাংলাদেশে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। এছাড়া প্রতিবছর প্রায় ২ লক্ষাধিক মানুষ নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। বছরে মারা যাচ্ছে প্রায় দেড় লাখ। দেশে এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে ক্যান্সারাক্রান্ত রোগী নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার নিম্ন আয়ের ১৬টি দেশে বিশ্বের ৬০% ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর বাস। ধারণা করা হচ্ছে আগামী ৪ বছরে এ রোগীর সংখ্যা ৫০% বৃদ্ধি পাবে। বিশেষতঃ ভেজালযুক্ত খাদ্যের ব্যাপকতাই দেশকে এই ভয়াবহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। এছাড়া ৯০% ফুসফুসের ক্যান্সার ধূমপানের কারণে হয়ে থাকে।

ক্লিক টু আর্ন প্রতারণা

সম্প্রতি দিনাজপুরে ঘরে বসে ওয়েবসাইট ভিজিট করে মাসে ৪০ থেকে ৩০০ ডলার পর্যন্ত আয়ের লোভ দেখিয়ে সাড়ে সাতশ' গ্রাহকের নিকট থেকে ৮৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছে 'গেট রেমিটেন্স আউটসোর্সিং' নামে একটি কোম্পানী। প্রতি গ্রাহকের নিকট থেকে ১১ হাযার ২শ' টাকা করে নিয়ে প্রতি দিন মাত্র ১০টি বিজ্ঞাপন ১০ সেকেণ্ড করে ভিউ করে উপরোক্ত আয়ের লোভ দেখায় কোম্পানীটি। কিন্তু ৩ মাসেও গ্রাহকরা কোন অর্থ হাতে না পাওয়ায় তারা কোম্পানী সিইওকে চাপ দিতে থাকে। অতঃপর সে তার সদস্যদেরসহ গা ঢাকা দেয়। প্রতারিত স্কুলশিক্ষক রকিবুল ইসলাম জানান, তিনি ৬৭ হাযার টাকা দিয়ে একসাথে ৬টি একাউন্ট ক্রয় করেন। এপর্যন্ত তার একাউন্টে প্রায় সাড়ে পাঁচশ' ডলার জমা হ'লেও তা হাতে পাননি। উল্লেখ্য যে, গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাযারো মানুষ এ প্রতারণার শিকার হয়ে পথে বসেছে। ইতিমধ্যে ডোলেন্সার, স্কাইল্যান্সার ও বিডিএস ক্লিক ৯০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

সুন্দরবনে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা
মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা

সুন্দরবনের মাত্র ৯.৩০ কি.মি. দূরে বাগেরহাটের রামপালে সাপমারী-কাটাখালী এলাকার সম্পূর্ণ কৃষি জমিতে ভারতীয় আর্থিক সহযোগিতায় ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের সর্ববৃহৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মিত হ'তে যাচ্ছে। কিন্তু পরিবেশবিদগণের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হ'লে সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন লোকালয়ের ওপর পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এতে এলাকার পানি শতভাগ, বাতাস শতকরা নববই ভাগ এবং মাটি শতকরা পয়ষট্টি ভাগ দূষিত হয়ে পড়বে। মাটির লবণাক্ততা এবং বাতাসে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে অর্ধেক বন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ৩টি রিট পিটিশন করা হ'লেও সরকার তার জবাব না দিয়ে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

[ভারতের স্বার্থে সরকার এভাবে দেশের স্বার্থ একের পর এক জলাঞ্জলি দিয়েও নিজেকে দেশের স্বাধীনতার পক্ষের সরকার বলে দাবী করে থাকে। অনতিবিলম্বে এই প্রকল্প বাতিল করুন (স.স.)]

দেশে ৯০ লাখ টন বাড়তি ধান উৎপাদন সম্ভব

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) পরামর্শ অনুসরণ করে চাষ করা সম্ভব হ'লে দেশে প্রতিবছর বাড়তি ৯০ লাখ টন ধান উৎপাদন সম্ভব। দেশের ২৫ যেলার ৭৫টি উপযেলায় ধান উৎপাদনের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সম্প্রতি ব্রি'র বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনার সমাপনী দিনে এ তথ্য উত্থাপন করা হয়েছে। ব্রি'র মহাপরিচালক সাঈদুল ইসলাম বলেন, গত চার দশকে দেশে জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হ'লেও মূলত ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতসহ উন্নত চাষাবাদ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশে ধান উৎপাদন সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে। এছাড়া ব্রি উদ্ভাবিত সরু ও সুগন্ধিযুক্ত বোরো মওসুমের জাত 'বাংলামতি' রফতানি সম্ভাবনাময়। বর্তমানে দেশের ৮০% জমিতে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতের চাষাবাদ হয় এবং মোট উৎপাদিত ধানের ৯০% এর থেকে আসে।

[আল্লাহ রূযীর মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে এভাবে উদ্ভাবন ঘটিয়ে রূযীর ব্যবস্থা করে থাকেন। আমাদের উচিত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া (স.স.)]

বিদেশ

২০১২ সালে নোবেল বিজয়ী যারা

২০১২ সালে ৬টি বিষয়ে মোট ১০ জন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কোয়ান্টাম অপটিকস নিয়ে গবেষণার জন্য **পদার্থবিজ্ঞানে** যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ফ্রান্সের সার্জ হ্যারোশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড। মানবদেহে এক কোষ থেকে আরেক কোষে যে জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান হয়, তা নিয়ে গবেষণা করার জন্য **রসায়নে** নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুই মার্কিন গবেষক রবার্ট লেফকোইজ এবং ব্রায়ান কবিলকা। **চিকিৎসাশাস্ত্রে** স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করে এবছর নোবেল পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জন গার্ডন এবং জাপানের সিনইয়া ইয়ামানাকা। **সাহিত্যে** নোবেল পেয়েছেন চাইনিজ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক মোঁ ইয়ান। গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষা এবং সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গত ছয় দশকে ভূমিকার জন্য **শান্তিতে** নোবেল পেয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান নিয়ে গবেষণার জন্য **অর্থনীতিতে** নোবেল পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ আলভিন রথ ও লয়েড শ্যাপলে।

মস্তিষ্কে ক্যান্সারের সঙ্গে মোবাইল ফোন ব্যবহারের একটি সম্পর্ক রয়েছে

ইতালীর সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলেছে, 'মস্তিষ্কে টিউমার সৃষ্টির সঙ্গে মোবাইল ফোন ব্যবহারের একটি যোগসূত্র রয়েছে।' মামলাটির দায়েরকারী ৬০ বছর বয়সী সাবেক ব্যবসায়ী ইনোসেন্ট মার্কোলিনি বলেন, 'অতিমাত্রায় অর্থাৎ দিনে প্রায় ছয় ঘণ্টা করে ১২ বছর ধরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করার কারণে তার মস্তিষ্কে টিউমার হয়েছে। ফলে তার মুখমণ্ডল আংশিকভাবে অবশ হয়ে গেছে। শুনানির পর ইতালীর আদালত তার রায়ে বলেছে, 'মস্তিষ্কে ক্যান্সারের সঙ্গে মোবাইল ফোন ব্যবহারের একটি সম্পর্ক আছে।' ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অ্যানজিনো জিনো লেভিস আদালতে এ মামলার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ঐ অধ্যাপক বলেন, মোবাইল ফোন ব্যবহারে মস্তিষ্কে টিউমার হওয়ার আশংকা যে বাড়িয়ে দেয়, এ রায়ের মাধ্যমে সে কথাই প্রমাণিত হ'ল। উল্লেখ্য যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা 'হু' এর আগে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদানের তালিকায় মোবাইল ফোনের নাম লিপিবদ্ধ করেছে।

বিশ্বে প্রতি ৮ জনে ১ জন ক্ষুধার্ত : জাতিসংঘ

জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা 'এফএও' জানিয়েছে, বিশ্বে এখনো প্রতি আটজনে একজন মানুষ ক্ষুধার্ত। এই পরিস্থিতি গ্রহণযোগ্য নয় উল্লেখ করে সংস্থাটি বলছে, বিশ্বে ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গতি ধীরে ধীরে কমছে। এফএও-এর খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১০-১২ সালে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৮৭ কোটি অপুষ্টির শিকার এবং ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা এখনো অপ্রত্যাশিতভাবেই বেশি।

মিয়ানমার জুড়ে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার আশঙ্কা

মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে যে ভয়াবহ গণহত্যা চলছে তাতে দেশের সর্বত্র মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্তমানে সেখানে সহিংসতা কমে এলেও সর্বত্র মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব বেড়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, গত মে মাসে একজন বৌদ্ধ নারীকে কয়েকজন মুসলমান ধর্ষণ করেছে বলে গুজব রটলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গত মাসে নতুন করে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং সরকারী হিসাবে তাতে নিহত হয় ৮৪ জন এবং গৃহহীন হয় ২৮ হাযার রোহিঙ্গা মুসলমান। ধ্বংস করা হয় প্রায় ৩০০০ ঘরবাড়ি। কিন্তু মুসলমানেরা এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, এই ঘটনা রাখাইনরা ঘটিয়ে তা মুসলমানদের নামে চালিয়ে দিয়েছে মুসলিম নিধনের অজুহাত সৃষ্টি করার জন্য।

মেঘালয়ের শিলংয়ে ভারতের প্রথম কাঁচের মসজিদ

ভারতে তো বটেই, সমগ্র পৃথিবীতেও নজির মেলা ভার। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ সীমান্ত-সংলগ্ন ভারতের রাজ্য মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ে তৈরি হয়েছে কাঁচের সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন মদীনা মসজিদ। ১২০ ফুট উঁচু ও ৬১ ফুট চওড়া মসজিদটি চারতলা। ভিতরে ঈদগাহ ময়দান। সবুজ আলোয় উজ্জ্বল কাঁচগুলো দেখে মনে হয় যেন স্ফটিক খণ্ড। এখানে রয়েছে একটি গ্রন্থাগার ও ইসলামী ধর্মতত্ত্ব পড়ানোর স্থান। দুই হাযার মানুষ একত্রে ছালাত আদায় করতে পারবে। এছাড়া রয়েছে মহিলাদের জন্য আলাদা কক্ষ। মসজিদটি নির্মাণে প্রায় দু'কোটি টাকার মতো খরচ হয়েছে। শিলং মুসলিম ইউনিয়ন এবং শুভানুধ্যায়ীদের দানের অর্থে এটি গড়ে উঠেছে। গত মাসে মসজিদটি কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সালমান খুরশিদ উদ্বোধন করেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বারাক ওবামা পুনর্নির্বাচিত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বারাক ওবামা পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বশেষ ফলাফলে ওবামা ৩৩২টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী মিট রমনি পেয়েছেন ২০৬টি। পপুলার ভোট ওবামা পেয়েছেন ৫০% রমনি ৪৮%। প্রতিপক্ষ মিট রমনি তাঁর পরাজয় মেনে নিয়ে ওবামাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমি প্রার্থনা করি, যেন নতুন প্রেসিডেন্ট জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সফল হন। উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচনে মোট ভোটারের অর্ধেকেরও কম লোক ভোট দিয়েছে এবং মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এ নির্বাচনে মোট ব্যয় হয়েছে ৬০০ কোটি ডলার (৪৯ হাযার কোটি টাকা প্রায়)।

পিতৃত্বের বিশ্বরেকর্ড

৯৬ বছর বয়সে বাবা হলেন রামজিৎ

ভারতের হরিয়ান প্রদেশের রামজিৎ রাঘব ৯৬ বছর বয়সে পুত্র সন্তানের পিতা হয়ে সবচেয়ে বয়স্ক পিতা হিসাবে পূর্বে কৃত নিজের রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। হরিয়ানার একটি সরকারি হাসপাতালে গত মাসে তার স্ত্রী শকুন্তলা (৫৯) একটি স্বাস্থ্যবান শিশু জন্ম দেন। সন্তান জন্মের ব্যাপারে রামজিৎ বলেছেন, আমার কি করার আছে? সবই ভগবানের ইচ্ছা। তিনি চেয়েছেন বলেই আমার আরেকটি ছেলে হয়েছে। এর আগে ৯৪ বছর বয়সে তিনি প্রথম সন্তানের অধিকারী হন এবং তখনই তিনি এ বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেন।

যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রহীন পথশিশুরা

যুক্তরাজ্যে ক্ষুধায় কাতর পরিচয়হীন পথশিশুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। উন্নত বিশ্বের ধনী এ দেশটির বাসিন্দা হয়েও এই শিশুরা কোন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বা কোনরূপ মর্যাদা ভোগ করে না। ক্ষুধার তাড়নায় এদের কাউকে চুরি করতে হয়, আর কেউ হয়ে পড়ে যৌনকর্মী। এ রকম মেয়েশিশুর অবস্থা আরও খারাপ। পরিস্থিতি অবশেষে এদেরকে যৌনকর্মী হ'তে বাধ্য করে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, সারা যুক্তরাজ্যেই এ রকম অসংখ্য গৃহহীন, রাষ্ট্রহীন অসহায় শিশু ছড়িয়ে আছে।

গরীব বলেই গিনিপিগ?

ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে গোপনে নতুন ওষুধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সে পরীক্ষায় গিনিপিগের মত ব্যবহৃত হচ্ছে দেশটির নিম্ন বর্ণের হতদরিদ্র মানুষ। বহুজাতিক ওষুধ নির্মাতা অনেক প্রতিষ্ঠান ভারতের নিম্নবর্ণের গরীবদের গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, গত সাত বছরে ৩,৩০০ রোগীর মধ্যে ৭৩টি ওষুধের পরীক্ষা চালানো হয়েছে, শুধু ইন্দোরের মহারাজা যশবন্ত রাও হাসপাতালে। এসব পরীক্ষায় ব্যবহৃত মানুষের মধ্যে অধিকাংশই শিশু, যাদের অনেকেই মারা গেছে। এছাড়া গত সাত বছরে দেশটিতে মোট দু'হাযারেরও বেশী পরীক্ষা চালানো হয়েছে। ২০০৮ সালে ওষুধ পরীক্ষার কারণে ২৮৮ জন মারা যায়। ২০১১ সালে মৃতের সংখ্যা ৪৩৮ জনে পৌঁছায়।

মুসলিম জাহান

কাতারে নির্মিত হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ হাসপাতাল

কাতারের দোহায় নির্মিত হ'তে যাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল। কাতারে অনুষ্ঠিতব্য ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলকে সামনে রেখে পরিকল্পনা করা হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ আগামী ২০২০ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কাতারের আমীরের নামে নামকরণ করা হবে হাসপাতালটির। এরই মধ্যে এর জন্য নকশা, বাজেট ও ভূমি চূড়ান্ত করা হয়েছে। তথ্যমতে, রোগী ধারণের ক্ষমতা এবং চিকিৎসা সুবিধার দিক দিয়ে এটিই হবে পৃথিবীর বৃহত্তম হাসপাতাল।

ইসলাম গ্রহণ করলেন যুক্তরাজ্যের পার্টি গার্ল হিদার

তিন মাস আগেও তিনি ছিলেন 'পার্টি গার্ল'। আকণ্ঠ মদ্যপান করে উদ্দাম নাচে মাতাতেন নৈশক্লাব। যুক্তরাজ্যের এই নারীর নাম হিদার ম্যাথিউস (২৭)। যিনি ইসলাম গ্রহণ করায় এখন হিজাব পরিহিতা সম্পূর্ণ উল্টো চেহারার এক ভদ্র নারী। তিনি বলছেন, 'তার 'গা-ভাসানো' জীবনে সব ছিল, কেবল ছিল না শান্তি। ইসলাম আমাকে 'লালসার নয়, প্রকৃত ভালোবাসার' খোঁজ দিয়েছে। পেয়েছি নতুন এক শান্তির জীবন।' তিনি বলেন, স্বামী জেরোম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হ'লে তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে। জেরোমকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন, ধর্ম একটি অর্থহীন ও বায়বীয় বিষয়। তর্কে নিজের পক্ষে জোরালো যুক্তি দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফসহ বিভিন্ন বইপত্র পড়েন। এর মধ্যে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপরও তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান। একপর্যায়ে তাঁর মনে হয়, ইসলাম সঠিক জীবন বিধান। অতঃপর সম্প্রতি তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

পাকিস্তানে ড্রোন হামলায় নিহতদের মাত্র ২% চরমপন্থী

যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ জরিপে বলা হয়েছে, ড্রোন হামলা চালিয়ে পাকিস্তানে সন্ত্রাস বিরোধী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে ওয়াশিংটন। হামলায় নিহতদের মাত্র ২% চরমপন্থী। মার্কিন ড্রোন হামলায় ইতিমধ্যে ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে এবং এদের মধ্যে ১৭৪ জন শিশু রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেহমান মালিক বলেছেন, চলতি বছর এ পর্যন্ত ৩৩৬টি ড্রোন হামলায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের ৮০%ই নিরীহ সাধারণ মানুষ।

ব্রিটিশ নওমুসলিম লোরেন বুথ : মুসলিম হিসাবে আমি গর্বিত

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা সাংবাদিক লোরেন বুথ বলেছেন, একজন মুসলিম হিসাবে তিনি গর্বিত। ২০১০ সালে ইসলাম গ্রহণকারী লোরেন বুথ গত ১৩ অক্টোবর নিউইয়র্কে এক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য দেয়ার সময় একথা বলেন। এ সময় ফিলিস্তীন সম্পর্কে তিনি বলেন, ফিলিস্তীন ও ফিলিস্তীনীদের সম্পর্কে আমরা যা জেনে এসেছি ও ভেবেছি, তা পুরোপুরিই ভুল। ৬৫ বছর ধরে ফিলিস্তীনীদের ওপর অবর্ণনীয় নিপীড়ন চলছে, অথচ তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে কেবলমাত্র ইসলামের প্রতি তাদের অবিচল আস্থার কারণে, ঈমানী শক্তির বলে। সেখানে আমাকে আপ্লুত করেছে এক ব্যক্তির বক্তব্য, যিনি তাঁর দু'পা হারিয়েও বলছেন, 'আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে, আমার চোখ দু'টি এখনও ভালো আছে, আমি দেখতে পাই, আমার হাত দু'টি ভালো আছে, যা আমি এখনও কাজে লাগাতে পারি।' এছাড়া আরো কয়েকটি বিষয় আমাকে ইসলাম গ্রহণের দিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার একটি পরিকল্পনা রয়েছে এবং আমার ক্ষেত্রেও তা ছিল বলে আমি যথাসময়ে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক পথে এসেছি।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এক গ্রহের চার সূর্য!

আমাদের সৌরজগতে সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীসহ ৮টি গ্রহ। কিন্তু সম্প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভিন্ন এক সৌরজগতে এমন এক গ্রহের সন্ধান পেলেন, যার আকাশ চারটি সূর্যের আলোয় আলোকিত। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ভিন্ন সৌরজগতে একটি গ্রহের দুই নক্ষত্রকে ঘিরে আবর্তন করার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এমন চার সূর্যের মধ্যে কোন গ্রহের অবস্থান দেখতে পাওয়া এই প্রথম।

পৃথিবীর তিনগুণ ওযনের হীরা!

পৃথিবীতে বিদ্যমান হিরার হিসাব বের করা দুরূহ। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক দাবী অনুযায়ী মহাকাশে এমন এক নতুন গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেখানে হীরা আছে পৃথিবীর ওযনের প্রায় তিনগুণ। গ্রহটি আয়তনে পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ। গ্রহটির নাম উল্লেখ করা হয় '৫৫ কেনক্রি-ই'। এটি এত দ্রুত আবর্তিত হয় যে সেখানে মাত্র ১৮ ঘণ্টায় এক বছর পূর্ণ হয়। গবেষকদের দাবী অনুযায়ী, পানি ও পাথুরে শিলার পরিবর্তে ৫৫ কেনক্রি-ইর ভূ-পৃষ্ঠ পুরোটাই কার্বন আর হীরক খণ্ড দিয়ে ঢাকা। অবিশ্বাস্য রকমের উষ্ণ এ গ্রহটির ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১,৬৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বায়ু ও পানি থেকে পেট্রোল

বাতাস ও পানির সংমিশ্রণে পেট্রোল উৎপাদন করেছেন ব্রিটেনের বিজ্ঞানীরা। পানি থেকে হাইড্রোজেন এবং বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে এ ধরনের পেট্রোল তৈরী করে সম্প্রতি এ অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন তারা। এখনো বিষয়টা ততটা এগোয়নি। শুধু জানা গেছে, উত্তর ইংল্যান্ডের টি সাইড এলাকার 'এএফএস' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা পানি আর বাতাস নিয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করেছেন। এএফএস-এর প্রধান নির্বাহী পিটার হ্যারিসন জানিয়েছেন, বাজারে এখন যেসব পেট্রোল পাওয়া যায় তার চেয়ে এই পেট্রোল অনেক পরিষ্কার। সিনথেটিক বা কৃত্রিম বলেই এ পেট্রোল তুলনামূলকভাবে বেশি পরিষ্কার। এর আরেকটা ভালো দিক হ'ল, এতে ক্ষতিকর সালফার থাকে না। আর তাই পরিবেশ দূষণের আশঙ্কাও নেই।

[আল্লাহ বলেন, তোমরা কি দেখোনা যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহরাজি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?... (লোকমান ৩১/২০)। অতএব হে মানুষ! বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া কল্যাণসমূহ আহরণ কর ও তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও (স.স.)]

পৃথিবী থেকে খসে চাঁদের জন্ম!

চাঁদ এক সময় পৃথিবীর অংশ ছিল। পরে এক সময় মহাজগতের অন্য একটি বড় বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষে সেটি ছিটকে পড়ে বাইরে চলে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক সম্প্রতি এমন দাবীই করেছেন। তারা বলেন, পৃথিবী ও চাঁদের গাঠনিক উপাদান ও রাসায়নিক বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল থাকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে তাদের এই তত্ত্ব। তাদের দাবি, চাঁদের যখন সৃষ্টি হয়, পৃথিবী তখন অনেক বেশি দ্রুত গতিতে আবর্তিত হ'ত। একটি দিন মাত্র দুই-তিন ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। দ্রুত গতিতে পৃথিবীর আবর্তনের কারণে মহাজগতের কোন ভারী বস্তুর সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়। এই বড় ধরনের সংঘর্ষ থেকে চাঁদের সৃষ্টি হয়। তাদের দাবী অনুযায়ী, সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর আবর্তন এবং পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের আবর্তনের মধ্যে পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণজনিত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর আবর্তন আজকের অবস্থানে পৌঁছায়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

এলাকা সম্মেলন

দুনিয়া আমাদের জন্য পরীক্ষাস্থল

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ৩০ অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে বাগমারা থানাধীন হাটগাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত বাগমারা উপযেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে মানুষের আমল যাচাই হয়ে আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়। তাই সকলকে এদিকেই ফিরে আসতে হবে। নইলে আখেরাতে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমূদ, নওগাঁ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, রাজশাহী-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন ও হাটগাঙ্গোপাড়া কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ অক্টোবর শনিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্বপার্শ্বস্থ ভবনে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডাঃ সিরাজুল হক ও অধ্যাপক মুহাম্মাদ মুবীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ হাসান আলী ও আব্দুল্লাহ সাঈদ আল-মারূফ।

তাবলীগী ইজতেমা

উজলপুর, মেহেরপুর ১১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর সদর উপযেলার উদ্যোগে সদর থানাধীন উজলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম, গাংনী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল মতীন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ডা. আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

আলোচনা সভা

ঝাউতলা, চট্টগ্রাম ১৯ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে শহরের ঝাউতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী ১৯ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব বানেশ্বর গরুহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বানেশ্বর এলাকার উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস।

সুধী সমাবেশ

পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট ২৬ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব পলিকাদোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, পরদিন ২৭ অক্টোবর শনিবার পালিকাদোয়া ঈদগাহ ময়দানে তিনি ঈদুল আযহার ছালাত পড়ান। নতুন প্রতিষ্ঠিত এ ঈদগাহে বম্বু ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোল্লা শামসুল আলম সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

যুবসংঘ

কোন্দা, বাগমারা, রাজশাহী ৬ অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব কোন্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কোন্দা শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গুপইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী শিক্ষক আলহাজ্জ আব্দুল ওয়াহেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ও হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার সভাপতি ডা.

মুহাম্মাদ মুহসিন। এছাড়া সমাবেশে বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা এনায়েত আলী, মজপাড়া শাখা 'যুবসংঘ' সভাপতি আব্দুল মজীদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রবাসী সংবাদ

সিঙ্গাপুর ২৬ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় সিঙ্গাপুর জাতীয় মসজিদ 'সুলতান জামে মসজিদে' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন (গাযীপুর)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বিষয় ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন মুহাম্মাদ এমদাদুল হক (গাইবান্ধা), মুহাম্মাদ ফাকীরুল ইসলাম (মেহেরপুর), আব্দুল কুদ্দূস (পাবনা), মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী), মুহাম্মাদ মোয়াযেযম হোসাইন (বগুড়া), কাযী মাস'ঊদ ও মুহাম্মাদ ফরীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জাগরণী পেশ করেন মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ), আব্দুল্লাহেল কাফী (টাঙ্গাইল), রাকিব আল-হাসান (মাগুরা)। অনুষ্ঠানে যারা নতুন আহলেহাদীছ হন, তারা হ'লেন- ১. মুহাম্মাদ আসাদুযযামান (রাজবাড়ী), ২. মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম (মাদারীপুর), ৩. মুহাম্মাদ বদরুল আলম (বগুড়া), ৪. মহিউদ্দীন আহমাদ (মাদারীপুর), ৫. মুহাম্মাদ মামূন মিয়া (মাদারীপুর), ৬. নূর হোসেন (নারায়ণগঞ্জ), ৭. শাহীন (মুন্সিগঞ্জ), ৮. মুহাম্মাদ জামাল (নোয়াখালী), ৯. আমীরুল ইসলাম (কুমিল্লা), (১০) শাহ জাহান, (১১) মোমিনুল হক (কুমিল্লা)। ১৭০ জনের অধিক কর্মী ও সুধীর উপস্থিতিতে দিনব্যাপী তাবলীগী সভা অব্যাহত থাকে। অনুষ্ঠানে অর্থ সহ কুরআন তেলওয়াত করেন মুহাম্মাদ শফীক (নরসিংদী), দরসে হাদীছ পেশ করেন মুহাম্মাদ শামীম (মানিকগঞ্জ)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মুহাম্মাদ আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)।

১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত

ফরিদপুর ২৭ অক্টোবর শনিবার : গত ২৭ শে অক্টোবর'১২ শনিবার ফরিদপুর যেলা স্কুলের শিক্ষক জনাব মামূন ও এলাকার জনাব গিয়াছুদ্দীনের উদ্যোগে ফরিদপুর শহরের গেরদা জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এবারেই সর্বপ্রথম ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ১২ তাকবীরে ঈদুল আযহার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। উক্ত জামা'আতে অর্ধশতাধিক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা সাহসী মুছল্লী ভাই-বোনদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদেরকে আজীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তাওফীক দানের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছি। -সম্পাদক]

মৃত্যু সংবাদ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র বর্ষীয়ান মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতা'র সদস্য **মাওলানা বদীউযযামান** (৭৩) গত ১৪ নভেম্বর রোজ বুধবার দিবাগত রাত্রি ৯ ঘটিকায় মহিষালবাড়ীর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, ৪ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে গেছেন। পরদিন সকাল ৯টায় তাঁর দীর্ঘ ২০ বছরের কর্মস্থল 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া মারকায ময়দানে তাঁর মরদেহ আনা হয়। অতঃপর তাঁর অছিয়ত মোতাবেক জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। মাদরাসার কমিটি ও ছাত্র-শিক্ষকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সর্বস্তরের মানুষ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ রাজশাহী মহানগর এবং যেলা নেতৃবৃন্দ জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় মরহূমের নিজ বাড়ী রাজশাহী যেলার মহিষালবাড়ী থানার গড়েরমাঠ গ্রামে। এখানে জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। এছাড়া গোদাগাড়ীর পৌর মেয়র জনাব আমীনুল ইসলাম, মাসিক 'আত-তাহরীকে'র সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবসহ মরহূমের বহু ছাত্র ও সহকর্মীবৃন্দ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে পিতার কবরের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'তে কর্মরত থাকাকালীন গত কয়েকমাস পূর্বে তাঁর শরীরে 'বোন ম্যারো ক্যান্সার' ধরা পড়ে। এরপর থেকেই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সর্বশেষ গত ২৬ অক্টোবর তিনি নিয়মিত রক্ত গ্রহণের জন্য রাজশাহী আসেন এবং তারপর থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। গত ৯ নভেম্বর তিনি পুরোপুরি অচেতন হয়ে পড়েন এবং এভাবে টানা ৫ দিন অচেতন থাকার পর তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :

মাওলানা বদীউযযামান বাংলা ১৩৪৭ মোতাবেক ১৯৩৯ ইং সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলার আলাতলী ইউনিয়নের রাণীনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী জার্জিস মণ্ডল। স্থানীয় আলেম মাওলানা আব্দুর রঊফের নিকটে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর ভারতের দিলালপুরে পড়াশুনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। অতঃপর দেশে ফিরে ময়মনসিংহের 'বালিয়া' মাদরাসা থেকে 'দাওরায়ে হাদীছ' সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারোরশিয়া মাদরাসায় তাঁর শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে উজানপাড়া (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), দারুল হাদীছ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), আলাদীপুর (নওগাঁ) ও গোদাগাড়ীর সুলতানগঞ্জ প্রভৃতি মাদরাসায় দীর্ঘ ২২ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯৯২ সালে তিনি নওদাপাড়াস্থ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মাদরাসা 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র মুহাদ্দিছ হিসাবে যোগদান করেন। দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর যাবৎ তিনি এখানে অত্যন্ত সুনামের সাথে কর্মরত ছিলেন। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন ছাত্রদের নিকটে অতি প্রিয়। দেশে-বিদেশে তাঁর বহু ছাত্র ও গুণগ্রাহী রয়েছে। ১৯৯৮ সালে দারুল ইফতা-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি ছিলেন এর সক্রিয় সদস্য। 'আত-তাহরীকে' নিয়মিত ফৎওয়া লিখতে গিয়ে তিনি স্বীয় ছাত্রদেরকে নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন এবং যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এই খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন তা ভুলবার নয়। 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' ও 'আত-তাহরীক' পরিবার তাঁর এই মৃত্যুতে গভীর শূন্যতা অনুভব করছে। যা সহজে পূরণ হবার নয়।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য আন্তরিকভাবে দো'আ করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গুনাহ-খাতা মাফ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন। আমীন!- সম্পাদক]

পাঠকের মতামত

আসামের চিঠি

আমার নাম এ. কে. মহিউদ্দীন আহমাদ। আমার বাড়ী ভারতের আসাম রাজ্যের হাইলাকান্দি যেলাতে। ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত আমাদের অঞ্চলটিকে বরাক উপত্যকা বলা হয়। হাইলাকান্দি, শিলচর ও করিমগঞ্জ এই তিনটি যেলা নিয়েই গঠিত বরাক উপত্যকা। করিমগঞ্জেই বাংলাদেশের সীমানা। বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা ১৫ লক্ষের অধিক। তার মধ্যে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ মুসলমান। দুঃখের বিষয়, এখানকার মুসলমানরা ঈমান-আক্বীদা ও আমল-আখলাকে শতকরা ৯৯ শতাংশই দেওবন্দী ও বেরেলভী মতবাদে বিশ্বাসী। দেওবন্দীরা নিজেদেরকে সংস্কারপন্থী ও বেরেলভীদেরকে বিদ'আতী মনে করেন। দেওবন্দীদের মধ্যেও আবার তিনটি গ্রুপ আছে। আনুমানিক তিন থেকে চার শত লোক আছেন জামায়াতে ইসলামী। আমার পারিবারিক আক্বীদা অনুযায়ী আমি প্রথমে বেরেলভী পন্থী ছিলাম। পরে সংস্কারপন্থী দল হিসাবে দেওবন্দী পীরের কাছে মুরিদ হ'লাম। বই পড়ার খুবই অভ্যাস ছিল। সেহেতু মওলানা আব্দুর রহীমের 'সুন্নাত ও বিদ'আত' বইটি পড়ে বুঝতে পারলাম দেওবন্দী-বেরেলভী সবাই বিদ'আতী। তখন থেকেই জামায়াতে ইসলামীর বই-পুস্ত ক পড়া শুরু করলাম এবং তাদের প্রোগ্রামে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। তখন আমার কাছে কেবল জামায়াতে ইসলামীই পূর্ণ মুসলমান দল বলে মনে হ'ল। প্রায় পাঁচ বৎসর জামায়াতে কাজ করার পর ওরা আমাকে 'রুকন' হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিল। আমি ব্যস্ততার কারণে কিছু সময় চাইলাম। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণী, তিনি আমাকে হেদায়াতের রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে একদিন ইন্টারনেটের মাধ্যমেই পেয়ে যাই 'আত-তাহরীক' ও 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকা। আমার জীবনের সমস্ত কিছুকেই বদলে দিল এই দু'টি পত্রিকা। ভাল করে বুঝতে পারলাম যে, আমি আসল জিনিষের নাগাল পেয়ে গেছি। সেই থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রায় দু'শোর বেশী বই-পুস্তিকা ডাউনলোড করে পড়লাম এবং পত্রিকা দু'টি নিয়মিত পড়তে থাকলাম। এমন এক পরিস্থিতিতে পড়লাম কাকে কি বলব কিছুই ঠিক করতে পারি না। আল্লাহ পাকের সাহায্য কামনা করে প্রায় ছয়-সাত মাস পরে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলাম যে, আমি আহলেহাদীছের সন্ধান পেয়েছি। তোমরা কি দেখবে আমি কি সংগ্রহ করেছি? বেশীর ভাগ বন্ধু 'আহলেহাদীছ' শব্দটি কি বুঝল না এবং তাদের মধ্যে কোন উৎসাহ জাগল না। পাঁচ-ছয় জনকে কিছু বই-পুস্তক দেওয়া শুরু করলাম। তারাও আমার মত উৎসাহী ছিল বলে বিষয়টি বুঝতে পারল এবং গ্রহণ করে বলল, তুমিতো আসল ইসলামের ঠিকানা পেয়ে গেছ। তন্মধ্যে একজন টাইটেল মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ আমার বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি বেরেলভীদের মাদ্রাসায় চাকরী করতেন। কিন্তু চিন্তাধারা ছিল জামায়াতী। তাই তার সঙ্গে আলোচনা করায় তিনি কিছুটা উৎসাহী হ'লেন। এই সুযোগে তাকে আমি কিছু বই ও পত্রিকা দু'টি নিয়মিত দেওয়া শুরু করলাম। আল্লাহ পাক তাকেও হেদায়াত দিয়েছেন এবং তিনিও তার মাদ্রাসায় খুব সতর্কতার সাথে প্রচার শুরু করেছেন। এখন তাদেরকে নিয়ে বই-পুস্তক পড়াশুনা ও আলোচনা করছি। আগে আমরা আহলেহাদীছ নাম শুনেছি, দেওবন্দী, বেরেলভী ও জামায়াতী আলেমদের মুখে খুব খারাপ ভাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি একমাত্র আহলেহাদীছরাই পূর্ণ মুসলমান।

পত্রিকা দু'টির মাধ্যমেই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। খুব ইচ্ছা হচ্ছে একবার আপনাদের দেশ সফর করার এবং আপনাদের কাছ থেকে কিছু বই-পুস্তক ও হিকমত শিখে নেওয়ার জন্য। বিশেষ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর পরামর্শ, দো'আ ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য। আল্লাহ সুযোগ করে দিলে অবশ্যই আসব আমার আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমলের ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ও পরিচিত হওয়ার জন্য। এজন্য আল্লাহ্র নিকট তাওফীক কামনা করছি।

পরিশেষে আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেদায়াতের উপর অটল রাখেন, সবার নিকট এ দো'আ কামনা করছি।

এ.কে. মহিউদ্দীন আহমাদ
হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত।

[আমরা সম্মানিত পত্র লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের উপর অটল থাকার তাওফীক দানের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থা করছি। -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : সুমাইয়া (রাঃ) ঈমান আনার কারণে আবু জাহল প্রকাশ্যে তাকে উলঙ্গ করে হত্যা করেছিল। এ কথা কি প্রমাণিত? এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরেও কেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাত দিয়ে বাঁধা না দিয়ে ইয়াসির পরিবারকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিলেন?

-যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : আবু জাহল তার গুপ্তাঙ্গে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছিল, এটা প্রমাণিত *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৪৫৭০; বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/২৮২; আল-বিদায়াহ ৩/৫৯)*। তবে তাকে উলঙ্গ করে হত্য করেছিল, এমনটি পাওয়া যায় না। অন্যায় কাজে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য থাকলে বাধা দান করতে হবে। অন্যথায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে এটাই শরী'আতের শিক্ষা *(আবুদাঊদ হা/৪৩৩৮; মিশকাত হা/৫১৪২ 'আমর বিল মা'রূফ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর তখন অত্যাচার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না। তাই ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছিলেন। এতে বুঝা যায়, জিহাদের জন্য সক্ষমতা প্রয়োজন।

প্রশ্ন (২/৮২): নিবন্ধন পরীক্ষায় পাশ করার পর আমি এক মাদ্রাসায় প্রভাষক পদে আবেদন করেছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমার নিকটে ৭ লক্ষ টাকা দাবী করছে। এছাড়া যে প্রতিষ্ঠানেই আবেদন করি না কেন সেখানেই এরূপ অর্থ দাবী করছে। এক্ষণে এ অর্থ প্রদান করে চাকুরী নিলে কি আমার সারা জীবনের উপার্জন হারাম হয়ে যাবে? জনৈক আলেম বললেন, সঊদী ওলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে গোনাহের দায়ভার প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত দলীলভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল্লাহ
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : সঊদী আলেমগণ বিশেষ প্রেক্ষিত বিবেচনায় যে ফৎওয়া দিয়েছেন তা সঠিক *(ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/৩০২)*। তবে শর্ত হ'ল তা যুলুম প্রতিরোধের জন্য হবে এবং প্রার্থী সর্বাধিক যোগ্যতা সম্পন্ন হবে। নইলে উক্ত চাকুরী তার জন্য হারাম হবে। কেননা তা হবে অন্যায়ভাবে অন্যের হক নষ্ট করার শামিল। ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, যাকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা হবে, তার জন্য যুলুমকে প্রতিহত করার জন্য অর্থ প্রদান করা মুবাহ। তবে এক্ষেত্রে গ্রহণকারী হবে মহাপাপী *(মুহাল্লা ৮/১১৮ মাসআলা নং ১৬৩৮)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, গ্রহণকারীর জন্য এটি হারাম এবং দাতার জন্য যুলুম প্রতিরোধের স্বার্থে জায়েয' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২৮৬)*।

প্রার্থীর মেধা ও যোগ্যতাই চাকুরীর ক্ষেত্রে একমাত্র শর্ত। এর বাইরে চাকুরীদাতা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন বা যে নামেই অর্থ আদায় করুন না কেন, তা হবে অন্যায় শর্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সকল শর্ত যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তা বাতিল, যদিও তা শতাধিক শর্ত হৌক না কেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৭৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। স্মর্তব্য যে, একজন মুত্তাকী মুসলমানের জন্য স্বেচ্ছায় এমন পেশা গ্রহণ করা মোটেই তাকওয়ার পরিচায়ক নয়।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : রাবেয়া বছরী (রাঃ) সম্পর্কে একটি বইয়ে লেখা হয়েছে, তিনি চির কুমারী ছিলেন। হজ্জ পালন করতে গেলে কা'বা ঘর তাকে সম্মান জানানোর জন্য এগিয়ে আসে। রাতের অন্ধকারে আলোর জন্য শাহাদাত আঙ্গুলে ফুঁক দিলে ঘর আলোকিত হ'ত ইত্যাদি। লেখকের উক্ত দাবী কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ মনীরুযযামান
কেশবপুর, যশোর।

উত্তর : উক্ত কাহিনী ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। বিভ্রান্ত ছূফীরা এসব কল্প কাহিনী রচনা করেছে।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : অতি দরিদ্র হওয়ার কারণে আব্দুল্লাহ আনছারী ও তার স্ত্রীর একটাই কাপড় ছিল। ঘরের মধ্যে গভীর গর্তে স্ত্রীকে উলঙ্গ অবস্থায় রেখে মসজিদে ছালাত আদায় করতে যেতেন। ছালাত আদায় করে আসলে তিনি তার স্ত্রীকে কাপড় দিয়ে দিতেন আর তিনি উলঙ্গ হয়ে গর্তে ঢুকে পরেন। তখন স্ত্রী ঐ কাপড়ে ছালাত আদায় করতেন। উক্ত ঘটনা কি সঠিক?

-সোহেল
মুরারীপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত ঘটনা ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : কোন ব্রাহ্মণ মূর্তিপূজা করার দরুন যে সকল জিনিস-পত্র পায় (যেমন গামছা, শাড়ী ইত্যাদি) সেগুলো ক্রয় করা যাবে কি?

-আব্দুস সাত্তার
মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। কারণ কোন বস্তুর ক্ষেত্রে মূলনীতি হ'ল বস্তুটি হালাল, যে পর্যন্ত না তাতে হারামের দলীল পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সাথে বৈষয়িক লেনদেন করেছেন। তবে অমুসলিমদের মেলায় ও পূজায়

যাওয়া যাবে না। কারণ তাতে শিরককে উৎসাহিত করা হবে।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : কারো উপর ফিতরা ফরয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিছাব আছে কি? পাগলের উপর ফিতরা আদায় করা কি ফরয?

-আবুল হুসাইন মিয়া
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তর : ফিৎরার কোন নিছাব নেই। কারণ গোলামের উপরও ফিৎরা ফরয করা হয়েছে *(বুখারী হা/১৫১১; মিশকাত হা/১৮১৫)*। পাগলের অভিভাবক তার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে। আর অভিভাবকহীন পাগলের ক্ষেত্রে তার সম্পদ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে। আর সম্পদ না থাকলে আদায় করার প্রয়োজন নেই। কারণ ফিতরা পুরুষ-নারী, দাস-দাসী, ছোট-বড় সকলের উপর ফরয' *(বুখারী হা/১৫০৩, মুসলিম হা/৯৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : বর্তমানে টিভি পর্দায় ইসলামী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বাজানো হচ্ছে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ইসলামে বাদ্যযন্ত্র হারাম *(লোকমান ৬; বুখারী হা/৫৫৯০, মিশকাত হা/৫৩৪৩)*। যারা আল্লাহ্র সুন্দর নাম বাজনার সাথে উচ্চারণ করছে, ক্বিয়ামতের দিন তারা আরো কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যার হজ্জ কবুল করেছেন, তিনি তার বংশের ৪০০ জন লোককে সুফারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার বা যঈফ *(যঈফ তারগীব হা/৬৮৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫০৯১)*।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে যারা জীবন দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক নেতা মারা গেলে তাদের কবরে ফুল দিয়ে জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত? কাউকে শহীদ বলে আখ্যায়িত করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
সিংরাটি, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করা, কবরে ফুল দিয়ে সম্মান জানানো, দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা সবই অমুসলিমদের অনুকরণ। ইসলামে এসবের কোনই অনুমোদন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

শহীদ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, সে শহীদ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১, 'জিহাদ' অধ্যায়)*। তিনি আরো বলেন, আল্লাহই সর্বাধিক অবগত কে আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৮০২)*। ওমর ফারূক (রাঃ) একদা খুৎবায় বলেন, তোমরা বলে থাক যে, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। তোমরা এরূপ বলো না। বরং ঐরূপ বলো যেরূপ রাসূল (ছাঃ) বলতেন। তা হ'ল : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছে বা নিহত হয়েছে, সে ব্যক্তি শহীদ' *(আহমাদ হা/২৮৫, সনদ হাসান; ফাৎহুল বারী 'জিহাদ' অধ্যায় ৬/৯০)*।

প্রশ্ন (১০/৯০) : অনেক মাদরাসায় বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ফলের বীজ দিয়ে দো'আ ইউনুস পড়া হয়। অতঃপর সবাই পানির পাত্রে ফুঁক দেয়। শেষে উপস্থিত সকলকে নিয়ে ঐ ব্যক্তির জন্য সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা হয় এবং তবারক বিতরণ করা হয়। উক্ত পদ্ধতি কি শরী'আত সম্মত? উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া যাবে কি?

-হাবীবা আখতার
মহিলা আলিম মাদরাসা, পাবনা।

উত্তর : দো'আ ইউনুস পড়ার এরূপ রীতি হাদীছ সম্মত নয়। ইসলামের নামে এগুলো বিদ'আতী রসম মাত্র। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করা ও সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ২)*। তবে যেকোন বিপদে দো'আয়ে ইউনুস পড়লে আল্লাহ তাকে তা থেকে উদ্ধার করবেন এবং তার দো'আ কবুল করবেন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৪৪; তিরমিযী হা/৩৫০৫)*।

প্রশ্ন (১১/৯১) : ছারছীনা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত বুখারীর ৯৯৯ নং হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাবীয ও ঝাড়-ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ করা যাবে। বুখারীতে তাবীয ব্যবহার করা যাবে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

-মোয়াযযম
কেরানিজি, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : ছহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক জনৈক গোত্রপতিকে সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করা এবং তার বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/২২৭৬, ৫৭৩৬)*। তাবীয ব্যবহার করা যাবে মর্মে শুধু বুখারী নয় বরং কোন হাদীছ গ্রন্থেই কোন প্রমাণ নেই। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : মহিলা মাইয়েতকে বুক সমান এবং পুরুষ মাইয়েতকে কোমর সমান গভীর করে কবর খনন করার

প্রচলিত প্রথা কি শরী'আত সম্মত? এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি কি?

-মুহাম্মাদ ফেরদৌস
ভাঁড়ালীপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত প্রথার কোন ভিত্তি নেই। মূলতঃ কবরের গভীরতার কোন মাপজোক নেই। কোন জীব-জন্তু যাতে লাশের কোন ক্ষতি করতে না পারে, সে পরিমাণ কবর গভীর করাই স্বাভাবিক নিয়ম। এজন্য মধ্যম উচ্চতার পুরুষের কোমর পরিমাণ খনন করা উত্তম *(ফাতাওয়া ইবনে বায ১৩/১৮৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : অনেকে সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে কারেন্ট জাল ব্যবহার করছে। এ ধরনের বেআইনী ব্যবসা ও উপার্জিত অর্থ বৈধ হবে কি?

-তৌফিক আমান
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর : সরকারের কোন আইন ইসলামী আইন বিরোধী না হ'লে এবং জনকল্যাণকর হ'লে সে আইন মেনে চলা ওয়াজিব *(আবুদাঊদ হা/২৬২৬; তিরমিযী হা/৩৭০৭)*। অতএব উক্ত ধোঁকাবাজির ব্যবসা ও তার উপার্জিত অর্থ বৈধ হবে না।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যারা কুরবানী করেনি, তাদেরকে সমাজের অংশ থেকে গোশত দেওয়া যাবে কি? কুরবানী দাতারা ফক্বীর-মিসকীনদের অংশ থেকে পুনরায় গোশত নিতে পারবে কি?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সমাজের অংশ মূলতঃ তাদের জন্যই নির্ধারিত, যারা কুরবানী করেননি। সামর্থ্যবান হওয়া না হওয়া শর্ত নয়। কুরবানীদাতা লিল্লাহ্র গোশত থেকে পুনরায় নিতে পারেন না। কেননা হাদিয়া ফিরিয়ে নেয়া যায় না *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৫৩৮, ৩৫৪০; ইবনু মাজাহ হা/২৩৯১)*।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : অসুখের জন্য দো'আ চাইতে গেলে জনৈক আলেম সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা নাস, ফালাক্ব, বাক্বারা, আলে-ইমরান, হাশর, মুমিনূন, জীন প্রভৃতি সূরার কিছু কিছু আয়াত পড়ে বুকে ফুঁ দেন। এটি কি শরী'আত সম্মত?

-সোহরাব
রিযায, সঊদী আরব।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৪৯, আহমাদ হা/২১২১২)*। তবে পবিত্র কুরআনের যেকোন অংশ পড়ে ফুঁক দেওয়া যাবে। কেননা কুরআনকে আল্লাহ 'শিফা' বা 'আরোগ্য' বলেছেন *(বনু ইসরাঈল ১৭/৮২)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : মসজিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ স্থানান্তর করা হয়েছে। এখন পুরাতন মসজিদের জায়গা বিক্রি করা যাবে কি?

-সারোয়ার
দেলোয়াবাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : শারঈ কারণবশতঃ মসজিদ স্থানান্তর করলে পূর্বের জায়গা বিক্রি করা যাবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করা যাবে। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মাল চুরি হ'লে সে ঘটনা হযরত ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৭)*। একদা ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, যদি মসজিদে স্থান সংকুলান না হয় এবং স্থানটি সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তার চাইতে প্রশস্ত স্থানে মসজিদ স্থানান্তর করা হয়, অথবা মসজিদটি জীর্ণ ও বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে ঐ মসজিদ ও তার মাটি বিক্রি করে অন্যত্র নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তা ব্যয় করতে হবে। যা আগের চাইতে অধিক কল্যাণকর হয়। এক্ষেত্রে 'মাছলাহাত'-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে, 'প্রয়োজন'-কে নয়। যা অনেকসময় নিষিদ্ধ বস্তুকে সিদ্ধ করে। অতএব বাধ্য না হ'লেও অধিকতর কল্যাণ বিবেচনায় মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে। যেমন সংকীর্ণ ও ঘিঞ্জি এলাকা থেকে মসজিদ সরিয়ে খোলা ও প্রশস্ত এবং রাস্তা সংলগ্ন স্থানে পুনঃস্থাপন করা। সেক্ষেত্রে পুরানো মসজিদ ও তার মাটি বিক্রি করে নতুন মসজিদে লাগাবে। কারণ এর মধ্যেই ওয়াকফকারীর জন্য অধিক নেকী রয়েছে। এমতাবস্থায় বিক্রীত জমিতে যেকোন বৈধ স্থাপনা করা যাবে *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১ খণ্ড ২১৬, ২২৪, ২২৭, ২৩৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : পরিবারের সকলেই বিবাহের ব্যাপারে একমত। কিন্তু কনে অসম্মত। এক্ষণে কনের অসম্মতিতে বিবাহ কি জায়েয হবে? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুন নূর
কোটালী, রংপুর।

উত্তর : বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি যেমন শর্ত, তেমনি সাবালিকা মেয়ের সম্মতিও অপরিহার্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'স্বামীহীন মহিলাকে তার পরামর্শ ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী মেয়ের অনুমতি কিভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'চুপ থাকাই তার অনুমতি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬, ৩১২৭)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা মহিলার অনুমতিবিহীন বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেন *(বুখারী হা/৫১৩৮, মিশকাত হা/৩১২৮)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের ১ম

তাশাহহুদের পর দাঁড়ানোর সময় যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে, না হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে?

-যহীরুল ইসলাম
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : সুস্থিরভাবে বসে মাটিতে ভর দিয়ে উঠতে হবে। মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছেন যে, তিনি ছালাতের মধ্যে যখন বেজোড় রাক'আতে পৌঁছতেন, তখন সিজদা থেকে উঠে সুস্থিরভাবে না বসে দাঁড়াতেন না *(বুখারী হা/৮২৩; মিশকাত হা/৭৯৬)*। একই রাবীর অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এ সময় তিনি মাটির উপর (দু'হাতে) ভর দিতেন। অতঃপর দাঁড়াতেন' *(বুখারী, ফৎহ সহ হা/৮২৪)*। উল্লেখ্য যে, সিজদা থেকে উঠে না বসে তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কে ত্বাবারাণী কাবীরে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা 'জাল' এবং উক্ত মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছই 'যঈফ' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২, ৯২৯, ৯৬৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১১৪)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা যাবে কি?

-নাঈম
কেন্দুয়ার, নরসিংদী।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নামে পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত হিসাবে তাঁর জন্য পৃথক একটি দুম্বা কুরবানী দিয়েছেন বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত যঈফ *(আবুদাঊদ হা/২৭৯; মিশকাত হা/১৪৬২)*।

প্রশ্ন (২০/১০০) : রাসূল (ছাঃ) দু'জন ছালাত আদায়রত মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, সিজদার সময় তোমরা শরীরের কিছু অংশ মাটির সাথে মিলিয়ে নাও। কারণ মহিলাদের সিজদা পুরুষদের মত নয় (বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩৩২৫)। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?

-মুহাম্মাদ রফীক
বিপ্রবর্থা, গাযীপুর।

উত্তর : উক্ত হাদীছ যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৫২)*। মূলতঃ ছালাতের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১১৩, ১৪৩)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : জনৈক ইমাম জুম'আর দিনে প্রায় ১ ঘন্টা খুৎবা প্রদান করেন। কিন্তু খুব সংক্ষেপে ছালাত শেষ করেন। এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আব্দুল হাদী
মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : জুম'আর খুৎবার ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা হ'ল- ছালাত ও খুৎবা উভয়ই মধ্যম হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী খুৎবা দীর্ঘ করাতেও কোন বাধা নেই। উম্মে হিশাম বলেন, আমি সূরা ক্বাফ মুখস্ত করেছি রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে শুনে, যা তিনি প্রতি জুম'আয় খুৎবা দানকালে পাঠ করতেন' *(মুসলিম হা/৮৭৩; মিশকাত হা/১৪০৯)*। উল্লেখ্য যে, প্রতি জুম'আয় পাঠ করা ওয়াজিব নয়, বরং ঐচ্ছিক। কারণ এর মধ্যে ওয়ায ও উপদেশসমূহ নিহিত রয়েছে *(মির'আত ৪/৪৯৮)*। সূরা ক্বাফ পাঠ করা ছাড়াও রাসূল (ছাঃ) মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতেন। এসময় তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হ'ত, চক্ষু লাল হয়ে যেত, ক্রোধ ভীষণ হ'ত। যেন তিনি কোন সৈন্যদলকে সতর্ক করছেন' *(মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪০৭)*। এতে বুঝা যায়, সূরা ক্বাফ পাঠ করা এবং এ ধরনের বক্তব্য দেওয়ার সময়সীমা অবশ্যই ছালাতের সময়সীমার চাইতে দীর্ঘ হ'ত। অতঃপর 'খুৎবা সংক্ষিপ্ত ও ছালাত দীর্ঘ করা'র হাদীছের *(মুসলিম হা/৮৬৯, মিশকাত হা/১৪০৬)* ব্যাখ্যা এই যে, খুৎবা কখনো কখনো খুবই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ হ'ত। সুতরাং প্রয়োজন মত খুৎবা দীর্ঘ করা যায়। তবে সর্বাবস্থায় খুৎবা সংক্ষিপ্ত হওয়াটাই উত্তম, যা খতীবের বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

প্রশ্ন (২২/১০২) : জনৈক আলেম বলেন, ফজরের সুন্নাত পরে পড়া যাবে না বরং সূর্য উঠার পরে পড়তে হবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
নীচা বাজার, নাটোর।

উত্তর : ছুটে যাওয়া সুন্নাত ফরয ছালাতের পরপরই পড়া যাবে *(তিরমিযী হা/৪২২,; ইবনু মাজাহ হা/১১৫১ সনদ ছহীহ; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪৩)*। তবে সূর্য ওঠার পরেও পড়া যাবে *(তিরমিযী হা/৪২৩, ছহীহাহ হা/২৩৬১)*।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : কারো গায়ে পা লেগে গেলে কি তাকে সালাম দিতে হবে? যদি সালাম না দেওয়া যায় তবে কী করণীয়?

-শরীফুল ইসলাম
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : এক্ষেত্রে সালাম দেয়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে এ জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। কারণ ঐ ব্যক্তি একে তাচ্ছিল্য ভাবতে পারে। আর কাউকে অসম্মান করা শরী'আতে নিষিদ্ধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯)*।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : একজন আল্লাহ্‌র অলী পঞ্চাশ হাযার ফেরেশতা হ'তে উত্তম। উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

-আলতাফ
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : গভীর সমুদ্রে ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর এক দ্বীপে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ক্ষুধার্ত ও অচেতন অবস্থায় মাছ উগরে ফেলে দেয়।

আল্লাহ সেখানে একটি লাউ গাছ সৃষ্টি করেন এবং সুস্বাদু লাউ ফলান। এক পর্যায়ে একটি বকরী এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালে তিনি প্রাণ ভরে দুধ পান করলেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ইউনুস (আঃ)-এর মাছের পেটে অবস্থান কালের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন- এক ঘণ্টা, ৩, ৭, ২০, ৪০ দিন। অথবা সকাল বেলা পেটে নিয়ে বিকেল বেলা উগরে দিল *(তাফসীর কুরতুবী, ইবনে কাছীর)*। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একটি লাউ জাতীয় গাছ সৃষ্টি করে দিলেন কথাটি সঠিক *(ছাফফাত ১৪৬)*। যা খেয়ে তিনি পুষ্ট হন। একটি পাহাড়ী বকরী এসে সকাল-বিকাল তাঁকে দুধ পান করিয়ে যেত *(তাফসীর ফৎহুল কাদীর ৪/৪১১)*। এসব বক্তব্য ইহুদী গল্পকারদের সৃষ্টি। কাজেই উক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ ভাল জানেন *(নবীদের কাহিনী ২/১১৪, ১১৭)*।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : রামাযানে হাফেয ছাহেবদের পিছনে ৩০ পারা কুরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য ২০ রাক'আত তারাবীহর জামা'আতে শরীক হয়ে সুন্নাত হিসাবে ৮ রাক'আত এবং নফল হিসাবে ১২ রাক'আত করেছি। উক্ত নিয়ত বৈধ হবে?

-নকীব ইমাম
ধানমণ্ডি, কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তর : তারাবীহ ছালাতই নফল ছালাত। কাজেই সেই ছালাতের কিছু অংশকে সুন্নাত আর কিছু অংশকে নফল বলার অবকাশ নেই। ৩০ পারা তেলাওয়াত শোনার আশায় এরূপ করারও প্রয়োজন নেই। কেননা তারাবীহ ছালাত ৮ রাক'আত যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/২০১৬)*। ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ জাল। তাই নেকী অর্জনের জন্য সুন্নাত পরিত্যাগ না করে ৮ রাক'আত পড়ে তারাবীহ শেষ করাই উত্তম হবে।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : আজকাল বিবাহের পূর্বে কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করে গায়ে হলুদের নামে জমকালো অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। সেখানে উভয়পক্ষ এক অপরকে হলুদ মাখাচ্ছে। প্রশ্ন হ'ল এ ধরনের অনুষ্ঠান করা কি শরী'আতসম্মত?

-কামরুল হাসান
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত অনুষ্ঠান শরী'আত সম্মত নয়। এগুলো সব কুসংস্কার ও বিজাতীয় সংস্কৃতি। এগুলো বর্জন করা আবশ্যক *(আবুদাউদ হা/৪০৩১)*। তবে বর-কনে চাইলে নিজেরা হলুদ মাখতে পারে *(বুখারী হা/২০৪৮, মুসলিম হা/১৪২৭, মিশকাত হা/৩২১০ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : মনে মনে এবং সরবে কুরআন তেলাওয়াত করার মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি? এতে ছওয়াবের কোন কমবেশী হবে কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর: কোন পার্থক্য নেই। তবে অন্যের ছালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হ'তে পারে এমনভাবে তেলাওয়াত করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা একে অপরের চেয়ে উঁচু কণ্ঠে তেলাওয়াত কর না' *(আহমাদ; মিশকাত হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : মাসবূকের ছালাত কেমন হবে? বাকী ছালাত উচ্চৈঃস্বরে আদায় করবে না নিম্নস্বরে? মাসবূক কখন বাকী ছালাতের জন্য দাঁড়াবে?

-আলমগীর কবীর
চকদেব, নওগাঁ।

উত্তর : কেউ ইমামের সাথে ছালাতের কিছু অংশ পেলে তাকে 'মাসবূক্ব' বলে। মুছল্লী ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থায় ছালাতে যোগদান করবে *(তিরমিযী হা/৫৯১; মিশকাত হা/১১৪২)*। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরানোর পরে মাসবূক্ব ছালাতের যে অংশটুকু বাদ পড়বে, সেটুকু পূর্ণ করবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬)*। মাসবূক ব্যক্তি নিম্নস্বরে ক্বিরাআত করবে যাতে অন্য মুছল্লীর সমস্যা না হয় *(আহমাদ; মিশকাত হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : কুরআন হাত থেকে পড়ে গেলে করণীয় কি? জনৈক ব্যক্তি বললেন, কুরআনের ওজনে চাউল দান করতে হবে।

-রবীউল ইসলাম
ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তর : এ জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং এভাবে যেন না পড়ে তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। কারণ কুরআন সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র গ্রন্থ *(বুরূজ ২২)*। তবে কুরআনের ওযনে চাউল দিতে হবে এ কথা সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : প্রশ্ন : মহিলারা ছালাতে ইমামতি করার সময়ে সরবে ক্বিরাআত পড়তে পারবে কি?

-হাসিনা খাতুন
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর: পারবে। তবে এমনভাবে যা কেবল অপর মহিলা মুছল্লীরা শুনতে পায়। যেন পরপুরুষেরা তাদের কণ্ঠ শুনতে না পায় *(আহযাব ৩২)*।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : দেশী-বিদেশী টাকা লেনদেন অর্থাৎ মানি চেঞ্জিং-এর মাধ্যমে ব্যবসা করা কি শরী'আত সম্মত?

-মুস্তাফীযুর রহমান
কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

উত্তর : মানি চেঞ্জিং-এর মাধ্যমে ব্যবসা করা অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে রিয়াল অথবা ডলার কিংবা ডলারের বিনিময়ে টাকা ক্রয় করা শরী'আত সম্মত যদি তা নগদ বা হাতে হাতে হয়। কেননা টাকা, ডলার ও রিয়াল, মানের দিক থেকে এক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যদি একটি অপরটি থেকে ভিন্ন হয় তাহ'লে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পার যদি তা নগদ বা হাতে হাতে হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮)*। আব্দুর রহমান ইবনু মুত্ব'ইম (রাঃ) বলেন, আমার ব্যবসায়ের একজন অংশীদার কিছু দিরহাম বাজারে নিয়ে বাকীতে বিক্রি করে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এমন কেনাবেচা কি জায়েয? তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি তা খোলা বাজারে বিক্রি করেছি। কিন্তু তাতে কেউ আপত্তি করেননি। এরপর আমি বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী (ছাঃ) যখন মদীনায় আসলেন তখন আমরা এ রকম বাকীতে কেনাবেচা করতাম। তখন তিনি বললেন, যদি নগদ হয়, তবে তাতে কোন বাধা নেই। আর বাকীতে হলে তা জায়েয হবে না *(বুখারী হা/৩৯৩৯ 'আনছারগণের মর্যাদা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : সরকারী আইন অনুযায়ী ছেলেদের ও মেয়েদের বিবাহের বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর। এর পূর্বে বিবাহ করলে সরকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক্ষণে এই আইন কি শরী'আত সম্মত? শরী'আতে বিবাহের শর্ত কি কি?

-আরশাদ মিয়া
রসূলপুর, গাইবান্ধা।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন বয়স কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং আয়েশা (রাঃ)-এর ছয় বছর বয়সে রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বিবাহ করেছিলেন এবং নয় বছর বয়সে বাসর করেছিলেন। *(বুখারী, 'বিবাহ' অধ্যায়, হা/৫১৫৮)*। সূরা তালাক ৪ নং আয়াতেও এর দলীল পাওয়া যায়। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ রীতি চালু ছিল। অতএব সরকারী আইন অনুযায়ী ছেলেদের ও মেয়েদের যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর নির্দিষ্ট করা শরী'আত সম্মত নয়। ইসলামী শরী'আতে বিবাহ বৈধ হওয়ার শর্ত হল, (১) পরস্পরে বিবাহ বৈধ এমন দু'জন ছেলে ও মেয়ে থাকা। (২) ঈজাব এবং কবূল। (৩) ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সম্মতি *(বুখারী, 'বিবাহ' অধ্যায়, হা/৫১৩৬)*। (৪) মেয়ের অলী থাকা। *(আবুদাউদ হা/২০৮৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : জনৈক আলেম বলেন, ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে পারস্যের শাসনকর্তা স্থানীয় ভাষায় খুৎবা প্রদান করতে চাইলে ওমর (রাঃ) তাকে অনুমতি দেননি। এ ঘটনা প্রমাণ করে মাতৃভাষায় খুৎবা প্রদান করা যাবে না। বক্তব্যটি কি সঠিক?

-ড. ওমর ফারুক
বহরমপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। খুৎবা মাতৃভাষায় এবং অধিকাংশ মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় হওয়া যরূরী। কেননা খুৎবা অর্থ ভাষণ, যা শ্রোতাদের বোধগম্য ভাষায় হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ 'আমরা সকল রাসূলকেই তাদের স্বজাতির ভাষা-ভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি তাদেরকে (আল্লাহ্র দ্বীন) ব্যাখ্যা করে দেন' *(ইবরাহীম ১৪/৪)*। আমাদের রাসূল (ছাঃ) স্বীয় মাতৃভাষায় খুৎবা দিতেন।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : আমি একজন ডাক্তার। আমার কাছে অবৈধ গর্ভবতী মহিলারা সন্তান নষ্ট করতে আসে। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

-ডা. যাকির
মহাদেবনগর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : সন্তান নষ্ট করা অর্থ সন্তান হত্যা করা। যা শরী'আতে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা করো না শরী'আতসম্মত কারণ ব্যতীত' *(আন'আম ১৫১)*। ডাক্তার হিসাবে এ কাজে সহযোগিতা করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীতির কাজে একে অন্যের সহযোগিতা কর এবং পাপকার্যে ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী' *(মায়েদাহ ২)*। হাদীছে বিনা কারণে মানুষ হত্যা করাকে কবীরা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০ 'কাবীরা গোনাহ ও মুনাফিকের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়ার এরূপ সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যভিচারের বিস্তারেও সহায়তা করা হয়।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : একজন দ্বীনদার ব্যক্তির পক্ষে ব্যাংকে চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করা বৈধ হবে কি?

-আফসানা ইয়াসমীন
রোতৈল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : স্পষ্ট সূদী বা সন্দেহযুক্ত সূদী ব্যাংকে চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করা বৈধ হবে না। সূদী কারবারে যে চার শ্রেণীর লোক সমানভাবে জড়িত, তারা হ'ল (ক) সূদ দাতা (খ) সূদ গ্রহীতা (গ) সাক্ষী (ঘ) লেখক *(বুখারী হা/৫৯৬২, মুসলিম হা/১৫৯৮, বুলুগুল মারাম হা/৮১৬)*। এমন ব্যাংকে চাকুরীরতগণ হারাম কাজে সহযোগিতা করছেন, যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন

(মায়েদাহ ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : কয়েকটি ইসলামী সংগঠন আমাদের প্রশ্নের মুখোমুখি করে বলেন যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের বই পুস্তক ও আক্বীদা বিশুদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তা আমলযোগ্য নয় এবং কিছু সংগঠন বলে তাদের সব ঠিক। কিন্তু জিহাদী চেতনা নেই। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-মাযহারুল ইসলাম
পন্ডুল, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : প্রথমত : ইসলামী আক্বীদা ও আমল প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দু'টি ভিন্ন বিষয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে যারা দ্বীনের মৌলিক উদ্দেশ্য বলে ধারণা করে থাকেন, বা ধর্মই রাজনীতি বলে প্রচারণা চালান, তারা দ্বীনকে সম্পূর্ণ ভুল অর্থে গ্রহণ করেছেন। মূলতঃ ইসলামী আক্বীদা ও আমল নিজের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেকের উপর ফরয দায়িত্ব। আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে। নিজের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা যেমন ফরয দায়িত্ব, তেমনি রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় বৈধ প্রচেষ্টা চালানোও প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয দায়িত্ব। কিন্তু রাষ্ট্র কায়েম করাই ইসলাম এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করাই হল ইক্বামতে দ্বীন বা দ্বীনের বিজয়, এটি হ'ল চরমপন্থী খারেজীদের আক্বীদা। ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয়ত : জিহাদ বলতে উক্ত ব্যক্তিরা সম্ভবত ক্বিতাল বা 'সশস্ত্র সংগ্রাম'কে বুঝিয়েছেন। মূলতঃ কিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে, যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিতাল 'ফরয' হয় না। শর্তগুলো হল– একজন প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমীর থাকা, উপযুক্ত প্রতিপক্ষ থাকা, জিহাদের প্রকাশ্য ঘোষণা থাকা। এ সকল শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কিতাল ফরয হয় না, যেমনভাবে নিছাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে যাকাত ফরয হয় না। সুতরাং একজন মুসলিম হিসাবে সর্বদা বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের চেতনা থাকা এবং শহীদ হওয়ার আকাংখা থাকা অবশ্যই যরূরী। কিন্তু একক ও বিচ্ছিন্নভাবে জিহাদের নামে অস্ত্রবাজি করা অবৈধভাবে মানুষ হত্যা করার পর্যায়ভুক্ত হবে। বস্তুতঃ তাওহীদের মর্মবাণীকে জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়া ও তাদের মর্মমূলে প্রোথিত করাই হ'ল প্রকৃত দাওয়াত এবং জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদই হ'ল দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি। আর আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমেই সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন সম্ভব। এটাই হ'ল নবীগণের চিরন্তন তরীকা। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সেপথেই সংগ্রাম করে থাকে। *(এবিষয়ে আত-তাহরীকে প্রকাশিত দরসে কুরআন 'জিহাদ ও ক্বিতাল' (ডিসেম্বর ২০০১) এবং হা,ফা,বা প্রকাশিত 'ইক্বামতে দ্বীন' বইটি পাঠ করুন)।*

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : জনৈক মুফতী বলেছেন, কুরআনের কিছু আয়াত হাদীছ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যেমন সূরা নূরের ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ব্যভিচারিণীর শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত এবং ১ বছর কারাদণ্ড। কিন্তু ছহীহ বুখারীর হাদীছে আছে তার শাস্তি হবে পাথর মেরে হত্যা করা। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইমদাদুল হক
আল-আরাফাহ ব্যাংক লিঃ, খুলনা।

উত্তর : এখানে হাদীছ দ্বারা কুরআনের আয়াতকে রহিত করা হয়নি। বরং বিবাহিত যেনাকারদের জন্য খাছ করা হয়েছে মাত্র। কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত শাস্তির বিধান অবিবাহিত যেনাকারী এবং যেনাকারীনীর জন্য প্রযোজ্য এবং বিবাহিত নারী ও পুরুষ উক্ত অপকর্ম করলে তার জন্য শাস্তি হল হাদীছে বর্ণিত পাথর মেরে হত্যা করা। এখানে হাদীছ দ্বারা কুরআনের উক্ত ব্যাপক ভিত্তিক আয়াতকে বিবাহিতদের জন্য খাছ করা হয়েছে; রহিত করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, সূরা নূর-এর উক্ত আয়াতে এক বছরের কারাদণ্ডের কথা নেই।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : বিভিন্ন সূদী ব্যাংক ইসলামী শাখা খুলছে। এ সব ব্যাংকে ডি.পি.এস খোলা যাবে কি?

-আলমগীর কবীর
চকদেব, নওগাঁ।

উত্তর : সূদী ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখা স্রেফ প্রতারণা মাত্র। আর ইসলামী ব্যাংকগুলির ব্যাংকিং কার্যক্রম ১০০% সূদমুক্ত নয়। তাই সকল ব্যাংকেই ডি.পি.এস খোলা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : কুনূতে রাতেবা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে বিশেষ করে ফজরের ছালাতে নিয়মিত পাঠ করা যাবে কি?

-আবুল কালাম
শিক্ষক, মাকলাহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়, নওগাঁ

উত্তর : কুনূতে রাতেবা হ'ল যা বিতরের ছালাতে পড়া হয়। ফরয ছালাতে কুনূতে রাতেবা পড়া ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। ফজরের ছালাতে রাসূল (ছাঃ) কুনূতে রাতেবা পড়েছেন মর্মে যে হাদীছটি এসেছে তা যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৩৮)*। আর কুনূতে নাযেলা যা যুদ্ধ, শত্রুর আক্রমণ প্রভৃতি বিপদের সময় অথবা কারুর জন্য বিশেষ কল্যাণ কামনায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে বিশেষভাবে দো'আ পাঠ করতে হয়। এটি যেকোন ফরয ছালাতে পড়া যায় *(মুসলিম হা/৬৭৮, নাসাঈ হা/১০৭৬)*।